রাজা রামমোহন রায়-

প্রণীত গ্রন্থাবলি।

শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু

ও

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ

কর্ত্তৃক

সংগৃহীত ও পুনঃ প্রকাশিত।

কলিকাতা।

আদি ব্রাহ্ম-সমাজের যন্ত্রে

মুদ্রিত।

১৭৯৭ শক, আষাঢ়।

Printed by Kally Dass Chuckerbutty.

সূচীপত্র

তলবকার উপনিষৎ।

ওঁ তৎসৎ। সামবেদের তলবকার উপনিষদের ভাষা বিবরণ ভগবান ভাষ্যকারের ব্যাখ্যানুসারে করা গেল বেদেতে যে যে ব্যক্তির প্রামাণ্য জ্ঞান আছে তাঁহারা ইহাকে মান্য এবং গ্রাহ্য অবশ্যই করিবেন আর যাহার নিকট বেদ প্রমাণ নহেন তাহার সহিত সুতরাং প্রয়োজন নাই ॥

ওঁ তৎসৎ। কেনেষিতং ইত্যাদি শ্রুতি সকল সামবেদীয় তলবকার শাখার নবমাধ্যায় হয়েন, ইহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে কর্ম্ম এবং দেবোপাসনা কহিয়া এ অধ্যায়ে শুদ্ধ ব্রহ্ম তত্ত্ব কহিতেছেন. অতএব এ অধ্যায়কে উপনিষৎ অর্থাৎ বেদ শিরোভাগ কহা যায়। এসকল শ্রুতি ব্রহ্ম পর হয়েন কর্ম্ম পর নহেন। শিষ্যের প্রশ্ন গুরুর উত্তর কল্পনা করিয়া এ সকল শ্রুতিতে আত্মতত্ত্ব কহিয়াছেন, ইহার তাৎপর্য্য এই যে প্রশ্ন উত্তর রূপে যাহা কহা যায় তাহার অনায়াসে বোধ হয় আর দ্বিতীয় তাৎপর্য্য এই যে প্রশ্ন উত্তরের দ্বারা জানাইতেছেন যে উপদেশ ব্যতিরেকে কেবল তর্কেতে ব্রহ্মতত্ত্ব জানা যায় না।

ওঁ তৎসৎ॥ কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ। কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি চক্ষুঃশ্রোত্রং কউ দেবো যুনক্তি ॥১॥ কোন্ কর্ত্তার ইচ্ছা মাত্রের দ্বারা মন নিযুক্ত হইয়া আপনার বিষয়ের প্রতি গমন করেন অর্থাৎ আপন বিষয়ের চিন্তা করেন। আর কোন্ কর্ত্তার আজ্ঞার দ্বারা নিযুক্ত হইয়া সকল ইন্দ্রিয়ের প্রধান যে প্রাণ বায়ু তিনি আপন ব্যাপারে প্রবর্ত্ত হয়েন। আর কার প্রেরিত হইয়া শব্দ রূপ বাক্য নিঃসরণ হয়েন যে বাক্যকে লোকে কহিয়া থাকেন। আর কোন্ দীপ্তিমান কর্ত্তা চক্ষুঃ ও কর্ণকে উহাদের আপন আপন বিষয়েতে নিয়োগ করেন ॥১॥ শিষ্য এই রূপ জিজ্ঞাসা করিলে পরে গুরু উত্তর করিতেছেন ॥ শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসোমনোযদ্বাচোহ বাচং সউ প্রাণস্য প্রাণঃ চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥ ২ ॥ তুমি যাঁহার প্রশ্ন করিতেছ তিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র হয়েন এবং অন্তঃকরণের অন্তঃকরণ বাক্যের বাক্য প্রাণের প্রাণ চক্ষুর চক্ষু হয়েন অর্থাৎ যাঁহার অধিষ্ঠানে এই সকল ইন্দ্রিয় আপন আপন কার্য্যেতে প্রবর্ত্ত হয় তিনি ব্রহ্ম হয়েন। এই হেতু শ্রোত্রাদির স্বতন্ত্র চৈতন্য আছে এমত জ্ঞান করিবে না এই রূপে ব্রহ্মকে

জানিয়া আর শ্রোত্রাদিতে আত্ম ভাব ত্যাগ করিয়া জ্ঞানী সকল এসংসার হইতে মৃত্যু হইলে পর মুক্ত হয়েন ॥ ২ ॥ ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি নবাগ্গচ্ছতি নোমনোনবিদ্মোন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাদন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং যে নস্তদ্ব্যাচচক্ষিরে ॥ ৩ ॥ যেহেতু ব্রহ্ম জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলের জ্ঞানেন্দ্রিয় স্বরূপ হইয়াছেন এই হেতু চক্ষুঃ তাঁহাকে দেখিতে পায়েন না বাক্য তাঁহাকে কহিতে পারেন না আর মন তাঁহাকে ভাবিতে পারেন না এবং নিশ্চয় করিতেও পারেন না অতএব শিষ্যকে কি প্রকারে ব্রহ্মের উপদেশ করিতে হয় তাহা আমরা কোনমতে জানি না। কিন্তু বেদে এক প্রকারে উপদেশ করেন যে যাবৎ বিদিত বস্তু অর্থাৎ যে যে বস্তুকে জানা যায় তাহা হইতে ভিন্ন হয়েন এবং অবিদিত হইতে অর্থাৎ ঘট পটাদি হইতে ভিন্ন হইয়া ঘট পটাদিকে যে মায়া প্রকাশ করেন সে মায়া হইতেও ভিন্ন ব্রহ্ম হয়েন। তর্ক এবং যজ্ঞাদি শুভ কর্ম্মের দ্বারা ব্রহ্ম জ্ঞান গোচর হয়েন না কিন্তু এই রূপ আচার্য্যের কথিত যে বাক্য তাহার দ্বারা এক প্রকারে তাঁহাকে জানা যায় ইহা আমরা পূর্ব্ব আচার্য্যদেব মুখে শুনিয়া আসিতেছি যে আচার্য্যেরা আমাদিগ্যে ব্রহ্মোপদেশ করিয়াছেন ॥ ৩ ॥ শিষ্যের পাছে অন্য কাহাকে ব্রহ্ম করিয়া বিশ্বাস হয় তাহা নিবারণের নিমিত্তে পরেব পাঁচ শ্রুতি কহিতেছেন॥ যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥৪॥ যাঁহাকে বাক্য অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয় এবং বর্ণ আর নানা প্রকার পদ ঞেহাবা কহিতে পারেন না আর যিনি বাক্যকে বিশেষ বিশেব অর্থে নিযুক্ত করেন তাঁহাকেই কেবল ব্রহ্ম করিযা তুমি জান অন্য যে পরিছিন্ন যাঁহাকে লোক সকল উপাসনা করেন সে ব্রহ্ম নহে ॥ ৪ ॥ যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্ম্মনোমতং। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৫ ॥ যাঁহাকে মন আব বুদ্ধির দ্বারা লোকে সঙ্কল্প এবং নিশ্চয় করিতে পারেন না আর যিনি মন আর বুদ্ধিকে জানিতেছেন এই রূপ ব্রহ্মজ্ঞানীবা কহেন তাঁহাকেই কেবল ব্রহ্ম করিয়া তুমি জান অন্য যে পরিছিন্ন যাহাকে লোক সকল উপাসনা করে সে ব্রহ্ম নহে ॥ ৫ ॥ যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যতি। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥৬॥ যাঁহাকে চক্ষুর্দ্বারা লোকে দেখিতে

পায়েন না আর যাঁহার অধিষ্ঠানেতে লোকে চক্ষু বৃত্তিকে অর্থাৎ ঘট পটাদি যাবদ্বস্তুকে দেখেন তাঁহাকেই কেবল ব্রহ্ম করিয়া তুমি জান অন্য যে পরিছিন্ন যাহাকে লোক সকল উপাসনা করে সে ব্রহ্ম নহে ॥ ৬ ॥ যৎ শ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতং। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৭ ॥ যাঁহাকে, কর্ণেন্দ্রিয় দ্বারা কেহ শুনিতে পায়েন না আর যিনি এই কর্ণেন্দ্রিয়কে শুনিতেছেন তাঁহাকেই কেবল ব্রহ্ম করিয়া তুমি জান অন্য যে পরিচ্ছিন্ন যাহাকে লোক সকল উপাসনা করে সে ব্রহ্ম নহে ॥ ৭ ॥ যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৮ ॥ যাঁহাকে ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা লোকে গন্ধের ন্যায় গ্রহণ করিতে পারেন না আর যিনি ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে তাহার বিষয়েতে নিযুক্ত করেন তাঁহাকেই কেবল ব্রহ্ম করিয়া তুমি জান অন্য যে পরিচ্ছিন্ন যাহাকে লোক সকল উপাসনা করে সে ব্রহ্ম নহে ॥ ৮ ॥ পূর্ব্বে যে উপদেশ গুরু করিলেন তাহা হইতে পাছে শিষ্য এই জ্ঞান করে যে এই শরীরস্থিত সোপাধি যে জীব তিনি ব্রহ্ম হয়েন এই শঙ্কা দূর করিবার নিমিত্ত গুরু কহিতেছেন ॥ যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপং। যদস্য ত্বং যদস্য দেবেষ্বথনু মীমাংস্যমেব তে মন্যে বিদিতং ॥ ৯ ॥ আমি অর্থাৎ এই শরীরস্থিত যে আত্মা সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হই অতএব আমি সুন্দর রূপে ব্রহ্মকে জানিলাম এমত যদি তুমি মনে কর তবে তুমি ব্রহ্ম স্বরূপের অতি অল্প জানিলে। আপনাতে পরিচ্ছিন্ন করিয়া যে তুমি ব্রহ্মের স্বরূপ জানিতেছ সে কেবল অল্প হয় এমত নহে বরঞ্চ দেবতা সকলেতে পরিচ্ছিন্ন করিয়া ব্রহ্মের স্বরূপ যে জানিতেছ তাহাও অল্প হয় অতএব তুমি ব্রহ্মকে জানিলে না এই হেতু এখন ব্রহ্ম তোমার বিচার্য্য হয়েন এই প্রকার গুরুর বাক্য শুনিয়া শিষ্য বিশেষ মতে বিবেচনা করিয়া উত্তর করিতেছেন আমি বুঝি যে ব্রহ্মকে এখন আমি জানিলাম ॥ ৯ ॥ কি রূপে শিষ্য ব্রহ্মকে জানিলেন তাহা শিষ্য কহিতেছেন ॥ নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ। যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ ॥ ১০ ॥ আমি ব্রহ্মকে সুন্দর প্রকারে জানিয়াছি এমত আমি মনে করি না আর ব্রহ্মকে আমি জানি না এরূপো আমি মনে করি না আর আমারদের মধ্যে যে

ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত বাক্যকে বিশেষ মতে জানিতেছেন সে ব্যক্তি ব্রহ্মতত্ত্বকে জানিতেছেন পূর্ব্বোক্ত বাক্য কি তাহা কহিতেছেন ব্রহ্মকে আমি জানি না এমত মনে করি না আর ব্রহ্মকে সুন্দর রূপ জানি এরূপো মনে করি না। অর্থাৎ যথার্থ রূপে ব্রহ্মকে জানি না কিন্তু ব্রহ্মকে সত্য স্বরূপ জ্ঞান স্বরূপ করিয়া বেদে কহিয়াছেন ইহা জানি ॥ ১০ ॥ এখন গুরু শিষ্য সম্বাদ দ্বারা

১১ যে অর্থ নিষ্পন্ন হইল তাহা পরের শ্রুতিতে কহিতেছেন ॥ যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ। অবিজ্ঞাতং বিজানতাম্ বিজ্ঞাতমবিজানতাং ॥১১॥ ব্রহ্ম আমার জ্ঞাত নহেন এরূপ নিশ্চয় যে ব্রহ্মজ্ঞানীর হয় তিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন আর আমি ব্রহ্মকে জানিয়াছি এরূপ নিশ্চয় যে ব্যক্তির হয় সে ব্রহ্মকে জানে না; উত্তম-জ্ঞানবান্ ব্যক্তির বিশ্বাস এই যে ব্রহ্ম আমার জ্ঞেয় নহেন আর উত্তম জ্ঞান বিশিষ্ট যে ব্যক্তি নহেন তাঁহার বিশ্বাস এই

১২ যে ব্রহ্ম আমার জ্ঞেয় হয়েন ॥ ১১ ॥ পরের শ্রুতিতে কি প্রকারে ব্রহ্মের জ্ঞান হইতে পারে তাহা কহিতেছেন ॥ প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে। আত্মনা বিন্দতে বীর্য্যং বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতং ॥১২॥ জড় যে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সে ব্রহ্মের অধিষ্ঠানের দ্বারা চেতনের ন্যায় ঘট পটাদি বস্তুর জ্ঞান করিতেছে ইহাতেই সাক্ষাৎ চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্ম প্রতীত হইতেছেন এই রূপে ব্রহ্মের যে জ্ঞান সেই উত্তম জ্ঞান হয় যেহেতু এই রূপ জ্ঞান হইলে মোক্ষ হয়। আর আপনার যত্নের দ্বারাই ব্রহ্ম জ্ঞানের সামর্থ্য

১৩ হয় সেই ব্রহ্ম জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি হয় ॥ ১২ ॥ ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ। ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ প্রেত্যা স্মাল্লোকাদমৃতাভবন্তি ॥ ১৩ ॥ যদি এই মনুষ্য দেহেতে ব্রহ্মকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যে ব্যক্তি জানে তবে তাহার ইহলোকে প্রার্থনীয় সুখ পরলোকে মোক্ষ দুই সত্য হয় আর এই মনুষ্য শরীরে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্রহ্মকে না জানে তবে তাহার অত্যন্ত ঐহিক পারত্রিক ক্লেশ হয়। অতএব জ্ঞানী সকল স্থাবরেতে এবং জঙ্গমেতে এক আত্মাকে ব্যাপক

১৪ জানিয়া ইহলোক হইতে মৃত্যু হইলে পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন ॥ ১৩ ॥ ব্রহ্ম সকলের কর্ত্তা এবং দুর্জ্ঞেয় হয়েন ইহা দেখাইবার নিমিত্তে পরে এক আখ্যায়িকা অর্থাৎ এক বৃত্তান্ত কহিতেছেন ॥ ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে

তস্য হ ব্রহ্মণো বিজয়ে দেবা অমহীয়ন্ত, তঐক্ষন্তাস্মাকমেবায়ং বিজয়োঽস্মাকমেবায়ং মহিমেতি ॥ ১৪ ॥ ব্রহ্ম দেবতাদের নিমিত্তে নিশ্চয় জয় করিলেন অর্থাৎ দেবাসুর সংগ্রামে জগতের কল্যাণের নিমিত্ত দেবতাদিগো জয় দেয়াইলেন. সেই ব্রহ্মের জয়েতে অগ্নি প্রভৃতি দেবতা সকল আপন আপন মহিমাকে প্রাপ্ত হইলেন, আর তাঁহারা মনে করিলেন যে আমাদিগোরী এ জয় আর আমাদিগোরী এ মহিমা অর্থাৎ এ জয়ের সাক্ষাৎ কর্ত্তা আর এ মহিমার সাক্ষাৎ কর্ত্তা আমরাই হই ॥ ১৪ ॥ তদ্ধৈষাং বিজজ্ঞৌ তেভ্যোহ প্রাদুর্ব্বভূব তন্ন ব্যজানত কিমিদং যক্ষমিতি ॥ ১৫ ॥ সেই অন্তর্যামী ব্রহ্ম দেবতাদের এই মিথ্যাভিমান জানিলেন.পাছে দেবতা সকল এই মিথ্যাভিমানের দ্বারা অসুরের ন্যায় নষ্ট হয়েন এই হেতু তাঁহাদিগো জ্ঞান দিবার নিমিত্ত বিস্ময়ের হেতু মায়া নির্ম্মিত অদ্ভুত রূপে বিদ্যুতের ন্যায় তাঁহাদিগোর চক্ষুর গোচর হইলেন। ইনি কে পূজ্য হয়েন তাহা দেবতারা জানিতে পারিলেন না ॥ ১৫ ॥ তে অগ্নিমব্রুবন্ জাতবেদ এতদ্বিজানীহি কিমেতৎ যক্ষমিতি তথেতি তদভ্যদ্রবৎ তদভ্যবদৎ কোঽসীতি. অগ্নির্ব্বা অহমস্মীত্যব্রবীজ্জাতবেদা বাঅহমস্মীতি ॥ ১৬ ॥ সেই দেবতা সকল অগ্নিকে কহিলেন যে হে অগ্নি এ পূজ্য কে হয়েন ইহা তুমি বিশেষ করিয়া জান অগ্নি তথাস্তু বলিয়া সেই পূজ্যের নিকট গমন করিলেন.সেই পূজ্য অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করিলেন অর্থাৎ অগ্নির কর্ণ গোচর এই শব্দ হইল যে তুমি কে। অগ্নি উত্তর দিলেন যে আমার নাম অগ্নি হয় আমার নাম জাতবেদ হয় অর্থাৎ আমি বিখ্যাত হই ॥ ১৬ ॥ তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্য্যমিতি, অপীদং সর্ব্বং দহেয়ং যদিদং পৃথিব্যামিতি, তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি॥ ১৭ ॥ তখন অগ্নিকে সেই পূজ্য কহিলেন এমন বিখ্যাত যে তুমি অগ্নি তোমাতে কি সামর্থ্য আছে তাহা কহ তখন অগ্নি উত্তর দিলেন যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যে কিছু বস্তু আছে সে সকলকেই দগ্ধ করিতে পারি তখন সেই পূজ্য অগ্নির সংমুখে এক তৃণ রাখিয়া কহিলেন যে এই তৃণকে তুমি দগ্ধ কর অর্থাৎ যদি এই তৃণকে তুমি দগ্ধ করিতে না পার তবে আমি দগ্ধ করিতে পারি এমত অভিমান আর করিবে না ॥ ১৭ ॥ তদুপপ্রেয়ায় সর্ব্বজবেন তন্ন শশাক দগ্ধুং সতত এব নিববৃতে নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্‌-

যক্ষমিতি ॥ ১৮ ॥ তখন অগ্নি সেই তৃণের নিকট গিয়া আপনার তাবৎ পরাক্রমের দ্বারাতে তাহাকে দগ্ধ করিতে পারিলেন না. তখন অগ্নি সেই স্থান হইতে নিবর্ত্ত হইয়া দেবতাদিগো কহিলেন যে এ পূজ্য কে হয়েন তাহা জানিতে পারিলাম না ॥ ১৮ ॥

১৯ অথ বায়ুমব্রুবন্ বায়বেতদ্বিজানীহি কিমেতদ্‌যক্ষমিতি তথেতি তদভ্যদ্রবৎ তমভ্যবদৎ কোসীতি, বায়ুর্ব্বা অহমস্মীত্যব্রবীন্মাতরিশ্বা বা অহমস্মীতি ॥ ১৯ ॥ পশ্চাৎ সেই সকল দেবতারা বায়ুকে কহিলেন যে হে বায়ু এ পূজ্য কে হয়েন তাহা তুমি বিশেষ করিয়া জান বায়ু তথাস্তু বলিয়া সেই পূজ্যের নিকট গমন করিলেন. সেই পূজ্য বায়ুকে জিজ্ঞাসা করিলেন অর্থাৎ বায়ুর কর্ণ গোচর এই শব্দ হইল যে তুমি কে। বায়ু উত্তর দিলেন যে আমার নাম বায়ু হয় আমার নাম মাতরিশ্বা হয় অর্থাৎ আমি বিখ্যাত হই ॥ ১৯ ॥

২০ তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্য্যমিতি অপীদং সর্ব্বমাদদীয় যদিদং পৃথিব্যামিতি, তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদাদৎস্বেতি ॥ ২০ ॥ তখন বায়ুকে সেই পূজ্য কহিলেন এমন বিখ্যাত যে তুমি বায়ু তোমাতে কি সামর্থ্য আছে তাহা কহ. তখন বায়ু উত্তর দিলেন যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যে কিছু বস্তু আছে সে সকলকেই গ্রহণ করিতে পারি, তখন সেই পূজ্য বায়ুর সম্মুখে এক তৃণ রাখিয়া কহিলেন যে এই তৃণকে তুমি গ্রহণ কর অর্থাৎ যদি এই তৃণকে গ্রহণ করিতে তুমি না পার তবে আমি গ্রহণ করিতে পারি এমত অভিমান আর করিবে না ॥ ২০ ॥

২১ তদুপপ্রেয়ায় সর্ব্বজবেন তন্ন শশাকাদাতুং সতত এব নিববৃতে নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্‌যক্ষমিতি ॥ ২১ ॥ যখন বায়ু সেই তৃণের নিকটে গিয়া আপনার তাবৎ পরাক্রমের দ্বারাতে তাহাকে গ্রহণ করিতে পারিলেন না তখন বায়ু সেই স্থান হইতে নিবর্ত্ত হইয়া দেবতাদিগ্যে কহিলেন যে এ পূজ্য কে হয়েন তাহা জানিতে পারিলাম না ॥ ২১ ॥

২২ অথেন্দ্রমব্রুবন্ মঘবন্নেতদ্বিজানীহি কিমেতদ্‌যক্ষমিতি, তথেতি তদভ্যদ্রবৎ তস্মাত্তিরোদধে ॥ ২২ ॥ পশ্চাৎ সেই সকল দেবতারা ইন্দ্রকে কহিলেন যে হে ইন্দ্র এই পূজ্য কে হয়েন তাহা তুমি বিশেষ করিয়া জান ইন্দ্র তথাস্তু বলিয়া সেই পূজ্যের নিকট গমন করিলেন তখন সেই পূজ্য ইন্দ্র হইতে চক্ষুর নিমিষের ন্যায় অন্তর্দ্ধান করিলেন অর্থাৎ ইন্দ্রের চক্ষু গোচর আর থাকিলেন

না ॥২২॥ স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীং তাং হোবাচ কিমেতৎ যক্ষমিতি ব্রহ্মেতি হোবাচ ব্রহ্মণোবা এতদ্বিজয়ে মহীয়ধ্বমিতি ॥ ২৩ ॥ ইন্দ্র ঐ আকাশে সেই পূজ্যকে দেখিতে না পাইয়া নিবর্ত্ত না হইয়া তথায় থাকিলেন তখন বিদ্যা রূপিণী মায়া অতি সুন্দরী উমা রূপেতে ইন্দ্রকে দেখা দিলেন; ইন্দ্র তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে কে এ পূজ্য এখানে ছিলেন; তেঁহ কহিলেন যে ইনি ব্রহ্ম আর এই ব্রহ্মের জয়েতে তোমরা মহিমা প্রাপ্ত হইয়াছ ॥২৩॥ ২৩ তেতো হৈব বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি তস্মাদ্বা এতে দেবা অতিতরামিবান্যান্ দেবান্ যদগ্নির্বায়ুরিন্দ্রস্তে হ্যেনৎ নেদিষ্ঠং পস্পর্শুস্তেহ্যেনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥ ২৪ ॥ ২৪ সেই বিদ্যার উপদেশেতেই ইনি ব্রহ্ম ইহা ইন্দ্র জানিলেন। যে হেতু অগ্নি বায়ু ইন্দ্র এঁহারা ব্রহ্মের সমীপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন আর যেহেতু অতি নিকটস্থ ব্রহ্মের সহিত এঁহাদিগ্যের আলাপাদি দ্বারা সম্বন্ধ হইয়াছিল আর যে হেতু এঁহারা অন্য দেবতার পূর্ব্বে ব্রহ্ম করিয়া জানিযাছিলেন সেই হেতু অগ্নি বায়ু ইন্দ্র অন্য দেবতা হইতে শ্রেষ্ঠের ন্যায় হইলেন কারণ এই যে বিদ্যা বাক্য হইতে ইন্দ্র ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন আর ইন্দ্র হইতে প্রথমত অগ্নি ও বায়ু ব্রহ্ম করিয়া জানিযাছিলেন ॥ ২৪ ॥ ২৫ তস্মাদ্বা ইন্দ্রোঽতিতরামিবান্যান্ দেবান্ সহ্যেনন্নেদিষ্ঠং পস্পর্শ সহ্যেনৎ প্রথমোবিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥ ২৫॥ যেহেতু ইন্দ্র ব্রহ্মের অতি সমীপ গমনের দ্বারা সম্বন্ধ প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন আর যেহেতু অগ্নি বায়ু অপেক্ষা করিযাও উমার বাক্যেতে প্রথমে ব্রহ্মকে জানিযাছিলেন সেই হেতু অগ্নি বায়ু প্রভৃতি সকল দেবতা হইতেও ইন্দ্র শ্রেষ্ঠের ন্যায় হইলেন অর্থাৎ জ্ঞানেতে যে শ্রেষ্ঠ সেই শ্রেষ্ঠ হয ॥ ২৫ ॥ ২৬ তস্যৈষ আদেশো যদেতদ্বিদ্যুতো ব্যদ্যুতদা ইতীতি ন্যমীমিষদা ইত্যধিদৈবতং ॥ ২৬ ॥ সেই যে উপমা রহিত ব্রহ্ম তাঁহার এই এক উপমার কথন হয় যেমন বিদ্যুতের প্রকাশের ন্যায় অর্থাৎ একে বারেই তেজের দ্বারা বিদ্যুতের ন্যায জগতের ব্যাপক হয়েন আর অন্য উপমা কথন এই যে যেমন চক্ষু র্নিমেষ অত্যন্ত দ্রুত এবং অনায়াসে হয় সেই রূপ ব্রহ্ম সৃষ্ট্যাদি এবং তিরোধান অনায়াসে করেন এই যে উপমা তাহা দেবতাদের বিষয়ে কহিয়াছেন ॥ ২৬ ॥ অথাধ্যাত্মং যদেতদ্গচ্ছতীব চ

২৭ মনোহনেন চৈতন্তুপস্মরত্যভীক্ষ্ণং সঙ্কল্পঃ তদ্ধ তদ্বনং নাম তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যং সয় এতদেবং বেদাভিহৈনং সর্ব্বাণি ভূতানি সংবাঞ্ছন্তি ॥ ২৭ ॥ এখন মনের বিষয়ে সর্ব্বব্যাপি ব্রহ্মের তৃতীয় আদেশ এই যে এই ব্রহ্মকে যেন পাইতেছি এমৎ অভিমান মন করেন আর এই মনের দ্বারা সাধকে জ্ঞান করেন ব্রহ্মকে যেন ধ্যান গোচর করিলাম আর মনের পুনঃ পুনঃ সঙ্কল্প অর্থাৎ ব্রহ্ম বিষয়ে সাধকের পুনঃ পুনঃ স্মরণ হয়। তাৎপর্য্য এই যে পূর্ব্বের দুই উপমা আর পরের এই আদেশ অল্প বুদ্ধি ব্যক্তির জ্ঞানের নিমিত্ত কহেন যেহেতু উপমা ঘটিত বাক্যকে অল্প বুদ্ধিরা অনায়াসে বুঝিতে পারে নতুবা নিরুপাধি ব্রহ্মের কোনো উপমা নাই এবং মনো তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারেন না। সেই যে ব্রহ্ম তিনি সকলের নিশ্চিত ভজনীয় হয়েন অতএব সর্ব্বভজনীয় করিয়া তিনি বিখ্যাত হয়েন এই প্রকারেতে তাঁহার উপাসনা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি এই প্রকারে ব্রহ্মের উপাসনা করে তাহাকে সকল লোক প্রার্থনা করেন ॥ ২৭ ॥ পূর্ব্ব উপদেশের

২৮ দ্বারা সবিশেষ ব্রহ্ম তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া নির্বিশেষ ব্রহ্ম তত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত আর যাহা পূর্ব্বে কহিয়াছেন তাহাতে উপনিষদের সমাপ্তি হইল কি আর কিছু অবশেষ আছে ইহা নিশ্চয় করিবার জন্যে শিষ্য কহিতেছেন ॥ উপনিষদং ভোব্রূহীত্যুক্তা ত উপনিষৎ ব্রাহ্মীং বাব ত উপনিষদমব্রূমেতি তস্যৈ তপোদমঃ কর্ম্মেতি প্রতিষ্ঠা বেদাঃ সর্ব্বাঙ্গানি সত্যমায়তনং॥২৮॥ শিষ্য বলিতেছেন যে হে গুরু উপনিষৎ অর্থাৎ ব্রহ্ম বিষয় পরম রহস্য যে শ্রুতি তাহা আমাকে কহ গুরু উত্তর দিলেন যে উপনিষৎ তোমাকে কহিলাম অর্থাৎ প্রথমত নির্ব্বিশেষ পশ্চাৎ সবিশেষ করিয়া ব্রহ্ম তত্ত্বকে কহিলাম ব্রহ্ম তত্ত্ব ঘটিত যে বাক্য সে উপনিষৎ হয় তাহা তোমাকে কহিলাম অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহা কহিয়াছি তাহাতেই উপনিষদের সমাপ্তি হইল। তপ আর ইন্দ্রিয় নিগ্রহ আর অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম আর বেদ আর বেদের অঙ্গ অর্থাৎ ব্যাকরণ প্রভৃতি এহারা সেই উপনিষদের পা হয়েন অর্থাৎ এ সকলের অনুষ্ঠান যে ব্যক্তি ইহ জন্মে কিম্বা পূর্ব্ব জন্মে করিয়াছে উপনিষদের অর্থ সেই ব্যক্তিতে প্রকাশ হয় আর উপনিষদের আলয় সত্য হয়েন অর্থাৎ সত্য থাকিলেই উপনিষদের অর্থ স্ফূর্ত্তি থাকে ॥ ২৮ ॥ যোবাএতামেবং বেদ অপহত্য

পাপ্মানমনন্তে স্বর্গে লোকে জ্যেয়ে প্রতিতিষ্ঠতি প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ২৯ ॥ কেনেষিতং ইত্যাদি শ্রুতি রূপ যে উপনিষৎ তাহাকে যে ব্যক্তি অর্থত এবং শব্দত জানে সে ব্যক্তি প্রাক্তনকে নষ্ট করিয়া অন্ত শূন্য সকল হইতে মহান্ আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মাতে অবস্থিতি করে অবস্থিতি করে। শেষ বাক্যতে যে পুনরুক্তি সে নিশ্চয়ের দ্যোতক এবং গ্রন্থ সমাপ্তির জ্ঞাপক হয় ॥২৯॥ ইতি সামবেদীয় তলবকারোপনিষৎ সমাপ্তা ॥ সামবেদীয় তলবকারোপনিষদের সমাপ্তি হইল ইতি ॥ শকাব্দা ১৭৩৮ ইংরাজী ১৮১৬। ১৭ আষাঢ় ২৯ জুনেতে ছাপানা গেল ॥ ২৯



ঈশোপনিষৎ।

ভূমিকা।

ওঁ তৎসৎ। ভগবান্ বেদব্যাস ব্রহ্ম সূত্রের দ্বারা ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন যে সমুদায় বেদ এক বাক্যতায় বুদ্ধি মন বাক্যের অগোচর যে ব্রহ্ম কেবল তাঁহাকে প্রতিপন্ন করিতেছেন সেই সকল সূত্রের অর্থ সর্ব্ব সাধরণ লোকের বুঝিবার নিমিত্তে সংক্ষেপে ভাষাতে বিবরণ করা গিয়াছে এক্ষণে দশোপনিষৎ যে মূল বেদ ও যাহার ভাষ্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য করিয়াছেন তাহার বিবরণ সেই ভাষ্যের অনুসারেতে ভাষাতে করিবার যত্ন করা গিয়াছে সংপ্রতি সেই দশোপনিষদের মধ্যে যজুর্ব্বেদীয় ঈশোপনিষদের ভাষা বিবরণকে ছাপানা গেল আর ক্রমে ক্রমে যে যে উপনিষদের ভাষা বিবরণ পরমেশ্বরের প্রসাদে প্রস্তুত হইবেক তাহা পরে পরে ছাপানা যাইবেক। এই সকল উপনিষদের দ্বারা ব্যক্ত হইবেক যে পরমেশ্বর এক মাত্র সর্ব্বত্র ব্যাপী আমাদের ইন্দ্রিয়ের এবং বুদ্ধির অগোচর হয়েন তাঁহারি উপাসনা প্রধান এবং মুক্তির প্রতি কারণ হয় আর নাম রূপ সকল মায়ার কার্য্য হয়। যদি কহ পুরাণ এবং তন্ত্রাদি শাস্ত্রেতে যে সকল দেবতার উপাসনা লিখিয়াছেন সে সকল কি অপ্রমাণ আর পুরাণ এবং তন্ত্রাদি কি শাস্ত্র নহেন। তাহার উত্তর এই যে পুরাণ এবং তন্ত্রাদি অবশ্য শাস্ত্র বটেন যে হেতু পুরাণ এবং তন্ত্রাদিতেও পরমাত্মাকে এক এবং বুদ্ধি মনের অগোচর করিয়া পুনঃ পুনঃ কহিয়াছেন তবে পুরাণেতে এবং তন্ত্রাদিতে সাকার দেবতার বর্ণন এবং উপাসনার যে বাহুল্য মতে লিখিয়াছেন সে প্রত্যক্ষ বটে কিন্তু ঐ পুরাণ এবং তন্ত্রাদি সেই সাকার বর্ণনের সিদ্ধান্ত আপনিই পুনঃ পুনঃ এই রূপে করিয়াছেন যে যে ব্যক্তি ব্রহ্ম বিষয়ের শ্রবণ মননেতে অশক্ত হইবেক সেই ব্যক্তি দুষ্কর্ম্মে প্রবর্ত্ত না হইয়া রূপ কল্পনা করিয়াও উপাসনার দ্বারা চিত্ত স্থির রাখিবেক পরমেশ্বরের উপাসনাতে যাহার অধিকার হয় কাল্পনিক উপাসনাতে তাহার প্রয়োজন নাই। প্রমাণ স্মার্ত্তধৃত যমদগ্নির বচন॥ চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ। উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনা। রূপস্থানাং দেবতানাং পুংস্ত্র্যংশাদিককল্পনা॥ জ্ঞান স্বরূপ অদ্বিতীয় উপাধি শূন্য শরীর রহিত যে পরমে-

শ্বর তাঁহার রূপের কল্পনা সাধকের নিমিত্তে করিয়াছেন রূপ কল্পনার স্বীকার করিলে পুরুষের অবয়ব স্ত্রীর অবয়ব ইত্যাদি অবয়বের সুতরাং কল্পনা করিতে হয়। বিষ্ণু পুরাণের প্রথমাংশের দ্বিতীয়াধ্যায়ের বচন॥ রূপনামাদিনির্দ্দেশবিশেষণবিবর্জ্জিতঃ। অপক্ষয়বিনাশাভ্যাং পরিণামার্ত্তিজন্মভিঃ। বর্জ্জিতঃ শক্যতে বক্তুং যঃ সদাস্তীতি কেবলং॥ রূপ নাম ইত্যাদি বিশেষণ রহিত নাশ রহিত অবস্থান্তর শূন্য দুঃখ এবং জন্ম হীন পরমাত্মা হয়েন কেবল আছেন এই মাত্র করিয়া তাঁহাকে কহা যায়॥ অপ্সু দেবামনুষ্যাণাং দিবি দেবামনীষিণাং। কাষ্ঠলোষ্টেষু মূর্খাণাং যুক্তস্যাত্মনি দেবতা॥ জলেতে ঈশ্বর বোধ ইতর মনুষ্যের হয় গ্রহাদিতে ঈশ্বর বোধ দেবজ্ঞানীরা করেন কাষ্ঠ মৃত্তিকা ইত্যাদিতে ঈশ্বর বোধ মূর্খেরা করে আত্মাতে ঈশ্বর বোধ জ্ঞানীরা করেন॥ শ্রীভাগবতের দশমস্কন্ধে চৌরাশি অধ্যায়ে ব্যাসাদির প্রতি ভগবদ্বাক্য॥ কিং স্বল্পতপসাং নৃণামর্চ্চায়াং দেবচক্ষুষাং দর্শনস্পর্শনপ্রশ্নপ্রহ্বপাদার্চ্চনাদিকং॥ ভগবান শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যা। তীর্থ স্নানাদিতে তপস্যা বুদ্ধি যাহাদের আর প্রতিমাতে দেবতা জ্ঞান যাহাদের এমত রূপ ব্যক্তি সকলের যোগেশ্বরেদের দর্শন স্পর্শন নমস্কার আর পাদার্চ্চন অসম্ভাবনীয় হয়॥ যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌমইজ্যধীঃ। যত্তীর্থবুদ্ধিশ্চ জলে ন কর্হিচিৎ জনেষ্বভিজ্ঞেষু সএব গোখরঃ॥ যে ব্যক্তির কফপিত্ত বায়ুময় শরীরেতে আত্মার বোধ হয় আর স্ত্রী পুত্রাদিতে আত্ম ভাব আর মৃত্তিকা নির্ম্মিত বস্তুতে দেবতা জ্ঞান হয় আর জলেতে তীর্থ বোধ হয় আর এ সকল জ্ঞান তত্ত্ব জ্ঞানীতে না হয় সে ব্যক্তি বড় গরু অর্থাৎ অতি মূঢ় হয়। কুলার্ণবে নবমোল্লাসে॥ বিদিতে তু পরে তত্ত্বে বর্ণাতীতে হ্যবিক্রিয়ে। কিঙ্করত্বং হি গচ্ছন্তি মন্ত্রামন্ত্রাধিপৈঃ সহ॥ ক্রিয়া হীন বর্ণাতীত যে ব্রহ্মতত্ত্ব তাহা বিদিত হইলে মন্ত্র সকল মন্ত্রের অধিপতি দেবতার সহিত দাসত্ব প্রাপ্ত হয়েন॥ পরে ব্রহ্মণি বিজ্ঞাতে সমস্তৈর্নিয়মৈরলং। তালবৃন্তেন কিং কার্য্যং লব্ধে মলয়মারুতে॥ পরব্রহ্ম জ্ঞান হইলে কোন নিয়মের প্রয়োজন থাকে না যেমন মলয়ের বাতাস পাইলে তালের পাখা কোনো কার্য্যে আইসে না। মহানির্ব্বাণ॥ এবং গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ। কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানাম

র্গমেধসাং॥ এই রূপ গুণের অনুসারে নানা প্রকার রূপ অল্প বুদ্ধি ভক্ত-দিগ্যের হিতের নিমিত্তে কল্পনা করা গিয়াছে। অতএব বেদ পুরাণ তন্ত্রাদিতে যত যত রূপের কল্পনা এবং উপাসনার বিধি দুর্ব্বলাধিকারির নিমিত্ত কহিয়াছেন তাহার মীমাংসা পরে এই রূপ শত শত মন্ত্র এবং বচনের দ্বারা আপনিই করিয়াছেন। যদি কহ ব্রহ্মজ্ঞানের যে রূপ মাহাত্ম্য লিখিয়াছেন সে প্রমাণ কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের সম্ভাবনা নাই সুতরাং সাকার উপাসনা কর্ত্তব্য। তাহার উত্তর এই যে। ব্রহ্মজ্ঞান যদি অসম্ভব হইত তবে॥ আত্মা বাঅরে শ্রোতব্যোমন্তব্যঃ। আত্মৈবোপাসীত॥ এই রূপ শ্রুতি এবং স্মৃতিতে ব্রহ্মজ্ঞান সাধনের প্রেরণা থাকিতো না। কেন না অসম্ভব বস্তুর প্রেরণা শাস্ত্রে হইতে পারে না আব যদি কহ ব্রহ্মজ্ঞান অসম্ভব নহে কিন্তু কস্টসাধ্য বহু যত্নে হয় ইহাব উত্তর এই। যে বস্তু বহু যত্নে হয় তাহার সিদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্বদা যত্ন আবশ্যক হয় তাহার অবহেলা কেহ কবে না। তুমি আপনিই ইহাকে কস্টসাধ্য কহিতেছ অথচ ইহাতে যত্ন করা দূরে থাকুক ইহার নাম করিলে ক্রোধ কর। অধিকন্তু পুবাণ এবং তন্ত্রাদি স্পস্ট কহিতেছেন যে যাবৎ নাম রূপ বিশিস্ট সকলই জন্য এবং নশ্বর। প্রমাণ স্মার্ত্তধৃত বিষ্ণুর বচন॥ যে সমর্থাজগত্যস্মিন্ সৃষ্টিসংহারকারিণঃ। তেপি কালে প্রলীয়স্তে কালোহি বলবত্তরঃ। এই জগতের যাঁহারা সৃষ্টি সংহারের কর্ত্তা এবং সমর্থ হয়েন তাঁহারাও কালে লীন হয়েন অতএব কাল বড় বলবান্। যাজ্ঞবল্ক্যের বচন॥ গন্ত্রী বসুমতী নাশমুদধির্দৈবতানিচ। ফেণপ্রখ্যঃ কথং নাশং মর্ত্যলোকোন যাস্যতি॥ পৃথিবী এবং সমুদ্র এবং দেবতারা এ সকলেই নাশকে পাইবেন অতএব ফেণার ন্যায় অচিরস্থায়ী যে মনুষ্য সকল কেন তাহারা নাশকে না পাইবেক। মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবী মাহাত্ম্যে ভগবতীর প্রতি ব্রহ্মাব বাক্য॥ বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহমীশানএব চ। কারিতাস্তে যতোহতস্তাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান ভবেৎ॥ বিষ্ণুব এবং আমার অর্থাৎ ব্রহ্মার এবং শিবের যেহেতু শরীর গ্রহণ তুমি করাইয়াছ অতএব কে তোমাকে স্তব করিতে পারে। কুলার্ণবের প্রথমোল্লাসে॥ ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদিদেবতাভূতজাতয়ঃ। সর্ব্বে নাশং প্রয়াস্যন্তি তস্মাচ্ছ্রেয়ঃ সমাচরেৎ॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতি দেবতা এবং যাবৎ

শরীর বিশিষ্ট বস্তু সকলে নাশকে পাইবেন অতএব আপন আপন মঙ্গল চেষ্টা করিবেক। এইরূপ ভূরি বচনের দ্বারা গ্রন্থ বাহুল্যের প্রয়োজন নাই। যদ্যপি পুরাণ তন্ত্রাদিতে লক্ষ স্থানেও নাম রূপ বিশিষ্টকে উপাস্য করিয়া কহিয়া পুনরায় কহেন যে এ কেবল দুর্ব্বলাধিকারীর মনস্থিরের নিমিত্ত কল্পনা মাত্র করা গেল তবে ঐ পূর্ব্বের লক্ষ বচনের সিদ্ধান্ত পরের বচনে হয় কি না। আর যদি পুরাণতন্ত্রাদিতে সকল ব্রহ্মময় এই বিচারের দ্বারা নানা দেবতা এবং দেবতার বাহন এবং ব্যক্তি সকল আর অন্নাদি যাবদ্বস্তুকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়া পুনরায় পাছে এ বর্ণনের দ্বারা ভ্রম হয় এ নিমিত্ত পশ্চাৎ কহেন যে বাস্তবিক নাম রূপ সকল জন্য এবং নশ্বর হয়েন তবে তাবৎ পূর্ব্বের বাক্যের মীমাংসা পরের বাক্যে হয় কি না। যদি কহ কোন দেবতাকে পুরাণেতে সহস্র সহস্র বার ব্রহ্ম কহিয়াছেন আর কাহাকেও কেবল দুই চারি স্থানে কহিয়াছেন অতএব যাহাঁদিগো অনেক স্থানে ব্রহ্ম কহিয়াছেন তাহাঁরাই স্বতন্ত্র ব্রহ্ম হয়েন। ইহার উত্তর। যদি পুরাণাদিকে সত্য করিয়া কহ তবে তাহাতে দুই চারি স্থানে যাহার বর্ণন আছে আর সহস্র স্থানে যাহার বর্ণন আছে সকলকেই সত্য করিয়া মানিতে হইবেক যে হেতু যাহাকে সত্যবাদী জ্ঞান করা যায় তাহার সকল বাক্যেই বিশ্বাস করিতে হয় অতএব পুরাণ তন্ত্রাদি আপনার বাক্যের সিদ্ধান্ত আপনিই করিয়াছেন যাহাতে পরস্পর দোষ না হয় কিন্তু আমরা সিদ্ধান্ত বাক্যে মনোযোগ না করিয়া মনোরঞ্জন বাক্যে মগ্ন হই। যদি কহ আত্মার উপাসনা শাস্ত্র বিহিত বটে এবং দেবতাদের উপাসনাও শাস্ত্র সম্মত হয় কিন্তু আত্মার উপাসনা সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য আর দেবতার উপাসনা গৃহস্থের কর্ত্তব্য হয়। তাহার উত্তর। এই রূপ আশঙ্কা কদাপি করিতে পারিবে না। যে হেতু বেদে এবং বেদান্ত শাস্ত্রে আর মনু প্রভৃতি স্মৃতিতে গৃহস্থের আত্মোপাসনা কর্ত্তব্য এরূপ অনেক প্রমাণ আছে তাহার কিঞ্চিৎ লিখিতেছি বেদে এবং বেদান্তে যাহা প্রমাণ আছে তাহা বেদান্তের ৩ অধ্যায়ে ৪ পাদে ৪৮ সূত্রে পাইবেন অধিকন্তু মনু সকল স্মৃতির প্রধান তাহার শেষ গ্রন্থে সকল কর্ম্মকে কহিয়া পশ্চাৎ কহিলেন ॥ যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ। আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্॥

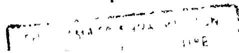
শাস্ত্রোক্ত যাবৎ কর্ম্ম তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াও ব্রহ্মোপাসনাতে এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহেতে আর প্রণব এবং উপনিষদাদি বেদাভ্যাসেতে ব্রাহ্মণ যত্ন করিবেন। ইহাতে কুল্লূক ভট্ট মনুর টীকাকার লিখেন যে এ সকলের অনুষ্ঠান দ্বারা মুক্তি হয় ইহাই এবচনের তাৎপর্য্য হয় এ সকল অনুষ্ঠান করিলে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের পরিত্যাগ করিতে অবশ্য হয় এমত নহে। আর মনুর চতুর্থাধ্যায়ে গৃহস্থ ধর্ম্ম প্রকরণে॥ ঋষিযজ্ঞং দেবযজ্ঞং ভূতয জ্ঞঞ্চ সর্ব্বদা। নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞঞ্চ যথাশক্তি ন হাপযেৎ॥ ২১॥ তৃতীয়াধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে ঋষি যজ্ঞ আর দেব যজ্ঞ ভূত যজ্ঞ নৃযজ্ঞ পিতৃ যজ্ঞ এই পঞ্চ যজ্ঞকে সর্ব্বদা যথা শক্তি গৃহস্থে ত্যাগ করিবেক না॥ ২১॥ এতানেকে মহাযজ্ঞান্ যজ্ঞশাস্ত্রবিদোজনাঃ। অনীহমানাঃ সততমিন্দ্রিয়েষ্বেব জুহ্বতি॥ ২২॥ যে সকল গৃহস্থেরা বাহ্য এবং অন্তর যজ্ঞের অনুষ্ঠানের শাস্ত্রকে জানেন তাঁহারা বাহ্যেতে কোনো যজ্ঞাদির চেষ্টা না করিয়া চক্ষুঃ শ্রোত্র প্রভৃতি যে পাঁচ ইন্দ্রিয় তাহার রূপ শব্দ প্রভৃতি পাঁচ বিষয়কে সংযম করিয়া পঞ্চ যজ্ঞকে সম্পন্ন করেন। অর্থাৎ কোনো কোনো ব্রহ্মজ্ঞানী গৃহস্থেরা বাহ্যেতে পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান না করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠার বলেতে ইন্দ্রিয় দমন রূপ যে পঞ্চ যজ্ঞ তাহাকে করেন॥ ২২॥ বাচ্যেকে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণে বাচঞ্চ সর্ব্বদা। বাচি প্রাণেচ পশ্যন্তোযজ্ঞনির্বৃতিমক্ষয়াং॥২৩॥ আর কোনো কোনো ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ পঞ্চ যজ্ঞের স্থানে বাক্যেতে নিশ্বাসের হবন করাকে আর নিশ্বাসেতে বাক্যের হবন করাকে অক্ষয় ফলদায়ক যজ্ঞ জানিয়া সর্ব্বদা বাক্যেতে নিশ্বাসকে আর নিশ্বাসেতে বাক্যকে হবন করিয়া থাকেন অর্থাৎ যখন বাক্য কহা যায় তখন নিশ্বাস থাকে না যখন নিশ্বাসের ত্যাগ করা যায় তখন বাক্য থাকে না এই হেতু কোনো কোনো গৃহস্থেরা ব্রহ্মনিষ্ঠার বলের দ্বারা পঞ্চ যজ্ঞ স্থানে শ্বাস নিশ্বাস ত্যাগ আর জ্ঞানের উপদেশ মাত্র করেন॥ ২৩॥ জ্ঞানেনৈবাপরে বিপ্রায়জন্ত্যেতৈর্মখৈঃ সদা। জ্ঞানমূলাং ক্রিয়ামেষাং পশ্যন্তোজ্ঞানচক্ষুষা॥ ২৪॥ আর কোনো কোনো ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থেরা গৃহস্থের প্রতি যে যে যজ্ঞ শাস্ত্রে বিহিত আছে তাহা সকল কেবল ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা নিষ্পন্ন করেন জ্ঞান চক্ষুর দ্বারা তাঁহারা জানিতেছেন যে পঞ্চ যজ্ঞাদি সমুদায় ব্রহ্মাত্মক হয়েন। অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ

গৃহস্থদের ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা সমুদায় যজ্ঞ সিদ্ধ হয়॥ ২৪॥ যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিঃ॥ ন্যায়ার্জ্জিতধনস্তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠোঽতিথিপ্রিয়ঃ। শ্রাদ্ধকৃৎ সত্যবাদী চ গৃহস্থো পি বিমুচ্যতে॥ সৎ প্রতিগ্রহাদি দ্বারা যে গৃহস্থ ধনের উপার্জ্জন করেন আর অতিথি সেবাতে তৎপর হয়েন নিত্য নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠানেতে রত হয়েন আর সর্ব্বদা সত্য বাক্য কহেন আত্মতত্ত্ব ধ্যানেতে আসক্ত হয়েন এমত ব্যক্তি গৃহস্থ হইয়াও মুক্ত হয়েন অর্থাৎ কেবল সন্ন্যাসী হইলেই মুক্ত হয়েন এমত নহে কিন্তু এরূপ গৃহস্থেরো মুক্তি হয়। অতএব স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে গৃহস্থের প্রতি নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মের যেমন বিধি আছে সেই রূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক অথবা কর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মোপাসনারো বিধি আছে বরঞ্চ ব্রহ্মোপাসনা বিনা কেবল কর্ম্মের দ্বারা মুক্তি হয় না এমত স্থানে স্থানে পাওয়া যাইতেছে। যদি বল ব্রহ্ম অনির্ব্বচনীয় তাঁহার উপাসনা বেদবেদান্ত এবং স্মৃত্যাদি যাবৎ শাস্ত্রের মতে প্রধান যদি হইল তবে এতদ্দেশীয় প্রায় সকলে এই রূপ সাকার উপাসনা যাহাকে গৌণ কহিতেছ কেন পরম্পরায় করিয়া আসিতেছেন। ইহার উত্তর বিবেচনা করিলে আপনা হইতে উপস্থিত হইতে পারে তাহার কারণ এই পণ্ডিত সকল যাঁহারা শাস্ত্রার্থের প্রেরক হইয়াছেন তাঁহাদের অনেকেই বিশেষ মতে আত্ম নিষ্ঠ হওয়াকে প্রধান ধর্ম্ম করিয়া জানিয়া থাকেন কিন্তু সাকার উপাসনায় যথেষ্ট নৈমিত্তিক কর্ম্ম এবং ব্রত যাত্রা মহোৎসব আছে সুতরাং ইহার বৃদ্ধিতে লাভের বৃদ্ধি অতএব তাঁহারা কেহ কেহ সাকার উপাসনার প্রেরণ সর্ব্বদা বাহুল্য মতে করিয়া আসিতেছেন এবং যাঁহারা প্রেরিত অর্থাৎ শূদ্রাদি এবং বিষয় কর্ম্মান্বিত ব্রাহ্মণ তাঁহাদের মনের রঞ্জনা সাকার উপাসনায় হয় অর্থাৎ আপনার উপমার ঈশ্বর আর আত্মবৎ সেবার বিধি পাইলে ইহা হইতে অধিক কি তাঁহাদের আহ্লাদ হইতে পারে। আর ব্রহ্মোপাসনাতে কার্য্য দেখিয়া কারণে বিশ্বাস করা এবং নানা প্রকার নিয়ম দেখিয়া নিয়ম কর্ত্তাকে নিশ্চয় করিতে হয় তাহা মন এবং বুদ্ধির চালনের অপেক্ষা রাখে সুতরাং তাহাতে কিঞ্চিৎ শ্রম বোধ হয় অতএব প্রেরকেরা আপন লাভের কারণ এবং প্রেরিতেরা আপনাদের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত এই রূপ নানা প্রকার উপাসনার বাহুল্য করিয়াছেন-কিন্তু

কোনো লোককে স্বার্থপর জানিলে তাঁহার বাক্যে সুবোধ ব্যক্তিরা বিশেষ বিবেচনা না করিয়া বিশ্বাস করেন না অতএব আপনাদের শাস্ত্র আর পরমার্থ বিষয়ে কেন না বিবেচনা করিয়া বিশ্বাস করা যায়। এস্থানে এক আশ্চর্য্য এই যে অতি অল্প দিনের নিমিত্ত আর অতি অল্প উপকারে যে সামগ্রী আইসে তাহার গ্রহণ অথবা ক্রয় করিবার সময় যথেষ্ট বিবেচনা সকলে করিয়া থাকেন আর পরমার্থ বিষয় যাহা সকল হইতে অত্যন্ত উপকারী আর অতি মূল্য হয় তাহার গ্রহণ করিবার সময় কি শাস্ত্রের দ্বারা কি যুক্তির দ্বারা বিবেচনা করেন না আপনার বংশের পরম্পরা মতে আর কেহ কেহ আপনার চিত্তের যেমন প্রাশস্ত্য হয় সেই রূপ গ্রহণ করেন এবং প্রায় কহিয়া থাকেন যে বিশ্বাস থাকিলে অবশ্য উত্তম ফল পাইব। কিন্তু এক জনের বিশ্বাস দ্বারা বস্তুর শক্তি বিপরীত হয় না যেহেতু প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে দুগ্ধের বিশ্বাসে বিষ খাইলে বিষ আপনার শক্তি অবশ্য প্রকাশ করে। বিশেষ আশ্চর্য্য এই যে যদি কোন ক্রিয়া শাস্ত্র সংমত এবং সত্যকাল অবধি শিষ্ট পরম্পরা সিদ্ধ হয় কেবল অল্প কাল কোনো কোনো দেশে তাহার প্রচারের ত্রুটি জন্মিয়াছে আর সংপ্রতি তাহার অনুষ্ঠানেতে লৌকিক কোনো প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না এবং হাস্য আমোদ জন্মে না তাহার অনুষ্ঠান করিতে কহিলে লোকে কহিয়া থাকেন যে পরম্পরা সিদ্ধ নহে কি রূপে ইহা করি কিন্তু সেই সকল ব্যক্তি যেমন আমরা সেই রূপ সামান্য লৌকিক প্রয়োজন দেখিলে পূর্ব্ব শিষ্ট পরম্পরার অত্যন্ত বিপরীত এবং শাস্ত্রের সর্ব্ব প্রকারে অন্যথা শত শত কর্ম্ম করেন সে সময়ে কেহ শাস্ত্র এবং পূর্ব্ব পরম্পরার নামো করেন না যেমন আধুনিক কুলের নিয়ম যাহা পূর্ব্ব পরম্পরার বিপরীত এবং শাস্ত্র বিরুদ্ধ। আর ইঙ্গরেজ যাহাকে ম্লেচ্ছ কহেন তাঁহাকে অধ্যয়ন করান কোন্ শাস্ত্রে আর কোন্ পূর্ব্ব পরম্পরায় ছিল। আর কাগজ যে সাক্ষাৎ যবনের অন্ন তাহাকে স্পর্শ করা আর তাহাতে গ্রন্থাদি লেখা কোন্ শাস্ত্র বিহিত আর পরম্পরা সিদ্ধ হয় ইঙ্গরেজের উচ্ছিষ্ট করা আর্দ্র ওয়ফর দিয়া বন্ধ করা পত্র যত্ন পূর্ব্বক হস্তে গ্রহণ করা কোন্ পূর্ব্ব পরম্পরাতে পাওয়া যায় আর আপনার বাটীতে দেবতার পূজাতে যাঁহাকে ম্লেচ্ছ কহেন তাঁহাকে নিম-

স্মরণ কবা আর দেবতা সমীপে আহারাদি করান কোন্ পবম্পরা সিদ্ধ হয় এই রূপ নানা প্রকার কর্ম্ম যাহা অত্যন্ত শিস্ট পরম্পরা বিরুদ্ধ হয় প্রত্যহ করা যাইতেছে। আর শুভ শূচক কর্ম্মের মধ্যে জগদ্ধাত্রী রটন্তী ইত্যাদি পূজা আর মহাপ্রভুর নিত্যানন্দ প্রভুব বিগ্রহ এ কোন্ পরম্পরায় হইয়া আসিতেছিল তাহাতে যদি কেহ যে এ উত্তম কর্ম্ম শাস্ত্র বিহিত আছে যদ্যপিও পরম্পরা সিদ্ধ নহে তত্রাপি কর্ত্তব্য বটে। ইহার উত্তব। শাস্ত্র বিহিত উত্তম কর্ম্ম পরম্পরা সিদ্ধ না হইলেও যদি কর্ত্তব্য হয় তবে সর্ব্ব শাস্ত্র সিদ্ধ আত্মোপাসনা যাহা অনাদি পরম্পরা ক্রমে সিদ্ধ আছে কেবল অতি অল্প কাল কোনো কোনো দেশে ইহার প্রচারের ন্যূনতা জন্মিয়াছে ইহা কর্ত্তব্য কেন না হয়। শুনিতে পাই যে কোনো কোনো ব্যক্তি কহিযা থাকেন যে তোমবা ব্রহ্মোপাসক তবে শাস্ত্র প্রমাণ সকল বস্তুকে ব্রহ্ম বোধ করিয়া পঙ্ক চন্দন শীত উষ্ণ আর চোর সাধু এ সকলকে সমান জ্ঞান কেন না কর। ইহার উত্তর এক প্রকার বেদান্ত সূত্রের ভাষা বিবরণের ভূমিকাতে ১০ দশেব পৃষ্ঠে লেখা গিয়াছে যে বশিষ্ঠ পরাশর সনৎকুমার ব্যাস জনক ইত্যাদি ব্রহ্মনিষ্ঠ হইযাও লৌকিক জ্ঞানে তৎপব ছিলেন আর রাজনীতি এবং গৃহস্থ ব্যবহার কবিয়াছিলেন তাহা যোগবাশিষ্ঠ মহাভারতাদি গ্রন্থে স্পস্টই আছে ভগবান কৃষ্ণ অর্জ্জুন যে গৃহস্থ তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যা স্বরূপ গীতার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান দিযাছিলেন এবং অর্জ্জুনো ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া লৌকিক জ্ঞান শূন্য না হইয়া বরঞ্চ তাহাতে পটু হইয়া রাজ্যাদি সম্পন্ন কবিযাছিলেন। বশিষ্ঠদেব ভগবান রামচন্দ্রকে উপদেশ করিয়াছেন॥ বহির্ব্যাপারসংরম্ভোহৃদি সঙ্কল্পবর্জ্জিতঃ। কর্ত্তা বহিবকর্ত্তান্তরেবং বিহর রাঘব॥ বাহ্যেতে ব্যাপাব বিশিস্ট হইয়া কিন্তু মনেতে সঙ্কল্প বর্জ্জিত হইয়া আর বাহ্যেতে আপনাকে কর্ত্তা দেখাইয়া আর অন্তঃকরণে আপনাকে অকর্ত্তা জানিয়া হে রাম লোকযাত্রা নির্ব্বাহ কব। রামচন্দ্রো ঐ সকল উপদেশের অনুসাবে আচরণ সর্ব্বদা কবিযাছেন। আব দ্বিতীয় উত্তর এই যে যে ব্যক্তি প্রশ্ন করেন যে তুমি ব্রহ্মজ্ঞানী শাস্ত্র প্রমাণ সকলকে ব্রহ্ম জানিযাও খাদ্যাখাদ্য পঙ্ক চন্দনের আব শত্রু মিত্রেব বিবেচনা কেন কবহ সে ব্যক্তি যদি দেবীব উপাসক হয়েন তবে তাঁহাকে

জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য যে ভগবতীকে তুমি ব্রহ্মময়ী করিয়া বিশ্বাস করিয়াছ আর কহিতেছ দেবী মাহাত্ম্যে ॥ সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে ॥ যে তুমি সর্ব্ব স্বরূপ এবং সকলের ঈশ্বরী হও। তবে তুমি সকল বস্তুকে ভগবতী জ্ঞান করিয়াও পঙ্ক চন্দন শত্রু মিত্রকে প্রভেদ করিয়া কেন জান। সে ব্যক্তি যদি বৈষ্ণব হয়েন তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য যে তোমার বিশ্বাস এই যে॥ সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ ॥ যে যাবৎ সংসার বিষ্ণুময় হয়। গীতায় ভগবান্ কৃষ্ণের বাক্য ॥ একাংশেন স্থিতোজগৎ ॥ আমি জগৎকে একাংশেতে ব্যাপিয়া আছি। তবে তুমি বৈষ্ণব হইযা বিষ্ণুকে সর্ব্বত্র জানিয়াও পঙ্ক চন্দন শত্রু মিত্রের ভেদ কেন করহ। এই রূপ সকল দেবতার উপাসকেরে জিজ্ঞাসা করিলে যে উত্তর তাঁহারা দিবেন সেই উত্তর প্রায় আমাদের পক্ষ হইবেক। আর কোনো কোনো পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে তোমরা ব্রহ্মজ্ঞানী কহাও তাহার মত কি কর্ম্ম করিয়া থাকহ। এ যথার্থ বটে যে যে রূপ কর্ত্তব্য এ ধর্ম্মের তাহা আমাদের হইতে হয় নাই তাহাতে আমরা সর্ব্বদা সাপরাধ আছি। কিন্তু শাস্ত্রের ভরসা আছে গীতা॥ পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে। নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ যে কোন ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি জ্ঞানের অভ্যাসে যথার্থ রূপ যত্ন না করিতে পারে তাহার ইহলোকে পাতিত্য পরলোকে নরকোৎপত্তি হয় না যে হেতু শুভকারীর হে অর্জ্জুন কদাপি দুর্গতি জন্মে না। কিন্তু ঐ পণ্ডিতেরদিগ্যে জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য যে তাঁহারা ব্রাহ্মণের যে যে ধর্ম্ম প্রাতঃকাল অবধি রাত্রি পর্য্যন্ত শাস্ত্রে লিখিয়াছেন তাহার লক্ষাংশের একাংশ করেন কি না, বৈষ্ণবের শৈবের এবং শাক্তের যে যে ধর্ম্ম তাহার শতাংশের একাংশ তাঁহারা করিয়া থাকেন কি না· যদি এ সকল বিনাও তাঁহারা কেহ ব্রাহ্মণ কেহ বৈষ্ণব কেহ শৈব ইত্যাদি কহাইতেছেন তবে আমাদের সর্ব্ব প্রকার অনুষ্ঠান করিতে অশক্ত দেখিয়া এ রূপ ব্যঙ্গ কেন করেন। মহাভারতে ॥ রাজন্ সর্ষপমাত্রাণি পরছিদ্রাণি পশ্যতি। আত্মনোবিল্বমাত্রাণি পশ্যন্নপি নপশ্যতি ॥ পরের ছিদ্র সর্ষপ মাত্র লোকে দেখেন আপনার ছিদ্র বিল্বমাত্র হইলে দেখিয়াও দেখেন না। সকলের উচিত যে আপন আপন অনুষ্ঠান যত্ন পূর্ব্বক করেন, সংপূর্ন অনুষ্ঠান না করিলে উপাসনা



যদি সিদ্ধ না হয় তবে কাহারো উপাসনা সিদ্ধ হইতে পারে না। কেহো কেহো কহেন বিধিবৎ চিত্ত শুদ্ধি না হইলে ব্রহ্মোপাসনায় প্রবর্ত্ত হওয়া উচিত নহে। তাহার উত্তর এই যে। শাস্ত্রে কহেন যথাবিধি চিত্ত শুদ্ধি হইলেই ব্রহ্মজ্ঞানের ইচ্ছা হয় অতএব ব্রহ্মজ্ঞানের ইচ্ছা ব্যক্তিতে দেখিলেই নিশ্চয় হইবেক যে চিত্ত শুদ্ধি ইহার হইয়াছে যে হেতু কারণ থাকিলেই কার্য্যের উৎপত্তি হয় তবে সাধনের দ্বারা অথবা সৎ সঙ্গ অথবা পূর্ব্ব সংস্কার অথবা গুরুর প্রসাদাৎ কি কারণের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হইয়াছে তাহা বিশেষ কি রূপে কহা যায়। অধিকন্তু যাঁহারা এমত প্রশ্ন করেন তাঁহাদিগ্যে জিজ্ঞাসা উচিত যে তন্ত্রে দীক্ষা প্রকরণে লিখিয়াছেন॥ শান্তোবিনীতঃ শুদ্ধাত্মা শ্রদ্ধাবান্ ধারণক্ষমঃ। সমর্থশ্চ কুলীনশ্চ প্রাজ্ঞঃ সচ্চরিতোয়তী। এবমাদিগুণৈর্যুক্তঃ শিষ্যোভবতি নান্যথা॥ যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হয় এবং বিনয়ী হয় সর্ব্বদা শুচি হয় শ্রদ্ধাযুক্ত হয় ধারণাতে পটু শক্তিমান্ আচারাদি ধর্ম্ম বিশিস্ট সুন্দর বুদ্ধিমান্ সচ্চরিত্র সংযত হয় ইত্যাদি গুণ বিশিস্ট হইলেই দীক্ষার অধিকারী হয়। কিন্তু শিষ্যকে তাঁহারা এই রূপ অধিকারী দেখিয়া মন্ত্র দিয়া থাকেন কি না যদি আপনারা অধিকারি বিবেচনা উপাসনার প্রকরণে না করেন তবে অন্যের প্রতি কি বিচারে এ প্রশ্ন তাঁহাদের শোভা পায়। ব্যক্তির কর্ম্ম ত্যাগ প্রায় তিন প্রকারে হয় এক এই যে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির কর্ম্ম ত্যাগ পরে পরে হইয়া উঠে। দ্বিতীয় নাস্তিক সুতরাং কর্ম্ম করে নাই। তৃতীয় কৃতাকৃত শাস্ত্র জ্ঞান রহিত যেমন অন্ত্যজ জাতি সকল হয়। তাহারা শাস্ত্রের অজ্ঞানতা প্রযুক্ত কোনো কর্ম্ম করে না। বেদান্ত শাস্ত্রের ভাষা বিবরণে কিম্বা বেদের ভাষা বিবরণে আর ইহার ভূমিকায় কোনো স্থানে এমত লেখা নাই যে নাস্তিকতা করিয়া অথবা শাস্ত্রে অবহেলা করিয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিবেক। যদি কোনো ব্যক্তি নাস্তিকতা করিয়া অথবা শাস্ত্রে বিমুখ হইয়া এবং আলস্য প্রযুক্ত কর্ম্মাদি ত্যাগ করে তবে তাহার নিমিত্তে বেদান্তের ভাষা বিবরণের অপরাধ মহৎ ব্যক্তিরা দিবেন না যে হেতু তাঁহারা দেখিতেছেন যে ভাষা বিবরণের পূর্ব্বে এরূপ কর্ম্ম ত্যাগী লোক সকল ছিলো বিবরণে অশাস্ত্র কোন স্থানে লেখা থাকে তবে তাহার প্রতিবাদ করিতে পারেন এবং

অশাস্ত্র প্রমাণ হইলে দোষ দিতে পারেন। তবে দ্বেষ মৎসরতা প্রাপ্ত হইয়া নিন্দা করিলে ইহার উপায় নাই। হে পরমাত্মন্ আমাদিগ্যে দ্বেষ মৎসরতা অসূয়া এবং পক্ষপাত এ সকল পীড়া হইতে মুক্ত করিয়া যথার্থ জ্ঞানে প্রেরণ কর ইতি। ওঁ তৎসৎ। শকাব্দা ১৭৩৮ ইংরাজী ১৮১৬। ৩১ আষাঢ় ১৩ জুলাই।

অনুষ্ঠান।

ওঁ তৎসৎ॥ এই সকল উপনিষদকে শ্রবণ এবং পাঠ করিয়া তাহার অর্থকে পুনঃ পুনঃ চিন্তন করিলে ইহার তাৎপর্য্য বোধ হইবার সম্ভাবনা হয়। কেবল ইতিহাসের ন্যায় পাঠ করিলে বিশেষ অর্থ বোধ হইতে পারে না অতএব নিবেদন ইহার অর্থে যথার্থ মনোযোগ করিবেন। বেদান্তের বিবরণ ভাষাতে হইবার পরে প্রথমত স্বার্থ পর ব্যক্তিরা লোক সকলকে ইহা হইতে বিমুখ করিবার নিমিত্ত নানা দুষ্প্রবৃত্তি লওয়াইয়া ছিলেন. এখন কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে এ গ্রন্থ অমুকের মত হয়, তোমরা ইহাকে কেন পড় আর গ্রহণ কর, অর্থাৎ ইহা শুনিলে অনেকের অভিমান উদ্দীপ্ত হইয়া এ শাস্ত্রকে এক জন আধুনিক মনুষ্যের মত জানিয়া ইহার অনুশীলন হইতে নিবর্ত্ত হইতে পারিবেন। অত্যন্ত দুঃখ এই যে সুবুদ্ধি ব্যক্তিরা এমত সকল অপ্রামাণ্য বাক্যকে কি রূপে কর্ণে স্থান দেন. কোনো শাস্ত্রকে ভাষায় বিবরণ করিলে সে শাস্ত্র যদি সেই বিবরণ কর্ত্তার মত হয় তবে ভগবদ্গীতা যাহাকে বাঙ্গালি ভাষায় এবং হিন্দোস্থানি ভাষায় কয়েক জন বিবরণ করিয়াছেন সেই সকল ব্যক্তির মত হইতে পারে ও রামায়ণকে কীর্ত্তিবাস আর মহাভারতের কতক কতক কাশীদাস ভাষায় বিবরণ করেন তবে এ সকল গ্রন্থ তাঁহাদের মত হইল আর মনু প্রভৃতি গ্রন্থের অন্য অন্য দেশীয় ভাষাতে বিবরণ দেখিতেছি তাহাও সেই সেই দেশীয় লোকের মত তাঁহাদের বিবেচনায় হইতে পারে, ইহা হইলে অনেক গ্রন্থের প্রামাণ্য উঠিয়া যায়। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সকল বিবেচনা করিলে অনায়াসেই জানিবেন যে এ কেবল দুষ্প্রবৃত্তি জনক বাক্য হয়, এ সকল শাস্ত্রের শ্রম পূর্ব্বক ভাষা করিবার উদ্দেশ্য এই যে ইহার মত জ্ঞান স্বদেশীয় লোক সকলের অনায়াসে হইয়া এ অকিঞ্চনের প্রতি তুষ্ট হয়েন কিন্তু মনো দুঃখ এই যে অনেক স্থানে তাহার বিপরীত দেখা যায়।

ঈশোপনিষদের ভাষা বিবরণ সমুদায় ছাপানার পূর্ব্বেই সামবেদের তলবকার উপনিষৎ ছাপানা হইয়া প্রকাশ হওয়াতে কোনো কোনো ব্যক্তি আপত্তি করিলেন যে যদি বক্ষ বিদ্যুতের ন্যায় দেবতাদের সম্মুখে প্রকাশ

পাইলেন আর বাক্য কহিলেন তবে তেঁহো এক প্রকার সাকার হইলেন। এ রূপ আপত্তি শুনিলে কেবল খেদ উপস্থিত হয়, সে এই খেদ যে ব্যক্তি সকল গ্রন্থের পূর্ব্বাপর পড়িয়া এবং বিবেচনা না করিয়া আশঙ্কা করেন যে হেতু ঐ উপনিষদের পূর্ব্বে ব্রহ্মের স্বরূপ যে পর্য্যন্ত কহা যায় তাহা কহিলেন অর্থাৎ তেঁহো মন বুদ্ধি বাক্য শ্রবণ ঘ্রাণ ইত্যাদি ইন্দ্রিযের অগোচর হয়েন পরে এই স্থির করিবার নিমিত্তে যে কর্ত্তৃত্ব ব্রহ্ম বিনা অন্য কাহারো নাই ঐ আখ্যায়িকা অর্থাৎ ইতিহাস কহিলেন যে হেতু ঐ উপনিষদে এবং ভাষ্যতে লিখিতেছেন যে এ রূপ আদেশ মায়িক বস্তুত তাঁহার উপমা নাই এবং চক্ষু র্গোচর তেঁহ কদাপি হয়েন না ইহা না হইলে উপনিষদের পূর্ব্বাপরের এক বাক্যতা থাকে না। দ্বিতীয় এই যে ব্রহ্ম-মায়া কল্পনায আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত নাম রূপেতে দেখাইতেছেন তাঁহাব বিদ্যুতের ন্যায় মায়া কল্পনা করিয়া দেখান কোন্ আশ্চর্য্য আর যেঁহো যাবৎ শব্দকে কর্ণের গোচর করিতেছেন আর সেই শব্দ সকলেব দ্বাবা নানা অর্থ প্রাণি সমূহকে বোধ করাইতেছেন তাঁহার কি আশ্চর্য্য যে অগ্নি বায়ু ইন্দ্রের কর্ণে শব্দ দ্বারা অর্থ বোধ করান। এই শরীরেতে উপাধি বিশিষ্ট যে চৈতন্য যাহাকে জীব কহিয়া একত্র সহবাস করিতেছি সে কি আব কি প্রকার হয় তাহা দেখিতে এবং জানিতে পারি না তবে সর্ব্ব-ব্যাপি অনির্ব্বচনীয চৈতন্য স্বরূপ পরমাত্মাকে দেখিব এমত ইচ্ছা কবা কোন্ বিবেচনায় হইতে পারে। আমার নিবেদন এই। ব্যক্তি সকল যে যে গ্রন্থকে দেখেন তাহার পর পূর্ব্ব দেখিয়া যেন সিদ্ধান্ত স্থিব কবেন কেবল বাদ করিব ইহা মনে করিয়া দুই চারি শ্লোকের এক এক চবণ শুনিয়াই আপত্তি যদি করেন তবে ইহাব উপায়ে মনুষ্যেব ক্ষমতা নাই। ইতি। ওঁ তৎসৎ॥

ওঁ তৎসৎ ॥ এই যজুর্ব্বেদীয় উপনিষৎ অষ্টাদশ মন্ত্র স্বরূপ হয়েন ঐ উপনিষৎ কর্ম্মের অঙ্গ নহেন যে হেতু আত্মার যাথার্থ্য সূচক বাক্য কোনো মতে কর্ম্মাঙ্গ হইতে পারে না। আর উপনিষৎ কর্ম্মাঙ্গ না হইলে বৃথা হয়েন না যে হেতু ব্রহ্ম কথনের দ্বারা উপনিষৎ চরিতার্থ হয়েন। ঈশা আদি করিয়া উপনিষদেতে ব্রহ্মই প্রতিপন্ন হয়েন ইহার প্রমাণ এই যে প্রথমেতে শেষেতে মধ্যেতে পুনঃ পুনঃ ব্রহ্ম কথিত হইয়াছেন আর আত্ম জ্ঞানের প্রশংসা কথন এবং তাহার ফলের কথন আর আত্ম জ্ঞান ভিন্ন যে অজ্ঞান তাহার নিন্দা উপনিষদেতে দেখিতেছি। তবে কর্ম্ম কদাপি বিহিত না হয় এমত নহে যে হেতু যাবৎ মিথ্যা সোপাধি জ্ঞানে বাধিত থাকে তাবৎ কর্ম্ম বিহিত হয়, জৈমিনি প্রভৃতিও এই মত কহিয়াছেন যে আমি ব্রাহ্মণ কর্ম্মেতে অধিকারী হই এই অভিমান যাবৎ পর্য্যন্ত থাকিবেক তাবৎ তাহার কর্ম্মে অধিকার হয়। এই উপনিষদের প্রতিপাদ্য আত্মার যাথার্থ্য জ্ঞান হয়েন, আর ইহার প্রয়োজন মোক্ষ হয় আর সম্বন্ধ প্রকাশ্য প্রকাশক ভাব অর্থাৎ আত্মার যাথার্থ্য জ্ঞান প্রকাশ্য আর মন্ত্র সকল প্রকাশক হয়েন ॥

ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মাগৃধঃ কস্যস্বিৎ ধনং।১॥ পরমেশ্বরের চিন্তন দ্বারা যাবৎ নাম রূপ বিশিষ্ট মায়িক বস্তু সংসারে আছে সে সকলকে আচ্ছাদন করিবেক অর্থাৎ ভ্রমাত্মক নাম রূপ বিশিষ্ট বস্তু সকল পরমেশ্বরের সত্তাকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পাইতেছে এমত জ্ঞান করিবেক যাবৎ বস্তুকে মিথ্যা জানিয়া সংসার হইতে অভ্যাস দ্বারা বিরক্ত হইবেক সেই বিরক্তির দ্বারা আত্মাকে পালন অর্থাৎ উদ্ধার করিবেক। এই রূপ বিরক্ত যে তুমি পরের ধনে অভিলাষ কিম্বা আপনার ধনে অত্যন্ত অভিলাষ করিবে না॥ ১॥ পূর্ব্ব মন্ত্রে আত্মার যাথার্থ্য কহিয়া এবং আত্ম জ্ঞানের প্রকার কহিয়া সেই আত্ম জ্ঞানেতে যাহারা অসমর্থ এবং শতায়ু হইয়া বাঁচিতে ইচ্ছা করে তাহাদের প্রতি দ্বিতীয় মন্ত্রে কর্ম্মের উপদেশ করিতেছেন॥ কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি। জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ। এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে॥২॥ এই সংসারে যে পুরুষ শতায়ু হইয়া বাঁচিতে ইচ্ছা করিবেক সে অগ্নিহো-

ত্রাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতেই এক শত বৎসর বাঁচিতে ইচ্ছা করিবেক এই রূপ নরাভিমানী যে তুমি তোমাতে এই প্রকার অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম ব্যতিরেকে আর অন্য কোনো প্রকার নাই যাহাতে অশুভ কর্ম্ম তোমাতে লিপ্ত না হয় অর্থাৎ জ্ঞানেতে অশক্ত যাহারা তাহাদের বৈধ কর্ম্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা অশুভ হইতে পারে না ॥ ২ ॥ পূর্ব্ব মন্ত্রে জ্ঞান দ্বিতীয় মন্ত্রে কর্ম্ম কহিয়া তৃতীয় মন্ত্রেতে এ দুয়ের মধ্যে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ ইহা কহিতেছেন ॥ অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসা বৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনোজনাঃ ॥ ৩ ॥ পরমাত্মার অপেক্ষা করিয়া দেবাদি সব অসুর হয়েন, তাঁহাদের দেহকে অসূর্য্য লোক অর্থাৎ অসূর্য্য দেহ কহি, সেই দেবতা অবধি করিয়া স্থাবর পর্য্যন্ত দেহ সকল অজ্ঞান রূপ অন্ধকারে আবৃত আছে, এই সকল দেহকে আত্মঘাতী অর্থাৎ আত্মজ্ঞান রহিত ব্যক্তি সকল শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে এই শরীরকে ত্যাগ করিয়া প্রাপ্ত হয়েন অর্থাৎ শুভ কর্ম্ম করিলে উত্তম দেহ পায়েন আর অশুভ কর্ম্ম করিলে অধম দেহ পায়েন এই রূপে ভ্রমণ করেন মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন না ॥ ৩ ॥ যে আত্মজ্ঞান রহিত ব্যক্তিরা সংসারে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করেন আর যে আত্মতত্ত্ব জ্ঞান বিশিষ্ট হইলে ব্যক্তিরা মুক্ত হয়েন সেই আত্মতত্ত্ব কি তাহা চতুর্থ মন্ত্রে কহিতেছেন ॥ অনেজদেকং মনসোজবীয়োনৈনদ্দেবাআপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্যৎ। তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠত্তস্মিন্নপোমাতরিশ্বা দধাতি ॥ ৪ ॥ সেই পরমাত্মা গতিহীন হয়েন অর্থাৎ সর্ব্বদা এক অবস্থায় থাকেন, এবং তেঁহো এক হয়েন, আর মন হইতেও বেগবান্ হয়েন অর্থাৎ মন যে পর্য্যন্ত যাইতে পারেন তাহা যাইয়া ব্রহ্মকে না পাইয়া জ্ঞান করেন যে ব্রহ্ম আমা হইতেও পূর্ব্বে গিয়াছেন বস্তুত মন হইতে বেগবান্ ইহার তাৎপর্য্য এই যে মনেরো অপ্রাপ্য হয়েন, আর চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকলো তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়েন না যে হেতু চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় হইতে মনের অধিক সামর্থ্য হয় সে মন হইতেও তেঁহ অগ্রে গমন করেন অতএব ইন্দ্রিয়েরা কি রূপে তাঁহাকে পাইতে পারেন অর্থাৎ মনের যে অগোচর সে সুতরাং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইবেক, মন আর বাগিন্দ্রিয় প্রভৃতি আত্মার অন্বেষণ নিমিত্তে দ্রুত গমন করেন সেই মন বাগিন্দ্রিয় প্রভৃতিকে ব্রহ্ম অতিক্রম করিয়া যেন

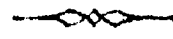
গমন করেন এমত অনুভব হয় অর্থাৎ মন আর বাগিন্দ্রিয়ের অগোচর ব্রহ্ম হয়েন সেই ব্রহ্ম সর্ব্বদা স্থির অর্থাৎ গমন রহিত এই বিশেষণের দ্বারা এই প্রমাণ হইল যে মন বাক্য ইন্দ্রিয়ের পূর্ব্বে বস্তুত আত্মা গমন করেন এমত নহে কিন্তু মন বাক্য ইন্দ্রিয়েরা তাঁহাকে না পাইয়া অনুভব করেন যেন মন বাক্য ইন্দ্রিয়ের পূর্ব্বে আত্মা গমন করিতেছেন সেই আত্মার অধিষ্ঠানেতে বায়ু যাবৎ বস্তুর কর্ম্মকে বিধান করিতেছেন অর্থাৎ ব্রহ্মের অবলম্বনের দ্বারা বায়ু হইতে সকল বস্তুর কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইতেছে॥ ৪ ॥ তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে। তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥৫॥ সেই আত্মা চলেন এবং চলেন না অর্থাৎ অচল হইয়া চলের ন্যায় উপলব্ধ হয়েন. আর অজ্ঞানীর অপ্রাপ্য হইয়া অতি দূরে যেন থাকেন আর জ্ঞানীর অতি নিকটস্থ হয়েন, কেবল অজ্ঞানীর দূরস্থ আর জ্ঞানীর নিকটস্থ তেঁহ হয়েন এমত নহে কিন্তু এ সমুদায় জগতের সূক্ষ্ম রূপে অন্তর্গত হয়েন আর আকাশের ন্যায় ব্যাপক রূপে সমুদায় জগতের বহিঃস্থিত হয়েন॥ ৫ ॥ পূর্ব্বোক্ত আত্ম জ্ঞানের ফল কহিতেছেন ॥ যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি। সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥ ৬ ॥ যে ব্যক্তি স্বভাব অবধি স্থাবর পর্য্যন্ত ভূতকে আত্মাতে দেখে অর্থাৎ আত্মা হইতে ভিন্ন কোন বস্তু না দেখে। আর আত্মাকে সকল ভূতে দেখে অর্থাৎ যাবৎ শরীরে এক আত্মাকে দেখে সে ব্যক্তি এই জ্ঞানের দ্বারা কোনো বস্তুকে ঘৃণা করে না অর্থাৎ সকল বস্তুকে আত্মা হইতে অভিন্ন দেখিলে কেন ঘৃণা উপস্থিত হইবেক ॥ ৬ ॥ পূর্ব্ব মন্ত্রের অর্থ পুনরায় সপ্তম মন্ত্রে কহিতেছেন ॥ যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ। তত্র কো মোহঃ কঃ শোকএকত্বমনুপশ্যতঃ ॥ ৭ ॥ যে সময়েতে জ্ঞানীর এই প্রতীতি হয় যে কোনো বস্তুর পৃথক সত্তা নাই পরমাত্মার সত্তাতেই সকলের সত্তা হইয়াছে আর আকাশের ন্যায় ব্যাপক করিয়া পরমাত্মাকে এক করিয়া যে দেখে ঐ জ্ঞানীর সে সময়েতে শোক আর মোহ হইতে পারে না যে হেতু শোক মোহের কারণ যে অজ্ঞান তাহা সে জ্ঞানীর থাকে না ॥ ৭ ॥ পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে কথিত হইয়াছেন যে আত্মা তাঁহার স্বরূপকে অষ্টম মন্ত্রে স্পষ্ট কহিতেছেন ॥ সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং। কবি-

মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥ ৮ ॥ সেই পরমাত্মা সর্ব্বত্র আকাশের ন্যায় ব্যাপিয়া আছেন এবং সর্ব্ব প্রকাশক এবং সূক্ষ্ম শরীর রহিত হয়েন এবং খণ্ডিত হয়েন না আর তাঁহাতে শির নাই এদুই বিশেষণের দ্বারা তাঁহার স্থূল শরীরো নাই ইহা প্রতিপন্ন হইল অতএব তেঁহ নির্ম্মল হয়েন আর পাপ পুণ্য দুই হইতে রহিত আর সকল দেখিতেছেন আর মনের নিয়ম কর্ত্তা আর সকলের উপরি বর্ত্তমান হয়েন আর সৃষ্টি কালে স্বয়ং প্রকাশ হয়েন এই রূপ নিত্য মুক্ত যে পরমাত্মা তিনি অনাদি বর্ষ সকলকে ব্যাপিয়া প্রজা আর প্রজাপতি সকলের বিহিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকলকে বিধান অর্থাৎ বিভাগ করিয়া দিতেছেন ॥ ৮ ॥ প্রথম মন্ত্রেতে জ্ঞান কহিলেন দ্বিতীয় মন্ত্রে কর্ম্ম কহিলেন তৃতীয় মন্ত্রে অজ্ঞানী যে কর্ম্মী তাহার নিন্দা কহিলেন পরে চতুর্থ মন্ত্র অবধি অষ্টম মন্ত্র পর্য্যন্ত জ্ঞানের অঙ্গ কহিলেন এখন নবম মন্ত্রে কহিতেছেন যে কর্ম্ম করিবেক সে দেবতা জ্ঞানের সহিত মিশ্রিত করিয়া করিবেক পৃথক পৃথক করিলে নিন্দা আছে ইহা নবম মন্ত্রাদিতে কহিতেছেন ॥ অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অবিদ্যামুপাসতে। ততোভূয়ইব তে তমোয়উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥৯॥ যে ব্যক্তিরা দেবতা জ্ঞান বিনা কেবল কর্ম্ম করেন তাঁহারা অজ্ঞান স্বরূপ নিবিড়ান্ধকারে গমন করেন আর যাঁহারা কর্ম্ম বিনা কেবল দেব জ্ঞানে রত হয়েন তাঁহারা সে অন্ধকার হইতেও বড় অন্ধকারে প্রবেশ করেন ॥ ৯ ॥ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের আর দেবতা জ্ঞানের পৃথক পৃথক ফল কহিতেছেন। অন্যদেবাহুর্বিদ্যয়া অন্যদেবাহুরবিদ্যয়া। ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥ ১০ ॥ দেব জ্ঞান পৃথক ফলকে করেন অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম পৃথক ফলকে করেন পণ্ডিত সকল কহিয়াছেন যে সকল পণ্ডিত এই রূপ দেব জ্ঞান আর কর্ম্মের পৃথক পৃথক ফল আমাদিগো কহিয়াছেন তাঁহাদের এই প্রকার বাক্য আমরা পরম্পরা ক্রমে শুনিয়া আসিতেছি ॥ ১০ ॥ এক পুরুষেতে কর্ম্ম এবং দেব জ্ঞানের ফলের সমুচ্চয় কহিতেছেন ॥ বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ য়স্তদ্বেদোভয়ং সহ। অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে ॥ ১১ ॥ যে ব্যক্তি দেব জ্ঞান আর অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম এদুই এক পুরুষের কর্ত্তব্য হয় এমত জানিয়া এদুয়ের অনুষ্ঠান করে সে ব্যক্তি কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা

স্বাভাবিক কর্ম্ম এবং সাধারণ জ্ঞান এ দুইকে অতিক্রম করিয়া দেব জ্ঞানের দ্বারা উপাস্য দেবতার শরীরকে পায় ॥ ১১ ॥ এক্ষণে অব্যাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতি তত্ত্ব ব্যাকৃত কার্য্য ব্রহ্ম অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ এ দুয়ের পৃথক পৃথক উপাসনায় নিন্দা আছে তাহা কহিতেছেন ॥ অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেহসম্ভূতিমুপাসতে। ততোভূয়ইব তে তমোযউ সম্ভূত্যাং রতাঃ ॥ ১২ ॥ যে যে ব্যক্তি কার্য্য ব্রহ্ম অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ ভিন্ন কেবল অবিদ্যা কাম কর্ম্ম বীজ স্বরূপিণী প্রকৃতির উপাসনা করে তাহারা অজ্ঞান স্বরূপ অন্ধকারেতে প্রবেশ করে আর যে যে ব্যক্তি প্রকৃতি ভিন্ন কেবল হিরণ্যগর্ভের উপাসনাতে রত হয় তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক অজ্ঞান স্বরূপ অন্ধকারে প্রবিষ্ট হয় ॥ ১২ ॥ এক্ষণে হিরণ্যগর্ভ আর প্রকৃতির উপাসনার ফল ভেদ কহিতেছেন ॥ অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ। ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥ ১৩ ॥ পণ্ডিত সকল হিরণ্যগর্ভের উপাসনার অণিমাদি ঐশ্বর্য্য রূপ পৃথক ফলকে কহিয়াছেন এবং প্রকৃতির উপাসনার প্রকৃতিতে লয় রূপ পৃথক্ ফলকে কহিয়াছেন যে সকল পণ্ডিত এই রূপ হিরণ্যগর্ভের আর প্রকৃতির উপাসনার ফল আমাদিগো কহিয়াছেন তাঁহাদের এই রূপ বাক্য আমরা পরম্পরায় শুনিয়া আসিতেছি ॥১৩॥ এক্ষণে হিরণ্যগর্ভ আর প্রকৃতির মিলিত উপাসনার ফল কহিতেছেন ॥ সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ। বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যামৃতমশ্নুতে ॥১৪॥ যে ব্যক্তি হিরণ্যগর্ভ আর প্রকৃতি এ দুয়ের উপাসনা এক পুরুষের কর্ত্তব্য এমত জানিয়া দুই উপাসনাকে মিশ্রিত রূপে করে সে ব্যক্তি হিরণ্য গর্ভের উপাসনার দ্বারা অধর্ম্ম এবং দুঃখ এদুইকে অতিক্রম করিয়া প্রকৃতির উপাসনার দ্বারা প্রকৃতিতে লীন হয় ॥ ১৪ ॥ এ উপনিষদে নিবৃত্তি রূপ পরমাত্মার জ্ঞান এবং সর্ব্বত্র এক সত্তাব অনুভব বিস্তার মতে কহিয়া অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম এবং দেবোপাসনা আর হিরণ্যগর্ভ ও প্রকৃতি উপাসনাকে বিস্তার মতে কহিলেন। আত্মোপাসনার প্রকরণ বাহুল্য রূপে বৃহদারণ্যকে আছে আর কর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা প্রবর্গ্যান্ত যে ব্রাহ্মণ সংজ্ঞক শ্রুতি তাহাতে বাহুল্য রূপে আছে। এ উপনিষদে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম এবং দেবতোপাসনার ফল লিখিলেন যে স্বাভাবিক কর্ম্ম

এবং সাধারণ স্থানকে অতিক্রম করিয়া উপাস্য দেবতার শরীরকে প্রাপ্ত হয়েন এবং হিরণ্যগর্ভ আর প্রকৃতির উপাসনার ফল লিখিলেন যে অনি-মাদি ঐশ্বর্য্যকে পাইয়া প্রকৃতিতে লীন হয় এদুই ফল কোন্ পথের দ্বারা পাইবেক তাহা কহিতেছেন ॥ হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং। তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥১৫॥ কর্ম্মী এবং দেবোপাসক মৃত্যুকালে আত্মার প্রাপ্তির নিমিত্তে আপন উপাস্য দেবতা সূর্য্য স্থানে পথ প্রার্থনা করিতেছেন। হে সূর্য্য স্বর্ণময় পাত্রের ন্যায় যে তোমার জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল সেই মণ্ডলের দ্বারা তোমার অন্তর্যামী যে পরমাত্মা তাঁহার দ্বারকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ তুমি সেই দ্বারকে তোমার উপাসক যে আমি আমার প্রতি আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির নিমিত্তে খোলো ॥ ১৫ ॥ পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ তেজোযত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি। যোসাবসৌ পুরুষঃ সোহমস্মি ॥১৬॥ হে জগতের পোষক সূর্য্য হে একাকী গমন কর্ত্তা হে সকল প্রাণির সংযম কর্ত্তা হে তেজের এবং জলের গ্রহণ কর্ত্তা হে প্রজাপতির পুত্র আপন কিরণকে দুই পাশে চালাইয়া পথ দাও আর তোমার তাপ জনক যে তেজ তাহাকে উপসংহার কর যে হেতু কির-ণকে উপসংহার করিলে তোমার প্রসাদেতে তোমার অতি শোভন রূপকে দেখি। পুনরায় সেই উপাসক আত্মজ্ঞানের প্রকাশের দ্বারা কহিতেছেন যে হে সূর্য্য তোমাকে কি ভৃত্যের ন্যায় যাচ্ঞা করি যে হেতু তোমার মণ্ড-লস্থ যে আত্মা সে আমি হই অর্থাৎ তোমার যে অন্তর্যামী সে আমারো অন্তর্যামী হয়েন অতএব তোমাকে যাচঞা করিবার কি প্রয়োজন আছে ॥ ১৬ ॥ বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরং। ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্র-তো স্মর কৃতং স্মর ॥১৭॥ মৃত্যুকাল প্রাপ্ত হইয়াছি যে আমি আমার প্রাণ বায়ু সকলের আধার যে মহাবায়ু তাহাতে লীন হউন এবং আমার সূক্ষ্ম শরীর উপরে গমন করুণ আর আমার স্থূল শরীর ভস্ম হউন। সত্য রূপ ব্রহ্মের অধিষ্ঠান অগ্নিতে ও সূর্য্যেতে আছে কর্ম্মীরা অগ্নি দ্বারা আর দেব জ্ঞানীরা সূর্য্য দ্বারা তাহাকে পরম্পরায় উপাসনা করেন এখানে অধিষ্ঠান আর অধিষ্ঠাতার অভেদ বুদ্ধিতে ওঁকার শব্দের দ্বারা অগ্নিকে সম্বোধন করিতেছেন, প্রথমত মনকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন যে হে মন মৃত্যু

কালে যাহা স্মরণ যোগ্য হয় তাহা স্মরণ কর, হে অগ্নি এপর্য্যন্ত যে উপাসনা এবং অগ্নিহোত্রাদি যে কর্ম্ম করিয়াছি তাহা তুমি স্মরণ কর; পুনর্ব্বার মন আর অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া পূর্ব্ববৎ কহিতেছেন এখানে পুনরুক্তি আদরের নিমিত্তে জানিবা ॥ ১৭ ॥ অষ্টাদশ মন্ত্রেতে কেবল অগ্নিকে প্রার্থনা করিতেছেন ॥ অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্। যুয়োধ্যস্মৎ জুহুরাণমেনোভুয়িষ্ঠাং তে নমউক্তিং বিধেম ॥১৮॥ হে অগ্নি আমাদিগ্যে উত্তম পথের দ্বারা কর্ম্ম ফল ভোগের নিমিত্তে স্বর্গে গমন করাও যে হেতু আমরা যে সকল কর্ম্ম এবং দেবোপাসনা করিয়াছি তাহা তুমি সকল জান। আর আমাদের কুটিল যে পাপ তাহাকে নষ্ট কর আর আমরা পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ইষ্ট ফলকে প্রাপ্ত হই এ মৃত্যুকালে তোমার অধিক সেবা করিতে অশক্ত হইয়াছি. অতএব নমস্কার মাত্র করিতেছি। এই রূপ যাচ্ঞা কর্ম্মীর এবং দেবোপাসকের আবশ্যক হয়. ব্রহ্ম জ্ঞানীর প্রতি এ বিধি নহে যে হেতু বেদে কহিতেছেন যে ব্রহ্মজ্ঞানী শরীব ত্যাগের পর স্বর্গাদি ভোগ না করিয়া এই লোকেই ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন তাহার প্রমাণ এই শ্রুতি। ন তস্য প্রাণাউৎক্রামন্তি অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥১৮॥ ইতি যজুর্ব্বেদীয়োপনিষৎ সমাপ্তা ॥ ওঁ তৎসৎ ॥



গায়ত্রীর অর্থ।

ওঁতৎসৎ

ভূমিকা

বেদেতে এবং বেদান্তাদি দর্শনেতে ও মনু প্রভৃতি স্মৃতিতে এবং ভগবদ্‌গীতা ও তন্ত্রাদি শাস্ত্রেতে ব্রহ্মচারী গৃহস্থ বানপ্রস্থ সংন্যাসী তাবৎ আশ্রমীর প্রতি পরব্রহ্মোপাসনার ভূরি বিধি বাক্য আছে তাহার কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। প্রথমত শ্রুতিঃ। যতোবাইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ পরব্রহ্ম হয়েন তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করহ। বৃহদারণ্যকে ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য আপন স্ত্রী মৈত্রেয়ীর প্রতি কহিতেছেন। আত্মাবা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ। শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের দ্বারা আত্মার সাক্ষাৎকার অর্থাৎ স্বরূপে অবস্থিতি করিবেক। আত্মানমেবোপাসীত। কেবল আত্মার উপাসনা করিবেক। মুণ্ডকোপনিষৎ। তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ। কেবল সেই এক আত্মাকে জানহ অন্য বাক্য ত্যাগ করহ। ছান্দোগ্যে কুটম্বে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়মধীয়ানঃ ধার্ম্মিকান্ বিদধদাত্মনি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সংপ্রতিষ্ঠাপ্য আসন্ ইত্যাদি বেদাধ্যয়নানন্তর গৃহাশ্রমে থাকিয়া পবিত্র স্থানে যথাবিধি অবস্থিতি করিয়া বেদপাঠ পূর্ব্বক পুত্র ও শিষ্যকে জ্ঞানোপদেশ এবং পরমাত্মাতে সকল ইন্দ্রিয়কে সংযোগ করিয়া দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেক। শ্বেতাশ্বতরশ্রুতিঃ। তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়। কেবল আত্মাকে জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করে অর্থাৎ মুক্ত হয় আত্মজ্ঞান বিনা মোক্ষের আর উপায় নাই॥ মনুঃ। যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ। আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাৎ বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্॥ পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম সকলকে পরিত্যাগ করিয়াও ব্রাহ্মণ আত্মজ্ঞানে ইন্দ্রিয় নিগ্রহে প্রণবাদি বেদাভ্যাসে যত্ন করিবেক। যাজ্ঞবল্ক্যঃ। অনন্যবিষয়ং কৃত্বা

মনোবুদ্ধিস্মৃতীন্দ্রিয়ং। ধ্যেয় আত্মা স্থিতো যোহসৌ হৃদয়ে দীপবৎ প্রভুঃ। মন বুদ্ধি চিত্ত আর ইন্দ্রিয় সকলকে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া হৃদয়ে অবস্থিত প্রকাশস্বরূপ যে পরমাত্মা তাঁহার চিন্তন করিবেক। ভগবদ্গীতা।

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।

হে অর্জুন তুমি জ্ঞানিদের নিকট প্রণাম করিয়া এবং তাঁহাদের নিকট প্রশ্ন ও সেবা করিয়া সেই আত্মতত্ত্বকে জান। কুলার্ণব। করপাদোদরাস্যাদিরহিতং পরমেশ্বরি। সর্ব্বতেজোময়ং ধ্যায়েৎ সচ্চিদানন্দবিগ্রহং॥ হস্ত পাদ উদর মুখাদি রহিত সচ্চিদানন্দ স্বপ্রকাশ যে ব্রহ্মতত্ত্ব তাঁহার ধ্যান হে ভগবতি লোকে করিবেক॥ অতএব এপর্য্যন্ত বাহুল্য মতে বিধি বাক্য সকল বর্ত্তমান থাকাতে স্বার্থপর ব্যক্তি-সকলের এমৎ সাহস হঠাৎ হয়না যে এ সাধনকে অনাবশ্যক কিম্বা অকর্ত্তব্য কহেন কিন্তু আপন লাভার্থে অনুগত লোকদিগ্যে এ উপাসনা হইতে নিবর্ত্ত করিবার নিমিত্ত কহিয়া থাকেন যে এ সাধন শাস্ত্রসিদ্ধ হইযাও এদেশে পরম্পরাসিদ্ধ নহে ওই অনুগতব্যক্তিরা কি সিদ্ধ পরম্পরা কি অন্ধপরম্পরা ইহার বিবেচনা না করিয়া আত্মোপাসনা হইতে বিমুখ হইয়া লৌকিক ক্রীড়া যাহাতে হঠাৎ মনোরঞ্জন হয় তাহাকেই পরমার্থ সাধন করিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন অতএব ব্রহ্মোপাসনা যেমন ব্রাহ্মণাদির প্রতি সর্ব্বশাস্ত্রে প্রাপ্ত হইয়াছে সেইরূপ পরম্পরাতেও সিদ্ধহয় ইহা বিশেষ রূপে সকলকে জ্ঞাত করা এই এক প্রয়োজন হইয়াছে॥ প্রণব এবং ব্যাহৃতি ও ত্রিপাদ গায়ত্রী ইহাঁকে বাল্যকাল অবধি জপ করেন এবং অনেকে ইহার পুরশ্চরণো করিয়া থাকেন অথচ তাঁহারদের গায়ত্রী প্রদাতা আচার্য্য অথচ পুরোহিত কিম্বা আত্মীয় পণ্ডিতেরা পরব্রহ্মোপাসনা হইতে তাঁহাদিগ্যে পরাঙ্মুখ রাখিবার নিমিত্ত এ মন্ত্রের কি অর্থ তাহা অনেককে কহেন না এবং ওই জপকর্ত্তারাও ইহার কি অর্থ তাহা জানিবার অনুসন্ধান না করিয়া শুকাদির ন্যায় কেবল উচ্চারণ করিয়া এ মন্ত্রের যথার্থ ফল প্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হইতেছেন একারণ ইহার অর্থজ্ঞানের দ্বারা তাঁহাদের জপের সাফল্য হয এই দ্বিতীয় প্রয়োজন হইয়াছে। অতএব প্রণব ও ব্যাহৃতি এবং গায়ত্রীর অর্থ যাহা বেদে এবং মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য

স্মৃতিতে লিখিয়াছেন তাহার বিবরণ করিতেছি এবং সংগ্রহকার ভট্টগুণ-বিষ্ণু ও স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাও সংক্ষেপে লিখিতেছি যাহার দ্বারা তাঁহাদের নিশ্চয় হইবেক যে প্রণব ও ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী জপের দ্বারা পরব্রহ্মই জপকর্ত্তাদের অজ্ঞাতরূপে পরম্পরায় উপাস্য হয়েন তখন তাঁহাদের ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইলে পরমাত্মার শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের দ্বারা কৃতার্থ হইতে পারিবেন। অর্থচিন্তার আবশ্যকতার প্রমাণ। স্মার্ত্তধৃতব্যাসস্মৃতিঃ। লপিত্বা প্রতিপদ্যেত গায়ত্রীং ব্রহ্মণা সহ। সোহমস্মীত্যুপাসীত বিধিনা যেন কেনচিৎ। গায়ত্রীর অর্থ যে ব্রহ্ম হইয়াছেন সে অর্থের সহিত উচ্চারণ পূর্ব্বক এই রূপে তাঁহাকে জানিয়া যে গায়ত্রীর প্রতিপাদ্য যিনি ঈশ্বর তেঁহ মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা যে আত্মা তাঁহার সহিত অভিন্ন হয়েন উপাসনা করিবেক। আর গায়ত্রীর অর্থ প্রকরণে প্রণবব্যাহৃতিভ্যাং ইত্যাদি বচনের ব্যাখ্যাতে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য লিখেন। প্রণবাদিত্রিতয়েন ব্রহ্মপ্রতিপাদকেনোচ্চারিতেন তদর্থাবগমেন চ উপাস্যং প্রসাদনীয়ং। ব্রহ্ম প্রতিপাদক যে প্রণব ব্যাহৃতি গায়ত্রী তাহার উচ্চারণ ও তদর্থ জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মের উপাসনা করিবেক। এবং ভট্টগুণ বিষ্ণুও গায়ত্রীর অর্থের উপসংহারে লিখেন। যস্তথাভূতো ভর্গোহস্মান্ প্রেরয়তি স জল-জ্যোতী-রসামৃত-ভূরাদি-লোক-ত্রয়াত্মক-সকল-চরাচর-স্বরূপ ব্রহ্ম-বিষ্ণু মহেশ্বর-সূর্য্যাদি-নানা দেবতাময়-পরব্রহ্ম-স্বরূপো ভূরাদি সপ্তলোকান্ প্রদীপবৎপ্রকাশয়ন্ মদীয়জীবাত্মানং জ্যোতীরূপং সত্যাখ্যং সপ্তমং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মস্থানং নীত্বা আত্মন্যেব ব্রহ্মণি ব্রহ্মজ্যোতিষা ঐকৈকভাবং করোতীতি চিন্তয়ন্ জপং কুর্য্যাৎ। যে সর্ব্বব্যাপি ভর্গ আমাদের অন্তর্যামি হইয়া প্রেরণ করিতেছেন তেঁহ জল জ্যোতিঃ রস অমৃত এবং ভূরাদি লোকত্রয় হয়েন এবং সকল চরাচর স্বরূপ হয়েন আর ব্রহ্মবিষ্ণু মহেশ্বর সূর্য্যাদি নানা দেবতা হয়েন তেঁহই বিশ্বময় পরব্রহ্ম তেঁহ ভূঃ প্রভৃতি সপ্তলোককে প্রদীপের ন্যায় প্রকাশ করেন তেঁহ আমাদের জীবাত্মাকে জ্যোতির্ময় সত্যাখ্য সর্ব্বোপরি ব্রহ্মপদকে প্রাপ্ত করিয়া তদ্রূপ পরব্রহ্ম স্বরূপ আপনাতে একত্ব প্রাপ্ত করেন এইরূপ চিন্তা করিয়া জপ করিবেক। বিশেষত গায়ত্রীতে ধীমহি শব্দের দ্বারা উপাস্তি

রিক্ত চিন্তা করিবার প্রতিজ্ঞা স্পষ্ট প্রাপ্ত হইতেছে অতএব গায়ত্রী জপ-কালে অর্থের জ্ঞান অবশ্য কর্ত্তব্য হয়। এবং যে তন্ত্রানুসারে এতদ্দেশে দীক্ষা করিয়া থাকেন তাহাতেও লিখেন যে মন্ত্রার্থ না জানিলে জপের বৈফল্য হয়। ইতি শকাব্দা ১৭৪০।



ওঁকারশব্দে সৃষ্টিস্থিতি প্রলযেব কারণ এবং জাগ্রদবস্থা ও স্বপ্নাবস্থা ও সুষুপ্তি অবস্থার অধিষ্ঠাতা যে পরব্রহ্ম তেঁহ প্রতিপাদ্য হয়েন ইহা সমুদায় বেদেতে প্রসিদ্ধ আছে তথাপি তাহার কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। ছান্দোগ্য-উপনিষৎ। ওমিত্যাত্মানং যুঞ্জীত। ওমিতিব্রহ্ম। ওঁকারের প্রতিপাদ্য যে আত্মা তাঁহাতে চিত্ত নিবেশ করিবেক। ওঁকারেব প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম হয়েন। মুণ্ডক। ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং। ওঙ্কারের অবলম্বন করিয়া পরমাত্মার ধ্যান করহ। মাণ্ডুক্য। সোঽযমাত্মা অধ্যক্ষরমোঙ্কারঃ। সেই পরমাত্মার তেঁহ ওঙ্কার যে অক্ষর তৎস্বরূপে কথিত হইয়াছেন। এইরূপ ভূরি প্রয়োগ আছে। মনুঃ। ক্ষরন্তি সর্ব্বা বৈদিক্যো জুহোতি যজতিক্রিয়াঃ। অক্ষরং দুষ্করং জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম চৈব প্রজাপতিঃ। বেদোক্ত ক্রিয়া কি হোম কি যাগ সকলেই স্বভাবত এবং ফলত নাশকে পাইবেন কিন্তু জগতের পতি যে ব্রহ্ম তৎস্বরূপ ওঁকারের নাশ কদাপি হয় না। যোগি-যাজ্ঞবল্ক্যঃ। প্রণবব্যাহৃতিভ্যাঞ্চ গায়ত্র্যাত্রিতয়েন চ। উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ॥ প্রণব ব্যাহৃতি গায়ত্রী এই তিনের প্রত্যেকের অথবা সমুদায়ের উচ্চারণ ও অর্থজ্ঞান দ্বারা বুদ্ধি বৃত্তির আশ্রয় যে পরব্রহ্ম তাঁহার উপাসনা করিবেক। বাচ্যঃ স ঈশ্বরঃ প্রোক্তো বাচকঃ প্রণবঃ স্মৃতঃ। বাচকেপি চ বিজ্ঞাতে বাচ্যএব প্রসীদতি॥ ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য পর-ব্রহ্ম এবং পরব্রহ্মের প্রতিপাদক ওঙ্কার হয়েন অতএব ব্রহ্মের প্রতিপাদক ওঙ্কারকে জানিলে প্রতিপাদ্য যে পরমাত্মা তেঁহ প্রসন্ন হয়েন। ভগব-দ্গীতা। ওঁতৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ। ওঁ। তৎ। সৎ। এই তিন শব্দের দ্বারা পরব্রহ্মের কথন হয়॥ দ্বিতীয় ভূর্ভুবঃস্বঃ এই ব্যাহৃতিত্রয় অর্থাৎ ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সমুদায় জগৎ পরব্রহ্মময় হয়েন। শ্রুতিঃ। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। পুরুষ এবেদং বিশ্বঃ। তাবৎ সংসার পরব্রহ্ম-ময় হয়েন। মনুঃ। ওঙ্কারপূর্ব্বিকাস্তিস্রো মহাব্যাহৃতযোঽব্যয়াঃ। ত্রিপদা-চৈব সাবিত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণো মুখং॥ প্রণব পূর্ব্বক তিন মহাব্যাহৃতি অর্থাৎ ভূর্ভুবঃ স্বঃ আর ত্রিপাদ গায়ত্রী এই তিন ব্রহ্ম প্রাপ্তির দ্বার হইয়াছে॥ যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ। ভূর্ভুবঃ স্বস্তথা পূর্ব্বং স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা। ব্যাহৃতাজ্ঞানদেহেন তেন ব্যাহৃতয়ঃ স্মৃতাঃ। যেহেতু পূর্ব্বকালে স্বয়ং

ব্রহ্মা সমুদায় বিশ্ব যে ভূর্ভুবঃ স্বঃ তাহাকে জ্ঞানদেহরূপে ব্যাহৃত করিয়াছেন অর্থাৎ কহিয়াছেন সেই হেতু ঐ তিনকে ব্যাহৃতি শব্দে কহা যায় অতএব ঐ তিন শব্দ ঈশ্বরের প্রতিপাদক হয়েন॥ তৃতীয় গায়ত্রী যাহা গায়ত্রী ছন্দেতে পঠিত হইয়াছেন। গায়ত্রী প্রকরণে শ্রুতিঃ। যদ্বৈতদ্‌ব্রহ্ম। গায়ত্রীর প্রতিপাদ্য সেই পরব্রহ্ম হয়েন। যজুঃশ্রুতি। যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোহমস্মীতি। সূর্য্য মণ্ডলস্থ যে ভর্গরূপ আত্মা সে আমি হই অর্থাৎ সূর্য্যের যিনি অন্তর্যামী তেঁহ আমার অন্তর্যামী হয়েন। মনুঃ। ত্রিভ্য এব তু বেদেভ্যঃ পাদং পাদমদূদুহৎ। তদিত্যৃচোঽস্যাঃ সাবিত্র্যাঃ পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঃ। তৎসবিতুরিত্যাদি যে গায়ত্রী তাঁহার তিন পাদকে তিন বেদ হইতে ব্রহ্মা উদ্ধার করিয়াছেন। যোঽধীতেঽহন্য-হন্যেতান্ ত্রীণি বর্ষাণ্যতন্দ্রিতঃ। স ব্রহ্ম পরমভ্যেতি বায়ুভূতঃ খমূর্ত্তিমান্। যে ব্যক্তি প্রণব ব্যাহৃতি এবং গায়ত্রী এই তিনকে তিন বৎসর প্রতিদিন জপ করে সে ব্যক্তি পরব্রহ্মে অভিনিবিষ্ট হইয়া শরীর নাশের পর সর্ব্বশক্তিমান্ পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়॥ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। দেবস্য সবিতুর্বর্চ্চো ভর্গ-মন্তর্গতং বিভুং। ব্রহ্মবাদিন এবাহুর্বরেণ্যং চাস্য ধীমহি॥ চিন্তযামো বয়ং ভর্গং ধিযো যোনঃ প্রচোদযাৎ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বুদ্ধিবৃত্তীঃ পুনঃপুনঃ॥ বুদ্ধেশ্চোদয়িতা যস্তু চিদাত্মা পুরুষোবিরাট্। বরেণ্যং বরণীযঞ্চ জন্মসংসারভী-রুভিঃ॥ সূর্য্যদেবের অন্তর্যামি সেই তেজঃস্বরূপ সর্ব্বব্যাপি সকলের প্রার্থনীয় পরমাত্মা যাঁহাকে ব্রহ্মবাদিরা কহেন তাহাকে আমরা আমাদের অন্তর্যামি রূপে চিন্তা করি যিনি আমাদের বুদ্ধিকে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষের প্রতি পুনঃপুনঃ প্রেরণ করিতেছেন যিনি চিৎস্বরূপে বুদ্ধির প্রেরক হইয়া সম্পূর্ণ জগৎ হয়েন আর যেঁহ জন্মমরণাদি সংসার হইতে যাহারা ভয়যুক্ত তাহা-দের প্রার্থনীয় হয়েন॥ গায়ত্রীর প্রথমে যেমন প্রণবোচ্চারণের আবশ্যকতা সেইরূপ অন্তেতেও ওঁকারোচ্চারণের আবশ্যকতা হয়। প্রমাণ গুণবিষ্ণুধৃত মনুবচন। ব্রাহ্মণঃ প্রণবং কুর্য্যাদাদাবন্তে চ সর্ব্বদা। ক্ষরত্য নোঙ্কৃতং পূর্ব্বং পরস্তাচ্চ বিশীর্য্যতি। ব্রাহ্মণেতে গায়ত্রীর প্রতিবার জপেতে প্রথমে এবং অন্তেতে প্রণবোচ্চারণ করিবেক। যেহেতু প্রথমে উচ্চারণ না করিলে ফলের চ্যুতি হয় এবং শেষে উচ্চারণ না করিলে

ফলের ত্রুটি জন্মে। এখন ঐ সকল পূর্ব্বোক্ত প্রমাণের অনুসারে এবং প্রাচীন সংগ্রহকার ভট্ট গুণবিষ্ণুর ব্যাখ্যানুসারে এতদ্দেশীয় সংগ্রহকার স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাও লেখা যাইতেছে॥ দেবস্য সবিতুস্তৎ ভর্গরূপং অন্তর্যামি ব্রহ্ম বরেণ্যং বরণীয়ং জন্মমৃত্যুভীরুভিঃ তন্নিরাসায়োপাসনীয়ং ধীমহি পূর্ব্বোক্তেন সোহমস্মীত্যনেন চিন্তয়ামঃ যো ভর্গঃ সর্ব্বান্তর্যামীশ্বরো নোহস্মাকং সর্ব্বেষাং শরীরিণাং ধিয়োবুদ্ধীঃ প্রচোদয়াৎ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু প্রেরয়তি॥ সূর্য্যদেবের অন্তর্যামি যে তেজঃস্বরূপ ব্রহ্ম জন্মমৃত্যুসংসারভয় নিবারণের নিমিত্ত সকলের প্রার্থনীয় হয়েন তাঁহাকে আমরা আমাদের অন্তর্যামি স্বরূপ জানিয়া চিন্তা করি যে ঈশ্বর আমাদের অর্থাৎ সকল জীবের বুদ্ধিকে ধর্ম্মার্থকাম মোক্ষেতে প্রেরণ করিতেছেন॥ এরূপ অভেদ চিন্তনের তাৎপর্য্য এই যে সর্ব্বাধিক তেজস্বী ও প্রকাশক এবং মহান্ যে সূর্য তাঁহার অন্তর্যামি আত্মা আর অতি সাধারণ জীব যে আমরা আমাদের অন্তর্যামি আত্মা একই হয়েন কিন্তু বিকারময় যে নামরূপ তাহার মধ্যে পরস্পর উপাধি ভেদে উত্তম অধম ভেদ আছে বস্তুত আত্মার ভেদ নাই। কঠশ্রুতিঃ। একোবশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। পরমেশ্বর এক সমুদায় জগৎকে আপন বশে রাখেন আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলের অন্তরাত্মা হয়েন—

নিষ্কৃষ্টার্থঃ

১। ওঁ ২। ভূর্ভুবঃ স্বঃ ৩। তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ। প্রথম ওঁকার একমন্ত্র। দ্বিতীয় ভূর্ভুবঃ স্বঃ একমন্ত্র। তৃতীয় তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ এই একমন্ত্র। এইতিন মন্ত্রের প্রতিপাদ্য এক পরব্রহ্ম হয়েন এ নিমিত্ত তিনকে একত্র করিয়া জপ করিবার বিধি দিয়াছেন—

১।
সমুদায়ের মিলিতার্থঃ। সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কারণ যে পরমাত্মা
২।
তেঁহ ভূর্লোকাদি বিশ্বময় হয়েন সূর্য্যদেবের অন্তর্যামি সেই প্রার্থনীয়
সর্ব্বব্যাপি পরমাত্মাকে আমাদের অন্তর্যামি রূপে আমরা চিন্তা করি
৩।
যে পরমাত্মা আমাদের বুদ্ধির বৃত্তি সকলকে প্রেরণ করিতেছেন ইতি।



কঠোপনিষৎ

ওঁতৎসৎ॥ অথ কঠোপনিষৎ॥ ব্রহ্ম বিষয়ের বিদ্যাকে উপনিষৎ শব্দে কহা যায়। অথবা যে বিদ্যা ব্রহ্মকে প্রাপ্ত করান সেই বিদ্যাকে উপনিষৎ শব্দে কহি। শম দমাদি বিশিষ্ট পুরুষ উপনিষদের অধিকারি জানিবে। সর্ব্বব্যাপি পরব্রহ্ম উপনিষদের বক্তব্য হয়েন। সর্ব্বপ্রকার দুঃখ নিবৃত্তি অর্থাৎ মুক্তি উপনিষৎ অধ্যয়নের প্রয়োজন হয়। আর উপনিষদের সহিত মুক্তির জন্য জনক ভাব সম্বন্ধ অর্থাৎ উপনিষদের জ্ঞানের দ্বারা সর্ব্ব দুঃখ নিবৃত্তিরূপ যে মুক্তি তাহা হয়। *। *। উশন্ হ বৈ বাজশ্রবসঃ সর্ব্ববেদসংদদৌ তস্য হ নচিকেতা নাম পুত্ত্র আস।১।*। যজ্ঞ ফলের কামনা বিশিষ্ট বাজশ্রবস রাজা বিশ্বজিৎ নাম যজ্ঞ করিয়া আপনার সর্ব্বস্ব ধনকে দক্ষিণা দিলেন সেই যজ্ঞকর্ত্তা রাজার নচিকেতা নামে পুত্ত্র ছিলেন।১।*। তং হ কুমারং সন্তং দক্ষিণাসু নীয়মানাশ্রদ্ধাবিবেশ সোঽমন্যত।২।*। যে সময়ে ঋত্বিক্ আর সদস্যদিগ্যে দক্ষিণার গরু বিভাগ করিয়া দিতে ছিলেন সেই কালে ওই নচিকেতা যে অতি বালক রাজপুত্ত্র ছিলেন তাঁহাতে পিতার হিতের নিমিত্ত শ্রদ্ধা উপস্থিত হইল আর ওই রাজপুত্ত্র বিচার করিতে লাগিলেন সে কি বিচার করিতে লাগিলেন তাহা পরের মন্ত্রে কহিতেছেন।২।*। পীতোদকাজগ্ধতৃণাদুগ্ধদোহানিরিন্দ্রিয়াঃ। অনন্দানাম তে লোকাস্তান্ সগচ্ছতি তাদদৎ।৩।*। যে সকল গরু পিতা দিতেছেন তাহারা এমৎরূপ বৃদ্ধ যে পূর্ব্বে জলপান এবং তৃণ আহার যাহা করিয়াছে সেই মাত্র পুনর্বায় জলপান এবং তৃণ আহার করিতে তাহাদের শক্তি নাই আর পূর্ব্বে যে তাহাদের দুগ্ধ দোহা গিয়াছে সেই মাত্র পুনর্বায় তাহাদিগ্যে দোহন করিতে হয় কিম্বা পুনর্ব্বার তাঁহাদের বৎস জন্মে এমৎ সম্ভাবনা নাই এমৎ রূপ গরু যে ব্যক্তি দক্ষিণাতে দান করে সে আনন্দ শূন্য যে লোক অর্থাৎ নরক তাহাতে যায়। এখন নচিকেতা এই রূপ বিবেচনা করিয়া পিতার অমঙ্গল নিবারণের নিমিত্ত পিতার নিকট যাইয়া কহিতেছেন।৩।*। স হোবাচ পিতরং তাত কস্মৈ মাং দাস্যসীতি দ্বিতীয়ং তৃতীয়ং তং হোবাচ মৃত্যবে ত্বা দদামীতি।৪।*। হে পিতা কোন ঋত্বিককে দক্ষিণা স্বরূপে আমাকে দান করিবে এইরূপ দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার রাজাকে কহিলেন। বালক

পুত্রের এরূপ পুনঃ পুনঃ পিতাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত নহে ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া পুত্রকে রাজা কহিলেন যে তোমাকে যমেরে দিলাম। তখন নচিকেতা একান্তে যাইয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৪। *। বহূনামেমি প্রথমোবহূনামেমি মধ্যমঃ। কিং স্বিৎ যমস্য কর্ত্তব্যং যন্ময়াদ্য-করিষ্যতি। ৫। *। অনেক সৎ পুত্রের মধ্যে আমি প্রথমে গণিত হই আর অনেক মধ্যম পুত্রের মধ্যে মধ্যম গণিত হই অর্থাৎ কদাপি অধম পুত্রে গণিত নহি। আমার দানের দ্বারা যমের যে কার্য্য পিতা এখন করিবেন সে কার্য্য কি পূর্ব্বে স্বীকৃত ছিলো কি ক্রোধ বশেতে পিতা এরূপ কহিলেন। সৎ পুত্র তাহাকে কহি যে পিতার অভিপ্রায় জানিয়া পিতার সন্তোষ জনক কর্ম্ম করে আর মধ্যম পুত্র সেই যে পিতার আজ্ঞা পাইয়া পিতৃ সন্তোষ জনক কর্ম্ম করে আর অধম পুত্র সেই যে পিতার ক্রোধ জন্মাইয়া পিতার অভিপ্রেত কর্ম্ম করে। যাহা হউক ইহা মনে করিয়া তখন শোকাবিষ্ট পিতাকে নচিকেতা কহিতে লাগিলেন। ৫। *। অনু-পশ্য যথা পূর্ব্বে প্রতিপশ্য তথা পরে। সস্যমিব মর্ত্যঃ পচ্যতে সস্যমিবাজা-যতে পুনঃ। ৬। *। আপনকার পিতৃপিতামহাদি যে যে প্রকারে সত্যা-নুষ্ঠান করিয়াছেন তাহাকে ক্রমে আলোচনা কর আর ইদানীন্তন সাধু ব্যক্তিরা যে রূপে সত্যাচরণ করিতেছেন তাহাকেও দেখ অর্থাৎ তাঁহারা সত্যানুষ্ঠানের দ্বারা সদ্গতিকে পাইয়াছেন অতএব তাহাদের সত্য ব্যব-হারকে অবলম্বন করা আপনকার উচিত হয় মিথ্যার দ্বারা মনুষ্যে কদাপি অজরামর হয় না যেহেতু মনুষ্য সস্যের ন্যায় কালে জীর্ণ হইয়া মরে আর মরিয়া সস্যের ন্যায় পুনরায় উৎপন্ন হয় অতএব অনিত্য সংসারে মিথ্যা করিবার কি ফল আছে এনিমিত্ত আমাকে যমকে দিয়া আত্ম সত্য প্রতি-পালন কর। পিতাকে এইরূপ কহিলে সেই পিতা আত্ম সত্য পালনের নিমিত্তে সেই নচিকেতা পুত্রকে যমের নিকট পাঠাইলেন নচিকেতা যম লোকে যাইয়া ত্রিরাত্র বাস করিলেন যেহেতু তৎকালে যম ব্রহ্ম লোকে গিয়াছিলেন তেঁহ পুনরাগমন করিলে পর যমের পরিজন সকল যমকে কহিতেছেন। ৬। *। বৈশ্বানরঃ প্রবিশত্যতিথির্ব্রাহ্মণো গৃহান্। তস্যৈতাং শান্তিং কুর্ব্বন্তি হর বৈবস্বতোদকং। ৭। *। অতিথি রূপে ব্রাহ্মণ সাক্ষাৎ

অগ্নির ন্যায় যেন দাহ করেন এই মতে গৃহকে প্রবেশ করেন সাধু ব্যক্তিরা অগ্নিস্বরূপ অতিথিকে পাদ্যাদি দ্বারা শান্তি করেন . অতএব হে যম তুমি এই অতিথির পাদপ্রক্ষালনের জল আনয়ন কর। অতিথি বিমুখ হইলে প্রত্যবায় হয় ইহা পরে করিতেছেন। ৭।*। আশাপ্রতীক্ষে সঙ্গতং সূনৃতং চেষ্টাপূর্ত্তেপুত্ত্রপশূংশ্চ সর্ব্বান্। এতদ্বৃংক্তে পুরুষস্যাল্পমেধসোযস্যানশ্নন্ বসতি ব্রাহ্মণোগৃহে। ৮। *। যে অল্প বুদ্ধি পুরুষের গৃহেতে ব্রাহ্মণ অতিথি অভুক্ত হইয়া বাস করেন সেই পুরুষের আশাকে আর প্রতীক্ষাকে সঙ্গতকে আর সূনৃতাকে ইষ্টকে আর পূর্ত্তকে এবং পুত্রকে আর পশ্বাদি এই সকলকে সেই অতিথি ব্রাহ্মণ নষ্ট করেন। যে বস্তুর প্রাপ্তিতে সন্দেহ থাকে তাহার প্রার্থনাকে আশা কহি। আর যে বস্তুর প্রাপ্তিতে নিশ্চয় থাকে তাহার প্রার্থনাকে প্রতীক্ষা কহি। সৎসঙ্গাধীন ফলকে সঙ্গত কহি। প্রিয় বাক্য জন্য ফলকে সূনৃতা কহি। যাগাদি জন্য ফলকে ইষ্ট কহি। কৃত্রিম পুষ্পোদ্যানাদি জন্য ফলকে পূর্ত্ত কহি। ৮। যম আপন পরিজনের স্থানে এসম্বাদ শুনিয়া নচিকেতার নিকট যাইয়া পূজা পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিতেছেন। *। তিস্রোরাত্রীর্যদবাৎসীর্গৃহে মেহনশ্নন্‌ব্রহ্মন্নতিথির্নমস্যঃ। নমস্তেস্তু ব্রহ্মন্ স্বস্তি মেস্তু তস্মাৎ প্রতি ত্রীন্ বারান্ বৃণীষ। ৯। *। হে ব্রাহ্মণ যেহেতুক তিনরাত্রি আমার গৃহেতে অতিথি হইয়া অনাহারে বাস করিয়াছ এবং তুমি নমস্য হও অতএব তোমাকে নমস্কার করিতেছি আর প্রার্থনা করিতেছি যে তোমার উপবাস জন্য যে দোষ তাহার নিবৃত্তি দ্বারা আমার মঙ্গল হউক আর তুমি অধিক প্রসন্ন হইবে এনিমিত্তে কহিতেছি যে তিনরাত্রি আমার গৃহেতে উপবাসী ছিলে তাহার এক একরাত্রির প্রতি এক একবার যাচ্ঞা কর। ৯। তখন নচিকেতা কহিতেছেন। *। শান্তসঙ্কল্পঃ সুমনাযথা স্যাৎ বীতমন্যুর্গৌতমোমাভিমৃত্যো। ত্বৎ প্রসৃষ্টং মাভিবদেৎ প্রতীতএতত্ত্রয়াণাং প্রথমং বরং বৃণে। ১০। *। হে যম যদি তোমার বর দিবার ইচ্ছা থাকে তবে তিন বরের প্রথম বর এই আমি যাচ্ঞা করি যে আমার পিতা গৌতম তাঁহার সঙ্কল্পের শান্তি হউক অর্থাৎ তোমার নিকট আসিয়া আমি কি করিতেছি এইরূপ যে তাঁহার চিন্তা তাহা নিবৃত্তি হউক আর আমার প্রতি পিতার

চিত্ত প্রসন্ন হউক এবং আমার প্রতি তাঁহার ক্রোধ দূর হউক আর তামার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া গৃহে গমন করিলে পর আমার পিতার াই রূপ স্মৃতি যেন হয় যে সেই সাক্ষাৎ আমার পুত্র যমালয় হইতে ফিরিয়া আইল।১০। তখন যম কহিতেছেন। যথা পুরস্তাদ্ভবিতা প্রতীত ঔদ্দালকিরারুণির্মৎপ্রসৃষ্টঃ। সুখং রাত্রীঃ শয়িতা বীতমন্যুস্ত্বাং দদৃশিবান্ মৃত্যুমুখাৎ প্রমুক্তং।১১। পূর্ব্বে যে রূপে পুত্র করিয়া তোমাকে তামার পিতার প্রতীতি ছিল সেই রূপ নিঃসন্দেহ হইয়া যে রূপ পূর্ব্বে তামার প্রতি তেঁহ সংতুষ্ট ছিলেন সেই রূপ সংতুষ্ট হইবেন আর তামার পিতা যাঁহার নাম ঔদ্দালকি এবং আরুণি তেঁহ আমার অনুগৃহীত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় পরের রাত্রি সকল সুখেতে শয়ন করিবেন আর তামাকে মৃত্যুর হস্ত হইতে মুক্ত দেখিয়া অক্রোধী হইবেন অর্থাৎ তোমার পিতার বিশ্বাস হইবেক যে তুমি যমালয় পর্য্যন্ত গিয়াছিলে পথ হইতে ফিরিয়া আইসো নাই।১১। এখন নচিকেতা দ্বিতীয় বর যাচ্ঞা করিতে- ছেন। স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি। উভে তীর্ত্বা অশনায়াপিপাসে শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে।১২। স্বর্গলোকেতে হে যম রোগাদি জন্য কোন ভয় হয় নাই আর তুমি যে মৃত্যু তুমিও স্বর্গে হঠাৎ প্রভুতা করিতে পারো না অতএব জরাযুক্ত মর্ত্য লোকের ন্যায় কেহ স্বর্গেতে তোমা হইতে ভয় প্রাপ্ত হয় না আর ক্ষুধা তৃষ্ণা এই দুই হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আর মানস দুঃখ হইতে রহিত হইয়া সুখেতে স্বর্গে বাস করে।১২। স ত্বমগ্নিং স্বর্গ্যমধ্যেষি মৃত্যো প্রব্রূহি তং শ্রদ্দধানায় মহ্যং। স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্ত এতদ্দ্বিতীয়েন বৃণে বরেণ।১৩। এইরূপ স্বর্গের প্রাপ্তি যে অগ্নিতে হয় সেই অগ্নিকে হে যম তুমি জান অতএব শ্রদ্ধাযুক্ত যে আমি আমাকে সেই অগ্নির স্বরূপ কে কহ যে অগ্নির সেবার দ্বারা যজমান সকল দেবতার স্বরূপকে পায়েন এই দ্বিতীয় বর আমি তোমার স্থানে যাচ্ঞা করিতেছি।১৩। এখন যম কহিতেছেন। প্র তে ব্রবীমি তদু মে নিবোধ স্বর্গ্যমগ্নিং নচিকেতঃ প্রজানন্। অনন্তলোকাপ্তিমথো প্রতিষ্ঠাং বিদ্ধি ত্বমেনং নিহিতং গুহায়াং।১৪। হে নচিকেতা স্বর্গ প্রাপ্তির কারণ যে অগ্নি তাহাকে আমি সুন্দর প্রকারে

ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম হয়, অতএব হে নচিকেতা তুমি অন্য কোন বর যাচ্ঞা কর; আমি তিন বর দিতে স্বীকার করিয়াছি ইহা জানিয়া আমাকে এরূপ কঠিন বরের প্রার্থনার দ্বারা নিতান্ত বাধিত করিবে না. আমার নিকট এ বর প্রার্থনা ত্যাগ কর। ২১। এই রূপ যমের বাক্য শুনিয়া নচিকেতা কহিতেছেন। দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং কিল ত্বঞ্চ মৃত্যো যন্ন সুবিজ্ঞেয়-মাত্থ। বক্তা চাস্য ত্বাদৃগন্যো ন লভ্যো নান্যো বরস্তুল্য এতস্য কশ্চিৎ।২২। দেবতারা এ আত্মবিষয়ে সংশয় করিয়াছেন ইহা তোমার স্থানে নিশ্চিত শুনিলাম আর হে যম তুমিও আত্মতত্ত্বকে দুর্জ্ঞেয় করিয়া কহিতেছ অতএব এধর্ম্মের বক্তা অন্বেষণ করিলেও তোমার ন্যায় কাহাকে পাওয়া যাইবে না মোক্ষসাধন যে এ বর ইহার তুল্য অন্য বর নহে অতএব এই বর দেও। ২২। পুনরায় যম নচিকেতাকে লোভ দেখাইতে-ছেন। শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ্ব বহূন্ পশূন্ হস্তিহিরণ্যমশ্বান্। ভূমে-র্মহদায়তনং বৃণীষ্ব স্বয়ঞ্চ জীব শরদো যাবদিচ্ছসি। ২৩। এতত্তুল্যং যদিমন্যসে বরং বৃণীষ্ব বিত্তং চিরজীবিকাঞ্চ। মহাভূমৌ নচিকেতস্ত্বমেধি কামানাং ত্বা কামভাজং করোমি। ২৪। যে যে কামা দুর্লভা মর্ত্যলোকে সর্ব্বান্কামানাংশ্ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব। ইমা রামাঃ সরথাঃ সতূর্য্যাঃ নহীদৃশা লম্ভনীয়া মনুষ্যৈঃ আভির্মৎপ্রত্তাভিঃ পরিচারয়স্ব নচিকেতো মরণং মানুপ্রাক্ষীঃ। ২৫। শত বর্ষ পরমায়ু হয় এমৎ পুত্র পৌত্র সকলকে যাচ্ঞা কর আর গরু প্রভৃতি অনেক পশু আর হস্তী স্বর্ণ অশ্ব এ সকল প্রার্থনা কর আর পৃথিবীর মধ্যে অনেক দেশের অধিকার যাচ্ঞা কর আর তুমি আপনি যত বৎসর বাঁচিতে ইচ্ছা কর তত বৎসর বাঁচিবে এমৎ বর প্রার্থনা কর। ২৩। এই পূর্ব্বোক্ত বরের তুল্য অন্য কোন বর যদি তুমি জান তবে তাহার প্রার্থনা কর আর রত্ন প্রভৃতি এবং চিরজীবিকা বৃত্তিকে যাচ্ঞা কর। আর সকল পৃথিবীতে হে নচিকেতা তুমি রাজা হও এমৎ করিব আর প্রার্থনীয় যে যে বস্তু আছে তাহার মধ্যে যাহা তুমি প্রার্থনা কর তাহার ভাজন তোমাকে করিব। ২৪। আর মর্ত্য লোকেতে যে যে বস্তু দুর্লভ আছে তাহাকে আপন ইচ্ছামতে প্রার্থনা কর আর বিমান সহিত এবং বাদ্য সহিত এই সকল অপ্সরাকে যাচ্ঞা কর

যেহেতু মনুষ্যেরা এরূপ অপ্সরা সকলকে প্রাপ্ত হয়েন না। কিন্তু আমার দত্ত এই সকল অপ্সরা দ্বারা আপনাকে সুখে রাখহ। হে নচিকেতা মরণের পর জীবসম্বন্ধি প্রশ্ন অর্থাৎ আত্ম বিষয়ক প্রশ্ন আমার প্রতি করিও না।২৫। যম এ প্রকার লোভ নচিকেতাকে দেখাইলেও নচিকেতা ক্ষুব্ধ না হইয়া পুনরায় যমকে কহিতেছেন। শ্বোভাবামর্ত্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ। অপি সর্ব্বং জীবিতমল্পমেব তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে।২৬। ন বিত্তেন তর্পণীযো মনুষ্যো লপ্স্যামহে বিত্ত মদ্রাক্ষ্ম চেত্বা। জীবিষ্যামো যাবদীশিষ্যসি ত্বং বরস্তু মে বরণীয়ঃসএব।২৭। অজীর্য্যতামমৃতানামুপেত্য জীর্য্যম্মর্ত্ত্যঃকৃধঃস্থঃপ্রজানন্। অভিধ্যায়ন্ বর্ণরতি প্রমোদানতিদীর্ঘে জীবিতে কো রমেত।২৮। যস্মিন্নিদং বিচিকিৎসন্তি মৃত্যো যৎ সাম্পরায়ে মহতি ব্রূহি নস্তৎ। যোঽয়ং বরো গূঢ়মনুপ্রবিস্টো নান্যং তস্মান্নচিকেতা বৃণীতে।২৯। হে যম তুমি যে সকল ভোগ দিতে চাহিতেছ সে সকল সন্দিগ্ধপর অর্থাৎ কল্য হইবেক কিনা এমৎ সন্দেহ সে সকল ভোগেতে আছে আর সেই সকল ভোগ যেমন অপ্সরাদি তাহার প্রাপ্তি হইলেও মনুষ্যের সকল ইন্দ্রিয়ের তেজকে তাহারা নষ্ট করিবেক আর দীর্ঘ আয়ু যে দিতে চাহ সেও যথার্থ বিবেচনায় অল্প হয় অতএব তোমার রথাদি বাহন এবং নৃত্য গীত যত আছে সে তোমারি নিকট থাকুক।২৬। ধনের দ্বারা মনুষ্যের যথার্থ তৃপ্তি হইতে পারে না অর্থাৎ ধনের উপার্জনে এবং রক্ষণে দুয়েতেই কস্ট আছে আর যদিও ধনের ইচ্ছা হয় তবে তাহা পাইব যেহেতু তোমাকে দেখিলাম. আব যদি অধিক কাল বাঁচিতে ইচ্ছা করি তবে তুমি যাবৎ যমরূপে শাসন কর্ত্তা থাকিবে তাবৎ বাঁচিব অতএব আত্ম বিষয় যে বর তাহাই আমি বাঞ্ছা কবি।২৭। জরা মরণ শূন্য যে দেবতা সকল তাঁহাদের নিকট আসিয়া উত্তম ফল ঐ সকল দেবতা হইতে পাওয়া যায় এমত জানিয়া জরা মরণ বিশিস্ট পৃথিবীস্থিত যে মনুষ্য সে কেন ইতর বরকে প্রার্থনা করিবেক আর গীত রতি প্রমোদ এ তিনেব কারণ যে অপ্সরা সকল হইযাছেন তাহাকে অত্যন্ত অস্থির জানিযা কোন্ বিবেকী দীর্ঘ পরমায়ুতে আসক্ত হইবেক।২৮। হে যম মবণেব পব আত্মা থাকেন কি না থাকেন এই সন্দেহ লোকে

করেন অতএব আত্মার নির্ণয় জ্ঞান মহৎ উপকারে আইসে তাহা তুমি কহ এই দুর্জ্ঞেয় বর ব্যতিরেকে অন্য বর নচিকেতা প্রার্থনা করে না। ২৯। ইতি প্রথমবল্লী। *। এই রূপে শিষ্যের পরীক্ষা লইয়া এবং শিষ্যকে জ্ঞানের যোগ্য দেখিয়া যম কহিতেছেন। অন্যৎশ্রেয়োঽন্য দুতৈব প্রেয়ঃ তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ। তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি হীয়তেঽর্থাদ্যউ প্রেয়ো বৃণীতে। ১। শ্রেয় অর্থাৎ মোক্ষসাধন যে জ্ঞান সে পৃথক হয় আর প্রেয় অর্থাৎ প্রিয়সাধন যে অগ্নি হোত্রাদি কর্ম্ম সেও পৃথক হয় সেই জ্ঞান ও কর্ম্ম এঁহারা পৃথক পৃথক ফলের কারণ হইয়া পুরুষকে আপন আপন অনুষ্ঠানে নিযুক্ত করেন। এদুইয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি জ্ঞানানুষ্ঠানকে স্বীকার করে তাহার কল্যাণ হয় আর যে ব্যক্তি কর্ম্মানুষ্ঠানকে স্বীকার করে সে পরম পুরুষার্থ হইতে পরিভ্রষ্ট হয়। ১। শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতঃ তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ। শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্বৃণীতে। ২। জ্ঞান আর কর্ম্ম এ দুই মিলিত হইয়া মনুষ্যকে প্রাপ্ত হয়েন তখন পণ্ডিত ব্যক্তি এদুইয়ের মধ্যে কে উত্তম কে অধম ইহা বিবেচনা করেন ঐ বিবেচনার দ্বারা জ্ঞানের উত্তমতায় নিশ্চয় করিয়া কর্ম্মের অনাদর পূর্ব্বক জ্ঞানকে আশ্রয় করেন আর অপণ্ডিত ব্যক্তি শরীরের সুখ নিমিত্তে প্রিয়সাধন যে কর্ম্ম তাহাকেই অবলম্বন করেন। ২। স ত্বং প্রিয়ান্ প্রিয়রূপাংশ্চ কামানভিধ্যায়ন্নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ। নৈতাং সৃঙ্কাং বিত্তময়ীমবাপ্তো যস্যাং মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ। ৩। হে নচিকেতা তুমি পুনঃ পুনঃ আমার লোভ দেখাইবার দ্বারা লুব্ধ না হইয়া পুত্রাদিকে এবং অপ্সরাদিকে অনিত্য জানিয়া এ সকলের প্রার্থনা ত্যাগ করিলে তোমার কি উত্তম বুদ্ধি যে হেতু ধনময় কর্ম্মপথেতে লুব্ধ হইলে না যে কর্ম্মপথেতে অনেক মনুষ্য মগ্ন হয়। ৩। জ্ঞানের অবলম্বন করিলে ভালো হয় কর্ম্মের অবলম্বন করিলে ভালো হয় না ইহাতে কারণ কহিতেছেন। দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা। বিদ্যাভীপ্সিনং নচিকেতসং মন্যে ন ত্বা কামাবহবোঽলোলুপন্ত। ৪। জ্ঞান আর কর্ম্ম এ দুই পরস্পর অত্যন্ত বিপরীত হয়েন এবং পৃথক্ পৃথক্ ফলকে দেন এইরূপে

বিদ্যাকে আর অবিদ্যাকে অর্থাৎ জ্ঞান আর কর্ম্মকে পণ্ডিত সকলে জানিযাছেন তুমি যে নচিকেতা তোমাকে জ্ঞানাকাঙ্ক্ষি জানিলাম যে হেতু অপ্সরাদি নানা প্রকার ভোগ তোমাকে জ্ঞান পথ হইতে নিবর্ত্ত করিতে পারিলেক না। ৪। অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃপণ্ডিতং মন্যমানাঃ। দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিযন্তি মূঢা অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ। ৫। কর্ম্মান্ধকারের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি স্থিতি করিয়া আমরা বুদ্ধিমান্ হই শাস্ত্রেতে নিপুণ হই এরূপ অভিমান করে সেই সকল ব্যক্তি নানাপ্রকার পথেতে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিয়া নানা জাতীয় দুঃখকে প্রাপ্ত হয় যেমন অন্ধকে অবলম্বন করিয়া অপর অন্ধ সকল দুর্গম পথ প্রাপ্ত হইয়া নানা প্রকার দুঃখকে পায়। ৫। ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢং। অয়ং লোকো নাস্তি পব ইতিমানী পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে মে। ৬। অবিবেকী প্রমাদ বিশিষ্ট আর বিত্ত নিমিত্ত অজ্ঞানেতে আচ্ছন্ন যে লোক তাহারা পব লোক সাধনের উপায়কে দেখিতে পায না এই লোক যাহা দেখিতে পায় সেই সত্য আর ইহা ভিন্ন পরলোক নাই এই প্রকার জ্ঞান করে সে সকল লোক আমি যে মৃত্যু আমাব বশে অর্থাৎ আমার শাসনে পুনঃ পুনঃ আইসে। ৬। শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ শৃণ্বন্তোপি বহবো যন্ন বিদ্যুঃ। আশ্চর্য্যোঽস্য বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ। ৭। সেই যে পরমাত্মা তাঁহার প্রসঙ্গকেও অনেকে শুনিতে পায় না, আর অনেকে শুনিয়াও তাঁহাকে বোধগম্য কবিতে পারেনা, আর আত্মজ্ঞানের বক্তা দুর্লভ হয়েন, আর আত্মজ্ঞানকে শুনিয়াও অনেকের মধ্যে কোনো নিপুণ ব্যক্তি ইহাকে প্রাপ্ত হয়েন, যে হেতু উত্তম আচার্য্য হইতে শিক্ষা পাইলেও এধর্ম্মেয় জ্ঞাতা অতি দুর্লভ হয। ৭। ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ। অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্ত্যণীয়ান্ হ্যতর্ক্যমণুপ্রমাণাৎ। ৮। অল্পবুদ্ধি আচার্য্য যদি আত্মার উপদেশ করেন তবে আত্মা জ্ঞেয় হয়েন না যেহেতু নানা প্রকার চিন্তা আত্ম বিষয়ে বাদিরা উপস্থিত করিয়াছে কিন্তু যদি ব্রহ্মজ্ঞানী সেই আত্মাব উপদেশ করেন তবে নানা প্রকার বিবাদ দূর হইয়া আত্মজ্ঞান উপস্থিত হয় এমৎ জ্ঞানীর উপদেশ না হইলে আত্মা সূক্ষ্ম হইতেও

সূক্ষ্ম থাকেন অর্থাৎ অপ্রাপ্ত হয়েন যেহেতু তেঁহ কেবল তর্কের দ্বারা জ্ঞেয় নহেন। ৮। নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ। যাস্ত্বমাপঃ সত্যধৃতির্ব্বতাসি ত্বাদৃঙ্নোভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা। ৯। এই বেদ গম্য যে আত্মজ্ঞান সে কেবল তর্কে পাওয়া যায় না কিন্তু কুতার্কিক ভিন্ন বেদান্ত জ্ঞানী আচার্য্যের উপদেশ হইলে যে আত্মজ্ঞানকে তুমি পাইবে সেই আত্মজ্ঞানের তখন সুন্দর রূপে প্রাপ্তি হয় হে প্রিয়তম নচিকেতা যেহেতু তুমি সত্য সংকল্প হও অতএব তোমার ন্যায় প্রশ্ন কর্ত্তা শিষ্য আমাদের হউক এই প্রর্থনা করি। ৯। জানাম্যহং শেবধিরিত্যনিত্যং ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ। ততোময়া নাচিকেতশ্চিতোঽগ্নিরনিত্যৈর্দ্রব্যৈঃপ্রাপ্তবানস্মি নিত্যং। ১০। প্রার্থনীয় যে কর্ম্ম ফল সে অনিত্য আমি তাহা জানি যেহেতু অনিত্য বস্তু যে কর্ম্মাদি তাহা হইতে নিত্য যে পরমাত্মা তেঁহ প্রাপ্ত হয়েন না কিন্তু অনিত্য বস্তু যে কর্ম্মাদি তাহা হইতে অনিত্য বস্তু যে স্বর্গাদি ইহা প্রাপ্ত হয় এমৎ জানিয়াও আমি অনিত্য বস্তু দ্বারা স্বর্গ ফল সাধন যে অগ্নি তাহার উপাসনা করিয়া বহুকাল স্থায়ী যে স্বর্গ তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি। ১০। কামস্যাপ্তিং জগতঃ প্রতিষ্ঠাং ক্রতোরনন্ত্যমভয়স্য পারং স্তোমমহদুরুগায়ং প্রতিষ্ঠাং দৃষ্ট্বা ধৃত্যা ধীরো নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ। ১১। হিরণ্যগর্ভোপাসনার ফল যে হিরণ্যগর্ভের পদ তাহা প্রার্থনীয় বস্তু সকলেতে পরিপূর্ণ হয় আর সকল জগতের আশ্রয় সে পদ হয় আর ভূরি কাল স্থায়ী ও সকল অভয় স্থান হইতে উত্তম এবং প্রশংসনীয় ও যাবদৈশ্বর্য্য বিশিষ্ট সেই পদ হয় ও সে পদ হইতে শীঘ্রচ্যুতি হয় না এমন স্থানকে হস্তগত দেখিয়া ও ধৈর্য্য দ্বারা আত্মজ্ঞানকে আকাঙ্ক্ষা করিয়া হে নচিকেতা পণ্ডিত যে তুমি সেই হিরণ্যগর্ভ মহৎ পদকে ত্যাগ করিয়াছ। ১১। তং দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণং। অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি। ১২। যে পরমাত্মাকে তুমি জানিতে চাহ অতিদুঃখে তাঁহার বোধ হয় আর মায়িক যে সংসার তাহাতে আচ্ছন্ন ভাবে ব্যাপ্ত আছেন আর কেবল বুদ্ধি দ্বারা তাঁহাকে জানা যায় আর দুষ্প্রাপ্য স্থানেতে তিনি স্থায়ী অর্থাৎ অতিদুর্জ্ঞেয় এবং অনাদি হয়েন আর অধ্যাত্ম

যোগের দ্বারা তাহাকে জানিয়া পণ্ডিত সকল হর্ষ শোক হইতে মুক্ত হয়েন। বিষয় হইতে চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া আত্মাতে অর্পণ করাকে অধ্যাত্ম যোগ কহি। ১২। এতৎশ্রুত্বা সংপরিগৃহ্য মর্ত্যঃ প্রবৃহ্য ধর্ম্ম্যমণুমেতমাপ্য। স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধা বিবৃতং সদ্ম নচিকেতসং মন্যে। ১৩। যে মনুষ্য এই রূপ উত্তম ধর্ম্ম আত্ম জ্ঞানকে আচার্য্য হইতে শুনিয়া সুন্দর রূপে গ্রহণ করিয়া শরীর হইতে আত্মাকে পৃথক ভাবিয়া সূক্ষ্মরূপ যে আত্মা তাঁহাকে জানে সে আনন্দময় আত্মার প্রাপ্তির দ্বারা সর্ব্ব সুখ বিশিষ্ট হয় হে নচিকেতা সেই ব্রহ্ম যেমন অবারিতদ্বার গৃহের ন্যায় তোমার প্রতি হইয়াছেন আমার এইরূপ বোধ হয়।১৩। যমের এই বাক্য শুনিয়া নচিকেতা কহিতেছেন। অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ। অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যত্তৎ পশ্যসি তদ্বদ। ১৪। শাস্ত্র বিহিত ধর্ম্ম এবং ফল ও অনুষ্ঠান ও অনুষ্ঠাতা এ সকল হইতে যে ব্রহ্ম ভিন্ন হয়েন আর অধর্ম্ম হইতেও তিনি ভিন্ন হয়েন আর যিনি কার্য্য এবং প্রকৃত্যাদি যে কারণ তাহা হইতে এবং ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কাল হইতে ভিন্ন হয়েন এইরূপ যে ব্রহ্ম তাহাকে তুমি জান অতএব আমাকে কহ। ১৪। এখন যম নচিকেতাকে কহিতেছেন। সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি। যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ। ১৫। সকল বেদ যে এক বস্তুকে প্রতিপন্ন করিতেছেন আর সকল তপস্যা করিবার প্রয়োজন যাঁহার প্রাপ্তি হইয়াছে আর যাঁহার প্রাপ্তি ইচ্ছা করিয়া লোক সকল ব্রহ্মচর্য্য করেন সেই বস্তুকে আমি সংক্ষেপে তোমাকে কহিতেছি ওঙ্কার শব্দে তাঁহাকে কহা যায় অথবা তেঁহ ওঁকার স্বরূপ হয়েন। ১৫। এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরং। এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ। ১৬। এই ওঁকার অপর ব্রহ্ম অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভকে কহেন এবং হিরণ্যগর্ভস্বরূপ হয়েন আর এই ওঙ্কার পরব্রহ্মকে কহেন এবং পরব্রহ্ম স্বরূপও হয়েন অতএব এই ওঙ্কারকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করিয়া যে যাহা ইচ্ছা করে সে তাহা পায় অর্থাৎ অপর ব্রহ্মবুদ্ধিতে ওঙ্কারের উপাসনা করিলে হিরণ্যগর্ভকে পায় আর পরব্রহ্ম রূপে উপাসনা করিলে ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে।১৬।

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরং। এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে। ১৭। ব্রহ্ম প্রাপ্তির যে যে অবলম্বন আছে তাহার মধ্যে প্রণবের অবলম্বন অতি উত্তম হয় আর এই প্রণব অপর ব্রহ্মের অবলম্বন এবং পরব্রহ্মেরও অবলম্বন হয়েন অতএব এই প্রণবস্বরূপ অবলম্বনকে জানিয়া মনুষ্য ব্রহ্মস্বরূপ হয় কিম্বা ব্রহ্মলোকে স্থিতি করে অর্থাৎ পর-ব্রহ্মের অবলম্বন করিলে ব্রহ্মস্বরূপ হয় আর অপর ব্রহ্মের অবলম্বনের দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। ১৭। প্রণবের বাচ্য আত্মা হয়েন অর্থাৎ প্রণব শব্দে পরমাত্মাকে বুঝায় এমৎ জানিয়া প্রণবের উপাসনা করা এবং আত্মাকে প্রণবস্বরূপ জানিয়া প্রণবের উপাসনা করা দুর্ব্বলাধিকারির প্রতি কহিলেন এক্ষণে আত্মার স্বরূপ কহিতেছেন। ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ নায়ং কুতশ্চিৎ ন বভূব কশ্চিৎ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। ১৮। আত্মার জন্ম নাই এবং মৃত্যু নাই তেঁহ নিত্য জ্ঞানস্বরূপ হয়েন কোনো কারণের দ্বারা তাঁহার উৎপত্তি নাই এবং আপনিও আপনার কারণ নহেন অতএব এই জন্মশূন্য যে আত্মা তেঁহ নিত্য হয়েন এঁহার হ্রাস নাই সর্ব্বদা এক অবস্থাতে থাকেন এই হেতু খড়্গাদির দ্বারা শরীরে আঘাত করিলে শরীরস্থ আত্মাতে আঘাত হয় না যেমন শরীরে আঘাত করিলে শরীরস্থ আকাশেতে আঘাত না হয়। ১৮। হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতং। উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে। ১৯। যে ব্যক্তি শরীর মাত্রকে আত্মা জানিয়া আত্মাকে বধ করিব এমৎ জ্ঞান করে আর যে ব্যক্তি এমৎ জ্ঞান করে যে আমি পর হইতে হত হইব সে উভয় ব্যক্তি আত্মাকে জানে না যে হেতু আত্মা কাহাকে নষ্ট করেন না এবং কাহা হইতেও নষ্ট হয়েন না। ১৯। অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ানাত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াং। তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ। ২০। এই আত্মা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম আর স্থূল হইতেও স্থূল হয়েন অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম যাবৎ বস্তু আত্মাকে আশ্রয় করিয়া আছে এই আত্মা ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত যাবৎ প্রাণির হৃদয়েতে সাক্ষিরূপে আছেন এই আত্মার মহিমাকে নিষ্কাম ব্যক্তি মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা দ্বারা জানিয়া

শোকাদি হইতে মুক্ত হয়েন। ২০। আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ। কস্তং মদামদং দেবং মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি। ২১। এই আত্মা অচল হইয়াও মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দূরগতি দ্বারা যেন দূরে গমন করেন এমৎ অনুভব হয় আর সুপ্ত হইয়াও সর্ব্বত্র গমন করেন অর্থাৎ সুষুপ্তি কালে সাধারণ জ্ঞানরূপে সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া থাকেন আমার ন্যায় জ্ঞানী ব্যতিরেকে কোন্ ব্যক্তি সেই সুষুপ্ত কালে হর্ষযুক্ত আর জাগরণ কালে হর্ষরহিত আত্মাকে জানিতে পারে অর্থাৎ উপাধিব দ্বারা যাবৎ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম বিশিষ্ট আত্মাকে অজ্ঞানী ব্যক্তি কি রূপে জানিতে পাবে। ২১। অশরীরং শরীরেষু অনবস্থেষ্ববস্থিতং। মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি। ২২। আকাশের ন্যায় শরীররহিত যে আত্মা তেঁহ যাবৎ নশ্বর শরীরেতে থাকিয়াও স্বয়ং অবিনাশী হয়েন আর তেঁহ মহান্ এবং সর্ব্বব্যাপী হয়েন এই রূপ আত্মাকে জানিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি শোক প্রাপ্ত হয়েন না। ২২। নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাং। ২৩। এই আত্মা অনেক বেদের দ্বারা জ্ঞেয় হয়েন না আর পঠিত গ্রন্থের অভ্যাস করিলেও জ্ঞেয় হয়েন না আর কেবল বেদার্থ শ্রবণেতেও আত্মা জ্ঞেয় হয়েন না যে ব্যক্তি এই আত্মাকে জানিতে চাহে সেই তাহাকে পায় কি রূপে পায় তাহা কহিতেছেন যে সেই আত্মা আপনার যথার্থ জ্ঞানকে সেই সাধকের প্রতি প্রকাশ করেন। ২৩। নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ। নাশান্তমনসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ। ২৪। দুষ্কর্ম্মেতে যে ব্যক্তি রত হয় আত্মাকে সে পায় না আর যে ইন্দ্রিয়ের বশে থাকে তাহারো আত্মা প্রাপ্য হয়েন না আর যাহার চিত্ত সর্ব্বদা অস্থির হয় তাহারো লভ্য আত্মা হয়েন না আর শান্তচিত্ত অথচ ফলার্থী এমৎ ব্যক্তিও আত্মাকে প্রাপ্ত হয়েন না কেবল আচার্য্য হইতে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তির দ্বারা আত্মাকে প্রাপ্ত হয়েন। ২৪। যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনং। মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ। ২৫। হিরণ্যগর্ভ ও প্রকৃতি এই দুই যে পরমাত্মার অন্ন হয়েন আর মৃত্যু যাঁহার অন্নের ব্যঞ্জন হয়েন অর্থাৎ এ সকলকে যে আত্মা সংহার করেন সেই আত্মাকে কোন্

অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি জ্ঞানীর ন্যায় জানিতে পারে অর্থাৎ যে রূপে জ্ঞানিতে আত্মা প্রকাশিত হয়েন সে রূপে অজ্ঞানিতে আত্মা প্রকাশ হয়েন না। ২৫। ইতি দ্বিতীয়বল্লী। *। এখন অধ্যাত্মবিদ্যার অনায়াসে বোধগম্য হয় এ নিমিত্ত দেহকে রথরূপে কল্পনা করিয়া প্রাপ্য আর প্রাপ্তার ভেদানুসারে দুই আত্মার উপন্যাস করিয়া কহিতেছেন। ঋতং পিবন্তৌ স্বকৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে। ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ। ১। এই শরীরেতে উপাধি অবস্থাতে বিম্ব প্রতিবিম্বের ন্যায় দুই আত্মাকে স্বীকার করিয়া কহিতেছেন। আপনার কৃত যে কর্ম্ম তাহার ফলকে দুই আত্মা ভোগ করেন অর্থাৎ বিম্বস্বরূপ যে পরমাত্মা তেঁহ ভোগের অধিষ্ঠাতা থাকেন আর প্রতিবিম্ব স্বরূপ যে জীবাত্মা তেঁহ সাক্ষাৎ ভোগ করেন আর ঐ দুই আত্মা এই শরীরের হৃদয়াকাশে প্রবিষ্ট আছেন তাহাদের মধ্যে জীবাত্মাকে ছায়ার ন্যায় আর আত্মাকে প্রকাশের ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞানিরা এবং পঞ্চাগ্নিহোত্রি গৃহস্থেরা ও ত্রিণাচিকেত গৃহস্থেরা কহিয়া থাকেন অর্থাৎ উপাধি অবস্থাতে জীবাত্মার ও আত্মার অত্যন্ত প্রভেদ করিয়াছেন। ১। যঃ সেতুরীজানানামক্ষরং ব্রহ্ম যৎপরং। অভয়ং তিতীর্ষতাং পারং নাচিকেতং শকেমহি। ২। যে অগ্নি যজমানেদের সেতুর ন্যায় সহায় হয়েন সেই অগ্নিকে জানিতে এবং স্থাপন করিতে পারি আর ভয়শূন্য মুক্তির ইচ্ছা করেন যাঁহারা তাঁহাদের পরমাশ্রয় যে নিত্য ব্রহ্ম তাঁহাকেও আমরা জানিতে পারি অর্থাৎ কর্ম্মি ব্যক্তির জ্ঞেয় যজ্ঞাদির দ্বারা হিরণ্যগর্ভ হইয়াছেন আর জ্ঞানি ব্যক্তির জ্ঞেয় পরব্রহ্ম হয়েন। ২। আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু। বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ। ৩। ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্। আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ। ৪। সংসারি যে জীব তাঁহাকে রথী করিয়া জান আর শরীরকে রথ আর বুদ্ধিকে সারথি করিয়া আর মনকে প্রগ্রহ অর্থাৎ অশ্ব চালাইবার নিমিত্তে সারথির হস্তের রজ্জু করিয়া জান আর চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়কে অশ্ব করিয়া কহিয়াছেন আর শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পাঁচ বিষয়কে ঐ ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বের পথ করিয়া জান শরীর ইন্দ্রিয় মন এই সকল বিশিষ্ট যে জীব তাঁহাকে বিবেকি

ব্যক্তিরা ফলের ভোক্তা করিয়া কহিয়াছেন। ৩।৪। যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা। তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ। ৫। যে বুদ্ধিরূপ সারথি ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বের প্রবৃত্তি নিবৃত্তিতে অপটু হয় আর মন রূপ রজ্জুকে আয়ত্ত করিতে না পারে তাহার ইন্দ্রিয় রূপ অশ্ব সকল বশে থাকেনা যেমন ইতর সারথির অশিক্ষিত অশ্ব সকল দুষ্টতা করে। ৫। যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা। তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ। ৬। যে বুদ্ধিরূপ সারথি ইন্দ্রিয় রূপ অশ্বের প্রবৃত্তি নিবৃত্তিতে পটু হয় আর মনোরূপ রজ্জুকে আয়ত্ত করিতে পারে তাহার ইন্দ্রিয়রূপ অশ্ব সকল বশে থাকে যেমন ইতর সারথির শিক্ষিত অশ্ব সকল বশে থাকে। ৬। যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাঽশুচিঃ। ন স তৎপদমাপ্নোতি সংসারঞ্চাধিগচ্ছতি। ৭। বুদ্ধিরূপ সারথি অপটু হয় আর মনোরূপ রজ্জু যাহার বশে না থাকে অতএব সে সর্ব্বদা দুষ্কর্ম্মান্বিত হয় এমন সারথির দ্বারা জীবরূপ রথী ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়েন না আর সংসার রূপ যে কষ্ট তাহাকে প্রাপ্ত হয়েন। ৭। যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ স তু তৎপদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে। ৮। যে বুদ্ধিরূপ সারথি নিপুণ হয় আর মনোরূপ রজ্জু যাহার বশে থাকে অতএব সে সর্ব্বদা সৎকর্ম্মান্বিত হয় এমৎ রূপ সারথি দ্বারা জীব রূপ রথী ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়েন যে পদ পাইলে পুনরায় জন্ম হয় না। ৮। বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ। সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং। ৯। যে পুরুষের বুদ্ধিরূপ সারথি প্রবীণ হয় আর মনোরূপ রজ্জু যাহার বশে থাকে সে পুরুষ সংসাররূপ পথের পার যে সর্ব্বব্যাপি ব্রহ্মের পদ তাহাকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ব্রহ্মত্বকে পায়। ৯। ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধি বুর্দ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ। ১০। মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ। ১১। চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় হইতে রূপ প্রভৃতি যে বিষয় সে সূক্ষ্ম হয়.আর সেই সকল বিষয় হইতে মন সূক্ষ্ম হয় মন হইতে বুদ্ধি সূক্ষ্ম.বুদ্ধি হইতে ব্যাপক যে সৃষ্টির প্রথম প্রকাশ স্বরূপ মহত্তত্ব সে সূক্ষ্ম হয়.সেই মহত্তত্ব হইতে সৃষ্টির আদি বীজ যে স্বভাব

সে সূক্ষ্ম হয় সে স্বভাব হইতে সর্ব্বব্যাপি সদ্রূপ যে পরমাত্মা তেঁহ সূক্ষ্ম হয়েন সেই পরমাত্মা হইতে আর কেহ সূক্ষ্ম নাই আর তেঁহই প্রাপ্তব্য হইয়াছেন। ১১। এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে। দৃশ্যতে ত্ব-গ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ।১২। এই আত্মা আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত ব্যাপী হইয়াও অবিদ্যা মায়াদ্বারা অজ্ঞানির প্রতি আচ্ছন্ন হইয়া আছেন অতএব আত্মারূপে অজ্ঞানিতে প্রকাশ পায়েন না, কিন্তু সূক্ষ্মদর্শি যে পণ্ডিত সকল তাঁহারা সূক্ষ্ম এবং এক নিষ্ঠ যে বুদ্ধি তাহার দ্বারা সেই আত্মাকে দেখেন অর্থাৎ অজ্ঞানী কেবল ঘট পটাদি এবং আপনার শরীরকে দেখে অস্তি রূপে ঘটাদিতে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন যে আত্মা তাঁহাকে দেখিতে পায় না।১২। যচ্ছেদ্বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞঃ তদ্যচ্ছেজ্জ্ঞান আত্মনি। জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেত্তদ্যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি। ১৩। যে বিবেকী ইন্দ্রিয় সকলকে মনেতে লয় করে মনকে বুদ্ধিতে বুদ্ধিকে মহত্তত্বে মহত্তত্বকে শান্তস্বরূপ পরমাত্মাতে লয় করে সে পরম শান্তিকে পায়।১৩। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি। ১৪। হে মনুষ্য সকল অজ্ঞানরূপ নিদ্রা হইতে উঠ অর্থাৎ আত্মজ্ঞান সাধনে প্রবর্ত্ত হও আর অজ্ঞানরূপ নিদ্রাকে ক্ষয় কর, আর উত্তম আচা-র্য্যকে পাইয়া আত্মাকে জান তীক্ষ্ণ ক্ষুরের ধারের ন্যায় দুর্গম করিয়া জ্ঞান মার্গকে পণ্ডিত সকল কহিয়াছেন। ১৪। অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ। অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে।১৫। ব্রহ্ম অতি সূক্ষ্ম হয়েন ইহাতে কারণ দিতেছেন। ব্রহ্মেতে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পাঁচ গুণ নাই অতএব তাঁহাকে শুনিতে স্পর্শ করিতে দেখিতে আস্বাদন করিতে আঘ্রাণ কবিতে কেহ পারে না। এই সকল গুণ যদি তাঁহার না রহিল তবে তেঁহ সুতরাং হ্রাস বৃদ্ধি শূন্য এবং নিত্য হয়েন আর তেঁহ আদি আর অন্ত শূন্য হয়েন এবং অতি সূক্ষ্ম যে মহত্তত্ব তাহা হইতেও ভিন্ন হয়েন এবং সর্ব্বথা নিরপেক্ষ নিত্য হয়েন এই রূপ আত্মাকে জানিলে লোক মৃত্যু হস্ত হইতে মুক্ত হয় অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়।১৫। নাচিকেতমুপাখ্যানং মৃত্যুপ্রোক্তং সনাতনং। উক্ত্বা শ্রুত্বা চ মেধাবী ব্রহ্মলোকে মহীয়তে। ১৬। যম হইতে কথিত এবং নচিকেতার প্রাপ্ত এই

সনাতন উপাখ্যানকে যে জ্ঞানবান ব্যক্তি পাঠ এবং শ্রবণ করেন তেহোঁ ব্রহ্ম স্বরূপ হইয়া পূজ্য হয়েন। ১৬। য ইমং পরমং গুহ্যং শ্রাবয়েদ্ব্রহ্মসংসদি। প্রযতঃ শ্রাদ্ধকালে বা তদানন্ত্যায় কল্পতে তদানন্ত্যায় কল্পতে। ১৭। যে ব্যক্তি শুচি হইয়া ব্রহ্ম সভাতে এ আখ্যানকে শুনায় অথবা শ্রাদ্ধকালে পাঠ করে তাহার অনন্ত ফল হয়। ইতি তৃতীয় বল্লী প্রথমোঽধ্যায়ঃ। *। পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ তস্মাৎ পরাঙ্পশ্যতি নান্তরাত্মন্। কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্। ১। স্বপ্রকাশ যে পরমাত্মা তেঁহ ইন্দ্রিয় সকলকে রূপ রস ইত্যাদি বাহ্য বিষয়ের গ্রহণের নিমিত্ত সৃষ্টি করিয়াছেন এই হেতু লোক সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্য বিষয়কে দেখেন অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায়েন না কোনো বিবেকী পুরুষ মুক্তির নিমিত্তে বাহ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়কে নিরোধ করিয়া অন্তরাত্মাকে দেখেন। ১। পরাচঃ কামাননুযন্তি বালাঃ তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশং। অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে। ২। স্বভাবত ইন্দ্রিয় সকলের বাহ্য বিষয়ে দৃষ্টি হয় এই হেতু অজ্ঞানী সকল প্রার্থনীয় বাহ্য বিষয়কে কামনা করে অতএব তাঁহারা সর্ব্ব ব্যাপি যে মৃত্যু তাহার বশে যান এই হেতু পণ্ডিত সকল যাবৎ অনিত্য সংসারের মধ্যে পরমাত্মাকে কেবল নিত্য জানিয়া তাঁহাকে প্রার্থনা করেন আর অন্য বস্তুর প্রার্থনা করেন না। ২। যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্ এতেনৈব বিজানাতি কিমত্র পরিশিষ্যতে। এতদ্বৈতৎ। ৩। যে আত্মার অধিষ্ঠানে রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ আর মৈথুন জন্য সুখকে জড় স্বরূপ যে এই ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট দেহ সে অনুভব করে যেহেতু পঞ্চভূত দেহ ইন্দ্রিয় এ সমুদায় জড় অতএব চৈতন্যের অধিষ্ঠানেতেই এ জড় সকল বিষয়ের উপলব্ধি করে যেমন অগ্নিতে দগ্ধ যে লৌহ সে অগ্নির অধিষ্ঠানেতে দাহ করে আত্মা না জানেন এমৎ বস্তু নাই। যাহার অধিষ্ঠানেতে এ সকল জানা যায় আর যে আত্মার প্রশ্ন নচিকেতা করিয়াছেন তেহোঁ এই প্রকার হয়েন। ৩। স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তং চোভৌ যেনানুপশ্যতি। মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি। ৪। স্বপ্নাবস্থা আর জাগ্রদবস্থা এই দুই অবস্থাতে যাহার অধিষ্ঠানে লোক বিষয়ের উপলব্ধি করে সেই শ্রেষ্ঠ

সর্ব্বব্যাপি পরমাত্মাকে জানিয়া পণ্ডিত ব্যক্তি শোককে প্রাপ্ত হয়েন না ।৪। য ইমং মধ্বদং বেদ আত্মানং জীবমন্তিকাৎ। ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে। এতদ্বৈতৎ।৫। যে ব্যক্তি এই রূপ করিয়া কর্ম্মের ফল ভোক্তা জীবাত্মাকে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালত্রয়ের নিয়ম কর্ত্তা যে পরমাত্মা তৎ স্বরূপ করিয়া অতি নিকটস্থ জানে সে ব্যক্তি পুনরায় আত্মাকে গোপন করিতে চাহে না অর্থাৎ এক আত্মা সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া রহিয়াছেন কিরূপে তাঁহাকে গোপন করা যায়। যে আত্মার প্রশ্ন নচিকেতা করিয়াছেন সে এই হয়েন। ৫। যঃ পূর্ব্বং তপসো জাতমদ্ভ্যঃ পূর্ব্বমজায়ত। গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং যো ভূতেভির্ব্যপশ্যত। এতদ্বৈতৎ ।৬। ব্রহ্ম হইতে জলাদির পূর্ব্ব উৎপন্ন হইয়াছেন যে হিরণ্যগর্ভ তাঁহাকে সকল ভূতের সহিত সকল প্রাণির হৃদয়াকাশেতে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন এমৎ যে জানে সে হিরণ্যগর্ভের কারণ যে ব্রহ্ম তাহাকে জানে। ৬। যা প্রাণেন সম্ভবত্যদিতি র্দেবতাময়ী। গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীং যা ভূতেভির্ব্যজায়ত। এতদ্বৈতৎ। ৭। সকল ভূতের সহিত হিরণ্যগর্ভরূপে যে দেবতাময়ী অদিতি ব্রহ্ম হইতে উৎপন্না হইয়া আছেন তাহাকে সকল প্রাণির হৃদয়াকাশেতে প্রবিষ্ট করিয়া যে জানে সে অদিতির কারণ যে পরব্রহ্ম তাঁহাকে জানে যে আত্মার প্রশ্ন নচিকেতা করিয়াছেন সে এই প্রকার হয়েন। ৭। অরণ্যোর্নিহিতো জাতবেদাগর্ভ ইব সুভৃতো গর্ভিণীভিঃ। দিবে দিব ঈড়্যো জাগৃবদ্ভির্হবিষ্মদ্ভির্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ। এতদ্বৈতৎ।৮। যে অগ্নি যজ্ঞেতে ঊর্দ্ধ এবং অধ অরণিতে অর্থাৎ যজ্ঞ কাষ্ঠেতে স্থিত হয়েন এবং ঘৃত ইত্যাদি সকল যজ্ঞ দ্রব্যকে যিনি আহার করেন আর যেমন গর্ভিণী সকল যত্ন পূর্ব্বক গর্ভকে ধারণ করেন সেইরূপ প্রমাদ শূন্য যোগিরা এবং কর্ম্মিরা যাঁহাকে ঘৃতাদি দানের দ্বারা এবং ভাবনার দ্বারা কর্ম্মাঙ্গে এবং হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন আর যে অগ্নিব স্তুতি ঐ কর্ম্মিরা আর যোগিরা সর্ব্বদা করিতেছেন সেই অগ্নি ব্রহ্ম স্বরূপ হয়েন।৮। যতশ্চোদেতি সূর্য্যো-ঽস্তং যত্র চ গচ্ছতি। তং দেবাঃ সর্ব্বে অর্পিতাস্তদু নাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈতৎ। ৯। যে প্রাণ হইতে সূর্য্য প্রতিদিন উদিত হয়েন আর যাহাতে অস্তহয়েন সেই প্রাণস্বরূপ আত্মাকে অবলম্বন করিয়া বিশ্বসংসার

স্থিতি করেন তাঁহাকে আশ্রয় না করিয়া পৃথক রূপে কেহ প্রকাশ পায় না যে আত্মার প্রশ্ন নচিকেতা করিয়াছেন সে এই হয়েন অর্থাৎ আত্মা অগ্নি বায়ু প্রভৃতি সর্ব্বস্বরূপ হয়েন।৯। যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।১০। যেঁহ এই শরীর ব্যাপি আত্মা তেঁহই বিশ্বব্যাপি আত্মা হয়েন আর যেঁহ বিশ্বব্যাপি আত্মা তেঁহই শরীর ব্যাপি আত্মা হয়েন অদ্বিতীয় আত্মাকে যেব্যক্তি নানা করিয়া দেখে সে পুনঃ২ জন্ম মরণকে পায়।১০। মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি। ১১। বিশুদ্ধ মনের দ্বারা আত্মা এক হয়েন ইহাই জানা উচিত এইরূপ অদ্বিতীয় জ্ঞান উপস্থিত হইলে ভেদ জ্ঞান আর থাকে না কিন্তু অদ্বিতীয় আত্মাকে যে ব্যক্তি নানা করিয়া দেখে সে পুনঃ২ জন্ম মরণকে পায়।১১। অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি। ঈশানো ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে। এতদ্বৈতৎ। ১২। হৃদয়াকাশস্থিত সর্ব্বব্যাপি যে শরীরস্থ আত্মা তাঁহাকে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালের কর্ত্তা করিয়া জানিলে পর পুনরায় আত্মাকে গোপন করিতে চাহে না অর্থাৎ এক আত্মা সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া রহিয়াছেন কিরূপে তাঁহাকে গোপন করা যায়। ১২। অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ। ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উশ্বঃ। এতদ্বৈতৎ। ১৩। হৃদয়াকাশস্থিত সর্ব্বব্যাপি নির্ম্মলজ্যোতির ন্যায় ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালের কর্ত্তা যে আত্মা তেঁহই সকল প্রাণিতে এখনো বর্ত্তমান আছেন। এবং পরেও সকল প্রাণিতে বর্ত্তমান থাকিবেন যে আত্মার প্রশ্ন নচিকেতা করিয়াছেন সে এই হয়েন। ১৩। যথোদকং দুর্গে বৃষ্টং পর্ব্বতেষু বিধাবতি। এবং ধর্ম্মান্ পৃথক্ পশ্যন্ তানেবানুবিধাবতি। ১৪। যেমন উচ্চ স্থানেতে জল পতিত হইয়া নানা নিম্ন স্থানে গমন করিয়া নষ্ট হয়েন সেইরূপ প্রতি শরীরেতে আত্মাকে পৃথক্ পৃথক্ দেখিয়া শরীর ভেদকে পুনঃ প্রাপ্ত হয়। ১৪। যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি। এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম। ১৫। যেমন সমান ভূমিতে জল পতিত হইলে পূর্ব্বের ন্যায় নির্ম্মল থাকে সেইরূপ আত্মাকে এক করিয়া যে জ্ঞানী মনন করে হে নচিকেতা সে ব্যক্তির বিশ্বাসে

আত্মা এক হয়েন। ১৫। ইতি চতুর্থী বল্লী। *। পুরমেকাদশ দ্বারমজস্যাবক্রচেতসঃ। অনুষ্ঠায় ন শোচতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে। এতদ্বৈতৎ।১। জন্মাদি রহিত নিত্য চৈতন্য স্বরূপ যে পরমাত্মা তাঁহার বাসস্থান এই একাদশ দ্বার বিশিষ্ট শরীর হয় সেই আত্মাকে যে ব্যক্তি ধ্যান করে সে শোক পায় না এবং অবিদ্যা পাশ হইতে মুক্ত হয় আর পুনরায় শরীর গ্রহণ তাহার হয় না। প্রসিদ্ধ নব দ্বার আর ব্রহ্মরন্ধ্র ও নাভি এদুই লইয়া একাদশ দ্বার হয়। ১। হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ। নৃষদ্বরসদৃত সদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ। ২। আত্মা সর্ব্বত্র গমন করেন এবং সূর্য্য রূপে আকাশে গমন করেন আর সকল ভূতকে আপনাতে বাস করান এবং বায়ু রূপে আকাশে গমন করেন আর অগ্নির স্বরূপ হয়েন এবং পৃথিবীর অধিষ্ঠাতৃ দেবতা হইয়া পৃথিবীতে গমন করেন আর সোম লতার রস হইয়া যজ্ঞ কলশে গমন করেন আর মনুষ্যেতে ও দেবতাতে গমন করেন আর যজ্ঞেতে গমন করেন আর আকাশের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা রূপে আকাশে গমন করেন আর জল জন্তু রূপে জলেতে উৎপন্ন হয়েন আর ধান্য যবাদি রূপে পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়েন যজ্ঞের অঙ্গরূপে উৎপন্ন হয়েন আর নদ্যাদি রূপে পর্ব্বতে উৎপন্ন হয়েন যদ্যপিও তেঁহ সর্ব্বস্বরূপ হয়েন তথাপি তাঁহার বিকার নাই আর সকলের কারণ সেই আত্মা এই হেতু তেঁহ মহান্ হয়েন। ২। ঊর্দ্ধং প্রাণমুন্নয়তি অপানং প্রত্যগস্যতি। মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে। ৩। যে চৈতন্য স্বরূপ আত্মা প্রাণ বায়ুকে হৃদয় হইতে উপরে চালন করেন এবং অপান বায়ুকে অধোতে ক্ষেপণ করেন সেই হৃদয়াকাশস্থিত সকলের ভজনীয় আত্মাকে চক্ষুরাদি সকল ইন্দ্রিয় আপন আপন বিষয়ের জ্ঞান দ্বারা উপাসনা করেন অর্থাৎ এক চৈতন্য স্বরূপ আত্মার অধিষ্ঠানেতে জড়রূপ ইন্দ্রিয় সকল আপন আপন বিষয়ের জ্ঞান করেন। ৩। অস্য বিস্রংসমানস্য শরীরস্থস্য দেহিনঃ। দেহাদ্বিমুচ্যমানস্য কিমত্র পরিশিষ্যতে। এতদ্বৈতৎ। ৪। এই শরীরস্থ চৈতন্য স্বরূপ শরীরের কর্ত্তা যে আত্মা তেঁহ যখন এ শরীরকে ত্যাগ করেন তখন এ শরীরেতে এবং ইন্দ্রিয়েতে

কোন্যো শক্তি থাকে না অর্থাৎ আত্মার ত্যাগ মাত্র শরীর এবং ইন্দ্রিয় সকল স্বভাবত যেমন পূর্ব্বে জড় ছিলেন সেই রূপ হইয়া যান। ৪। ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্ত্যো জীবতি কশ্চন। ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নে-তাবুপাশ্রিতৌ। ৫। প্রাণবায়ু ও অপান বায়ু এবং ইন্দ্রিয় সকল যেঁহা-দের অধিষ্ঠানে দেহিরা বাঁচিয়া থাকেন এমৎ নহে কিন্তু প্রাণাদি হইতে ভিন্ন যে চৈতন্য স্বরূপ আত্মা তাঁহার অধিষ্ঠানেতেই দেহিরা বাঁচিয়া থাকেন এবং প্রাণ আর অপ্পান বায়ু ইন্দ্রিয় সহিত তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন অর্থাৎ প্রাণ অপান এবং ইন্দ্রিয় সকল মিশ্রিত হইয়া শরীর কহায় অতএব শরীরের অধিষ্ঠাতা এসকল ভিন্ন অন্য কেহ চৈতন্য স্বরূপ হয়েন। ৫। হন্ত তইদং প্রবক্ষ্যামি গুহ্যং ব্রহ্ম সনাতনং। যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম। ৬। হে গৌতম এখন তোমাকে পরম গোপনীয় সনাতন ব্রহ্মকে কহিতেছি যে ব্রহ্মতত্ত্বকে না জানিলে জীব সংসারেতে বদ্ধ হয়। ৬। যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ। স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতং। ৭। শরীর গ্রহণের নিমিত্তে কোন কোন মূঢ় আপনার কর্ম্মানুসারে এবং উপাসনানুসারে মাতৃগর্ভেতে প্রবেশ করেন কেহ অতি মূঢ় স্থাবরাদি জন্মকে প্রাপ্ত হয়েন। ৭। য এষু সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ। তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে। তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদুনাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈতৎ। ৮। ইন্দ্রিয় সকল নিদ্রিত হইলে যে আত্মা নানা প্রকার বস্তুকে স্বপ্নে কল্পনা করেন তেঁহই নির্ম্মল অবিনাশি ব্রহ্ম হয়েন পৃথি-ব্যাদি যাবৎ লোক সেই ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া আছেন তাঁহার সত্তাকে আশ্রয় না করিয়া পৃথক্ রূপে কেহ প্রকাশ পায়েন না। ৮। অগ্নির্য-থৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। একস্তথা সর্ব্ব-ভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব বহিশ্চ। ৯। এক অগ্নি যেমন এই লোকেতে প্রবিষ্ট হইয়া কাষ্ঠাদি বস্তুর যে পৃথক্ পৃথক্ রূপ সেই সেই রূপে দৃষ্ট হয়েন অর্থাৎ বক্রকাষ্ঠে বক্রেরন্যায় আর চতুষ্কোণ কাষ্ঠে চতুষ্কোণের ন্যায় ইত্যাদি রূপে অগ্নি দৃষ্ট হয়েন সেইরূপ একআত্মা সকল দেহেতে প্রবিষ্ট হইয়া নানা রূপেতে প্রকাশ পায়েন কেবল দেহেতেই

প্রবিষ্ট হইয়া প্রকাশ পায়েন এমৎ নহে বরঞ্চ বাহ্যেতেও আকাশের ন্যায় ব্যাপিয়া থাকেন। ৯। বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব বহিশ্চ। ১০। এক বায়ু যেমন এই দেহেতে প্রবিষ্ট হইয়া পৃথক্ পৃথক্ স্থানের দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ নামে প্রকাশ পায়েন সেইরূপ একই আত্মা সকল দেহেতে প্রবিষ্ট হইয়া নানা রূপেতে প্রকাশ পায়েন কেবল দেহেতেই প্রবিষ্ট হইয়া প্রকাশ পায়েন এমৎ নহে বরঞ্চ বাহ্যেতেও আকাশের ন্যায় ব্যাপিয়া থাকেন।১০। সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষুর্নলিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ। ১১। সূর্য্য যেমন জগতের চক্ষু হইয়া অপরিষ্কৃত বস্তু সকলকে লোককে দেখাইয়া ও আপনি অপরিষ্কৃত বস্তুর সংসর্গ দ্বারা অন্তর্দ্দোষ অথবা বহির্দ্দোষ কোন দোষে লিপ্ত হয়েন না সেইরূপ এক আত্মা সকল দেহেতে প্রবেশ করিয়া লোকের দুঃখেতে লিপ্ত হয়েন না যেহেতু কাহারো সহিত তেঁহ মিশ্রিত নহেন অর্থাৎ যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রম হইলে রজ্জু কোন দোষ প্রাপ্ত হয় না সেইরূপ অজ্ঞানের দ্বারা জীবেতে যে সুখ দুঃখের অনুভব হইতেছে তাহাতে বস্তুত আত্মা সুখী এবং দুঃখী নহেন।১১। একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি। তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাং। ১২। সেই এক পরমেশ্বর সকল ভূতের অন্তর্বর্ত্তী হয়েন অতএব যাবৎ সংসার তাঁহার বশেতে আছে আর আপনার এক সত্তাকে নানাপ্রকার স্থাবর জঙ্গমাদি রূপে অবিদ্যা মায়ার দ্বারা তেঁহ দেখাইতেছেন সেই বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা স্বরূপ আত্মাকে যে ধীর সকল সাক্ষাৎ অনুভব করেন কেবল তাঁহাদের নির্ব্বাণ স্বরূপ নিত্য সুখ হয় আর ইতর অর্থাৎ বহির্দ্রষ্টা তাহাদের সে সুখ হয় না। ১২। নিত্যোঽনিত্যানাং চেতন শ্চেতনানাং একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্। তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং। সেই পরমেশ্বর যাবৎ অনিত্য নাম রূপাদি বস্তুর মধ্যে নিত্য হয়েন আর যাবৎ চৈতন্য বিশিষ্টের চেতনার কারণ তেঁহ হয়েন তেঁহ একাকী অথচ সকল প্রাণির কামনাকে দেন সেই

বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা স্বরূপ আত্মাকে যে ধীর সকল সাক্ষাৎ অনুভব করেন তাঁহাদেরই নির্ব্বাণ স্বরূপ নিত্য সুখ হয় ইতর অর্থাৎ বহির্দ্রষ্টা তাহাদের সে সুখ হয় না। ১৩। তদেতদিতি মন্যন্তেঽনির্দ্দেশ্যং পরমং সুখং। কথং নু তদ্বিজানীয়াং কিমু ভাতি বিভাতি বা। ১৪। যদি এমৎ কহ অনির্দ্দেশ্য পরাৎপর যে ব্রহ্মানন্দ তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া জ্ঞানি সকলে অনুভব করেন কিরূপে আমি সেই ব্রহ্মানন্দকে জ্ঞানিদের ন্যায় প্রত্যক্ষ করি। সে ব্রহ্মসত্তা আমাদের বুদ্ধিতে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইতেছেন কিন্তু তেঁহ বহিরিন্দ্রিয়ের গোচর হয়েন কিনা। ১৪। ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি। ১৫। এখন ঐ প্রশ্নের উত্তর করিতেছেন। জগতের প্রকাশক যে সূর্য্য তেঁহ ব্রহ্মের প্রকাশক হয়েন না এবং চন্দ্র তারা আর এসকল বিদ্যুৎ এেহারাও ব্রহ্মের প্রকাশক নহেন সুতরাং আমাদের দৃষ্টি গোচর যে অগ্নি তেঁহ কিরূপে ব্রহ্মের প্রকাশক হয়েন. সূর্য্য চন্দ্র তারা বিদ্যুৎ অগ্নি প্রভৃতি যাবৎ প্রকাশক বস্তু সেই পরমেশ্বরের প্রকাশের পশ্চাৎ প্রকাশিত হয়েন এবং তাঁহার প্রকাশের দ্বারা এসকলের প্রকাশ হয় যেমন অগ্নির প্রকাশের দ্বারা অগ্নি সংযুক্ত কাষ্ঠ প্রকাশিত হয়। ১৫। ইতি পঞ্চমী বল্লী। ৫।

ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ। তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে। তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈতৎ। ১। এই ষষ্ঠ বল্লীতে সংসারকে বৃক্ষের সহিত উপমা আর ব্রহ্মকে ওই বৃক্ষের মূলের সহিত উপমা দিতেছেন কারণ এই যে বৃক্ষ দেখিয়া তাহার মূল যদ্যপিও অদৃষ্ট হয় তথাপি লোকে সেই মূলকে অনুভব করে এখানে কার্য্য রূপ সংসার বৃক্ষকে দেখিয়া তাহার কারণ যে পরব্রহ্ম তাঁহার নিশ্চয় হইতেছে। এই যে অশ্বত্থের ন্যায় অতি চঞ্চল অথচ অনাদি সংসার বৃক্ষ ইহার মূল ঊর্দ্ধে অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্ম হয়েন আর যাবৎ স্থাবর জঙ্গম এই বৃক্ষের বিস্তীর্ণ শাখা হইয়াছেন. সেই সংসার বৃক্ষের যে মূল স্বরূপ পরমাত্মা তেঁহো শুদ্ধ এবং ব্যাপক হয়েন তাঁহাকে কেবল অবিনাশী করিয়া কহা যায় যাবৎ সংসার সেই ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া আছেন

তাঁহার সত্তাকে আশ্রয় না করিয়া পৃথক্ রূপে কেহো প্রকাশ পায় না ।১। মূল স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে জগৎ উৎপন্ন না হইয়া আপনিই জন্মে এমত সন্দেহ বারণ করিবার নিমিত্ত পরের মন্ত্র কহিতেছেন। যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং। মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ।২। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি বিশিষ্ট যে এই জগৎ ব্রহ্ম হইতেই নিঃসৃত হইয়া ব্রহ্মের অধিষ্ঠানের দ্বারা আপন আপন নিয়ম মতে চলিতেছেন অর্থাৎ চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র এবং স্থাবর জঙ্গমাদি যাবৎ বস্তু পৃথক্ পৃথক্ নিয়মে গমন করেন অতএব ইহার নিয়ম কর্ত্তা কেহো অন্য আছেন সেই নিয়ম কর্ত্তা তেঁহো শ্রেষ্ঠ এবং বজ্র হস্তে থাকিলে যেমন ভয়ানক হয় সেইরূপ তেঁহো সকলের ভযের কারণ হয়েন অতএব কেহ তিলার্দ্ধ নিয়মের অতিক্রম করিতে পারে না। যাঁহারা এইরূপে ব্রহ্মকে জগতের অধিষ্ঠাতা করিয়া জানেন তাঁহারা মোক্ষকে প্রাপ্ত হয়েন।২। ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।৩। সেই পরমেশ্বরের ভযেতে অগ্নি যথা নিয়ম প্রকাশ পাইতেছেন তাঁহারি ভয়েতে সূর্য্য যথা নিয়ম প্রকাশ পাইতেছেন আর সেই পরমেশ্বরের ভয়েতে ইন্দ্র এবং বায়ু আর পঞ্চম যে যম তেঁহো যথা নিয়ম আপন আপন কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইতেছেন যেমন প্রভুকে বজ্র হস্ত প্রত্যক্ষ দেখিলে ভৃত্য সকল নিয়মের অন্যথা করিতে পারে না।৩। ইহচেদশকদ্বোদ্ধুংপ্রাক্ শরীরস্য বিস্রসঃ। ততঃ সর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় কল্পতে।৪। এই সংসারে শরীরের পতনের পূর্ব্বে যদি এই ব্রহ্মতত্ত্বকে জানিতে পারে তবে সংসার বন্ধন হইতে জীব মুক্ত হয় আর যদি এরূপে আত্মাকে না জানে তবে সে এই লোক সকলেতে শরীরের গ্রহণ পুনঃ২ করে।৪। যথাদর্শে তথাত্মনি যথাস্বপ্নে তথা পিতৃলোকে। যথাপ্সু পরীব দদৃশে তথা গন্ধর্ব্বলোকে ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে।৫। যেমন দর্পণেতে স্পষ্ট আপনার দর্শন হয় সেইরূপ এই লোকে নির্ম্মল বুদ্ধিতে আত্মতত্ত্বের দর্শন হয় আর যেমন স্বপ্নে আচ্ছন্নরূপে আপনাকে দেখে সেইরূপ পিতৃ লোকে আচ্ছন্নরূপে আত্মতত্ত্বের দৃষ্টি হয় আর যেমন জলেতে আচ্ছন্নরূপে আপনাকে দেখে সেই মত গন্ধর্ব্বাদি লোকেত

আত্মতত্ত্বের অনুভব হয় আর যেমন ছায়া আর তেজের পৃথক্ হইয়া উপলব্ধি হয় সেইরূপ ব্রহ্মলোকে স্পষ্টরূপে আত্মজ্ঞান জন্মে কিন্তু সেই ব্রহ্মলোক দুর্লভ হয় অতএব আত্মজ্ঞানের নিমিত্ত এই লোকেই যত্ন করিবেক। ৫। ইন্দ্রিযাণাং পৃথগ্‌ভাব মুদয়াস্তময়ৌ চ যৎ। পৃথগুৎপদ্যমানানাং মত্বা ধীরো ন শোচতি। ৬। আকাশাদি কারণ হইতে কর্ণাদি ইন্দ্রিয় যে উৎপন্ন হইয়াছেন তাহাদিগ্যে আত্মা হইতে পৃথক্ জানিয়া এবং শয়ন আর জাগরণ এদুই অবস্থা ইন্দ্রিয়ের হয় আত্মার কদাপি না হয় এরূপ জানিয়া জ্ঞানবান ব্যক্তি শোককে প্রাপ্ত হয়েন না যে হেতু আত্মা অন্তঃকরণে স্থিত হইয়াও ইন্দ্রিয়াদি রূপ উপাধিতে মিশ্রিত না হয়েন। ৬। ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমং সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমং। অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকোঽলিঙ্গ এব চ। যজ্জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি। ৮। ইন্দ্রিয় সকল হইতে তাহাদের রূপ রস ইত্যাদি বিষয় সকল শ্রেষ্ঠ হয় আর এই সকল চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ হয়েন যে হেতু মনের সংযোগ ব্যতিরেক ইন্দ্রিয় সকলের বিষয়ের অনুভব হয় না। মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ হয়েন যে হেতু সঙ্কল্প করা মনের কর্ম্ম কিন্তু নিশ্চয় করা বুদ্ধির কর্ম্ম হয় আর বুদ্ধি হইতে মহত্তত্ব যাহা স্বভাব হইতে প্রথমত উৎপন্ন হয় সে শ্রেষ্ঠ ওই মহত্তত্ব হইতে জগতের বীজ স্বরূপ যে স্বভাব সে শ্রেষ্ঠ হয় সেই স্বভাব হইতে সর্ব্বব্যাপি ইন্দ্রিয় রহিত পরমেশ্বর শ্রেষ্ঠ হয়েন যাঁহাকে মনুষ্য যথার্থ রূপে জানিয়া জীবদ্দশাতে মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হয় এবং মৃত্যুর পরে মোক্ষকে পায়। ৮। ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনং। হৃদা মনীষা মনসাভিক্‌ৢপ্তো য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি। ৯। এই সর্ব্বব্যাপি পরমাত্মার স্বরূপ দৃষ্টি গোচর হয় না অতএব চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কেহ তাঁহাকে অনুভব করিতে পারে না। সেই প্রকাশ স্বরূপ আত্মাকে শুদ্ধ বুদ্ধির মননের দ্বারা জানিতে পারে। যে সকল ব্যক্তি এই প্রকারে তাঁহাকে জানেন তাঁহারাই মুক্ত হয়েন। ৯। যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাং গতিং। ১০। তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাং। অপ্র-

মন্তস্তদা ভবতি যোগো হি প্রভবাপ্যয়ৌ। ১১। মনের সহিত যখন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বাহ্য বিষয় হইতে নিবর্ত্ত হইয়া আত্মাতে স্থির হইয়া থাকেন আর বুদ্ধিও কোনো বাহ্য ব্যাপারেতে আসক্ত না হয় সেই ইন্দ্রিয় নিগ্রহের উত্তম অবস্থাকে যোগ করিয়া কহিয়া থাকেন সেই ইন্দ্রিয়ের এবং বুদ্ধির নিগ্রহের পূর্ব্বে সাধনেতে অত্যন্ত যত্নবান্ হইবেক যে হেতু যত্নেতে যোগের উৎপত্তি হয় আর যত্নহীন হইলে সেই যোগ নাশকে পায়। ১১। নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা। অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে। ১২। অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যঃ তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ। অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি। ১৩। সেই আত্মাকে বাক্যের দ্বারা মনের দ্বারা এবং চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায় না তত্রাপি জগতের মূল অস্তি স্বরূপ তেঁহো হয়েন এইরূপ তাঁহাকে জানিবেক অতএব অস্তি রূপ তাঁহাকে যে ব্যক্তি দেখিতে না পায় তাহার জ্ঞান গোচর তেঁহো কিরূপে হইবেন এই হেতু অস্তিমাত্র তাঁহাকে উপলব্ধি করিবেক অথবা সর্ব্ব প্রকারে তেঁহো অনির্ব্বচনীয় নির্ব্বিশেষ এমৎ করিয়া জানিবেক; এই দুইয়ের মধ্যে অস্তিমাত্র করিয়া তাঁহাকে প্রথমত জানিলে পশ্চাৎ যথার্থ অনির্ব্বচনীয় প্রকারে তাঁহাকে জানাযায়। অস্তিরূপে তেঁহো জগৎকে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন তাহার প্রত্যক্ষ এই যে আদৌ ঘট দেখিলে ঘট আছে এমৎ জ্ঞান হয় তাহার পর ঘট ভাঙ্গাগেলে তাহার খণ্ডআছে এমৎ জ্ঞান জন্মে সেই ঘট খণ্ডকে চূর্ণ করিলে পুনরায় চূর্ণ আছে এই প্রতীতি হয় অতএব অস্তি অর্থাৎ আছে ইহার নিশ্চয় পরে পূর্ব্বে সর্ব্বদা সমান থাকে। ১৩। যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে। ১৪। বুদ্ধি বৃত্তিতে যে সমুদায় কামনা থাকে তাহা যখন জ্ঞানীর বুদ্ধি হইতে দূর হয় তখন সেই ব্যক্তি মায়ারূপ মৃত্যু হইতে মুক্ত হইয়া এই লোকেই ব্রহ্মস্বরূপ হয়। ১৪। যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদনুশাসনং। ১৫। যখন পুরুষের এই লোকেই হৃদয়ের গ্রন্থি সকল অর্থাৎ এই শরীর আমি আমি সুখী আমি দুঃখী ইত্যাদি অজ্ঞান নষ্ট হয় তখন তাহার কামনা সকল দূর হইয়া জীবন্মুক্ত হয়েন। এই উপদেশকে

সমুদায় বেদান্তের সিদ্ধান্ত জানিবে।১৫। শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা। তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষ্বঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি।১৬। উত্তম জ্ঞানী ইহ লোকেই ব্রহ্মস্বরূপ হয়েন পূর্ব্বে কহিয়া দুর্ব্বল জ্ঞানীর ফল পরের এই মন্ত্রে কহিতেছেন। একশ ও এক নাড়ী হৃদয় হইতে নিঃসৃত হয় তাহার মধ্যে সুষুম্না এক নাড়ী ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া নিঃসৃত হইয়াছে মৃত্যুকালে সেই সুষুম্না নাড়ীর দ্বারা জীব উর্দ্ধ গমন করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মার সহিত কালান্তরে মুক্তিকে পায়েন কিন্তু সুষুম্না ব্যতিরেক অন্য নাড়ীর দ্বারা জীব নিঃসৃত হইলে ব্রহ্মলোক না পাইয়া পুনরায় সংসারে প্রবর্ত্ত হয়েন।১৬। অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্য্যেণ। তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতং তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি।১৭। অঙ্গুষ্ঠপরিমিত অথচ ব্যাপক আত্মা সর্ব্বদা ব্যক্তি সকলের হৃদয়াকাশে স্থিতি করেন তাঁহাকে সাবধানে শরীর হইতে পৃথক্ রূপে জ্ঞান করিবেক যেমন শরের মুংজ হইতে তাহার সুক্ষ্ম পত্রকে পৃথক্ করিয়া লয়। সেই আত্মাকেই বিশুদ্ধ অবিনাশি ব্রহ্ম করিয়া জানিবে। শেষ বাক্যের দুইবার কথন এবং ইতি শব্দের প্রয়োগ উপনিষৎ সমাপ্তির সূচক হয়।১৭। মৃত্যুপ্রোক্তাং নচিকেতোঽথ লব্ধ্বা বিদ্যামেতাং যোগবিধিঞ্চ কৃৎস্নং। ব্রহ্মপ্রাপ্তো বিরজোঽভূদ্বিমৃত্যুরন্যোপ্যেবং যো বিদধ্যাত্মমেব।১৮। যমের কথিত এই ব্রহ্মবিদ্যা এবং সমুদায় যোগবিধিকে নচিকেতা পাইয়া ধর্ম্মাধর্ম্মকে এবং অবিদ্যাকে উত্তীর্ণ হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইলেন অন্য ব্যক্তিও যে এইরূপ অধ্যাত্ম বিদ্যাকে জানে সেও ধর্ম্মাধর্ম্ম এবং অবিদ্যাকে উত্তীর্ণ হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়।১৮। ইতি কঠোপনিষদি ষষ্ঠী বল্লী সমাপ্তা। দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

পরের মন্ত্র সকল দোষ নিবারণের নিমিত্ত এই উপনিষদের আদিতে এবং অন্তে পাঠ করিতে হয়। সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্তু সহ বীর্য্যং করবাবহৈ। তেজস্বি নাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ।১। উপনিষদের প্রতিপাদ্য যে পরমেশ্বর তেঁহো আমাদের দুই জন অর্থাৎ গুরুশিষ্যকে

একত্র এই আত্মবিদ্যা প্রকাশের দ্বারা রক্ষা করুন, আর আমাদের দুই জনকে একত্র এই বিদ্যার ফল প্রকাশ দ্বারা পালন করুন। আর বিদ্যা জন্য যে সামর্থ্য তাহাকে আমরা দুই জনে একত্র হইয়া নিষ্পন্ন যেন করি. আর বিদ্যা অভ্যাসের দ্বারা আমরা যে দুই তেজস্বী হইয়াছি আমাদের পঠিত বিদ্যাকে পরমেশ্বর সুপঠিত করুন, আর যেন আমরা পরস্পর দ্বেষ না করি। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। তিনবার শান্তির পাঠ সকল দোষ নিবারণের নিমিত্ত হয় আর ওঁকার শব্দ উপনিষদের সমাপ্তির জ্ঞাপক হয়। সমাপ্তিঃ।

ইতি সন ১২২৪ সাল তারিখ ১৬ ভাদ্র।

বাঙ্গালি প্রেষ।

মুণ্ডকোপনিষৎ।

ওঁ তৎসৎ। মুণ্ডকোপনিষৎ ॥ ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা। স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠ-পুত্রায় প্রাহ ॥ ১॥ অথর্ব্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মাথর্ব্বা তাং পুরোবাচাংগিরে ব্রহ্মবিদ্যাং। স ভারদ্বাজায় সত্যবাহায় প্রাহ ভারদ্বাজোঽঙ্গিরসে পরাবরাং ॥ ২ ॥ শৌনকোহ বৈ মহাশালোঽঙ্গিরসং বিধিবদুপসন্নঃ পপ্রচ্ছ। কস্মিন্ন ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি ॥ ৩ ॥ তস্মৈ সহোবাচ। দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ ॥ ৪ ॥ তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥ ৫ ॥ যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদং নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ ॥ ৬ ॥ যথোর্ণ-নাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি। যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বং ॥ ৭ ॥ তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোন্নমভিজায়তে। অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্ম্মসু চামৃতং ॥ ৮ ॥ যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ। তস্মাদেতদ্ব্রহ্ম নাম রূপমন্নং চ জায়তে ॥ ৯ ॥ ইতি প্রথমমুণ্ডকে প্রথমখণ্ডঃ ॥ তদেতৎ সত্যং মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি কবয়ো যান্যপশ্যংস্তানি ত্রেতায়াং বহুধা সন্ততানি। তান্যাচরথ নিয়তং সত্যকামা এষ বঃ পন্থাঃ সুকৃতস্য লোকে ॥ ১ ॥ যদা লেলায়তে হ্যর্চ্চিঃ সমিদ্ধে হব্যবাহনে। তদাজ্যভাগাবন্তরেণাহুতীঃ প্রতিপাদয়েৎ ॥ ২ ॥ যস্যাগ্নিহোত্রমদর্শমপৌর্ণমাসমচাতুর্ম্মাস্যমনাগ্রয়ণ-মতিথিবর্জ্জিতঞ্চ। অহুতমবৈশ্বদেবমবিধিনা হুতমাসপ্তমাংস্তস্য লোকান্ হিনস্তি ॥ ৩ ॥ কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা। স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বাঃ ॥ ৪ ॥ এতেষু যশ্চরতে ভ্রাজমানেষু যথাকালং চাহুতয়োহ্যাদদায়ন্। তন্নয়ন্ত্যেতাঃ সূর্য্যস্য রশ্ময়ো যত্র দেবানাং পতিরেকোধিবাসঃ ॥ ৫ ॥ এহ্যেহীতি তমাহুতয়ঃ সুবর্চ্চসঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভির্যজমানং বহন্তি। প্রিয়াং বাচমভিবদন্ত্যোঽর্চ্চ-য়ন্ত্য এষ বঃ পুণ্যঃ সুকৃতো ব্রহ্মলোকঃ ॥ ৬ ॥ প্লবাহ্যেতে অদৃঢা যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম। এতচ্ছ্রেয়ো যেভিনন্দন্তি মূঢ়া জরামৃত্যুং

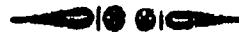
তে পুনরেবাপিয়ন্তি ॥ ৭ ॥ অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতং মন্যমানাঃ। জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ ॥৮॥ অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানা বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ। যৎ কর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাত্তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাঃ চ্যবন্তে ॥ ৯ ॥ ইষ্টাপূর্ত্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ। নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেহনুভূত্বেমং লোকং হীনতরঞ্চাবিশন্তি ॥ ১০ ॥ তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষচর্য্যাং চরন্তঃ। সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি যত্রামৃতঃ স পুরুষোহ্যব্যয়াত্মা ॥ ১১ ॥ পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন। তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং ॥ ১২ ॥ তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়। যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাং ॥ ১৩ ॥ ইতি প্রথমমুণ্ডকে দ্বিতীয়খণ্ডঃ। প্রথমমুণ্ডকং সমাপ্তং ॥ তদেতৎ সত্যং যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ। তথাক্ষরাদ্বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিয়ন্তি ॥ ১ ॥ দিব্যোহ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরোহ্যজঃ। অপ্রাণোহ্যমনাঃ শুভ্রোহ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ ॥ ২ ॥ এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ॥ ৩ ॥ অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্বিবৃতাশ্চ বেদাঃ। বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ॥৪॥ তস্মাদগ্নিঃ সমিধো যস্য সূর্য্যঃ সোমাৎ পর্জন্য ওষধয়ঃ পৃথিব্যাং। পুমান্ রেতঃ সিঞ্চতি যোষিতায়াং বহ্বীঃ প্রজাঃ পুরুষাৎ সংপ্রসূতাঃ ॥ ৫ ॥ তস্মাদৃচঃ সামযজুংষি দীক্ষা যজ্ঞাশ্চ সর্ব্বে ক্রতবো দক্ষিণাশ্চ। সংবৎসরশ্চ যজমানশ্চ লোকাঃ সোমো যত্র পবতে যত্র সূর্য্যঃ ॥ ৬ ॥ তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সংপ্রসূতাঃ সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি। প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ তপশ্চ শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং বিধিশ্চ ॥ ৭ ॥ সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ সপ্তার্চ্চিষঃ সমিধঃ সপ্তহোমাঃ। সপ্ত ইমে লোকা যেষু চরন্তি প্রাণা গুহাশয়া নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত ॥ ৮ ॥ অতঃ সমুদ্রা গিরয়শ্চ সর্ব্বেস্মাৎ স্যন্দন্তে সিন্ধবঃ সর্ব্বরূপাঃ। অতশ্চ সর্ব্বা ওষধয়ো রসশ্চ যেনৈষ ভূতৈস্তিষ্ঠতে হ্যন্তরাত্মা ॥ ৯ ॥ পুরুষ

এবেদং বিশ্বং কর্ম্ম তপো ব্রহ্ম পরামৃতং এতদ্যোবেদ নিহিতং গুহায়াং সোবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সোম্য ॥ ১০ ॥ ইতি দ্বিতীয়মুণ্ডকে প্রথমখণ্ডঃ ॥ আবিঃ সন্নিহিতং গুহাচরন্নাম মহৎ পদমত্রৈতৎ সমর্পিতং। এজৎ প্রাণন্নিমিষচ্চ যদেতজ্‌জানথ সদসদ্বরেণ্যং পরং বিজ্ঞানাদ্‌ যদ্বরিষ্ঠং প্রজানাং ॥১॥ যদর্চ্চিমদ্যদণুভ্যোণু যস্মিন্‌ লোকা নিহিতা লোকিনশ্চ। তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম স প্রাণস্তদু বাঙ্মনঃ। তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তদ্বেদ্ধব্যং সৌম্য বিদ্ধি ॥ ২ ॥ ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং শরং হ্যুপাসানিশিতং সন্ধয়ীত। আয়ম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সৌম্য বিদ্ধি ॥৩॥ প্রণবো ধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে। অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ॥৪॥ অস্মিন্‌ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ। তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ ॥ ৫ ॥ অরা ইব রথনাভৌ সংহতা যত্র নাড্যঃ সএষোন্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ। ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং স্বস্তি বঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৬ ॥ যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্‌যস্যৈষ মহিমা ভুবি দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ। মনোময়ঃ প্রাণশরীবনেতা প্রতিষ্ঠিতোন্নে হৃদয়ং সন্নিধায় তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি ॥ ৭ ॥ ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে ॥ ৮ ॥ হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং। তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্‌যদাত্মবিদো বিদুঃ ॥ ৯ ॥ ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥ ১০ ॥ ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্‌ব্রহ্ম পশ্চাদ্‌ ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ। অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠং ॥ ১১॥ ইতি দ্বিতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়খণ্ডঃ। দ্বিতীয়মুণ্ডকং সমাপ্তং ॥ দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্‌পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি ॥ ১ ॥ সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥ ২ ॥ যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং। তদা বিদ্বান্‌ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥ ৩ ॥ প্রাণো

হ্যেষয়ঃ সর্ব্বভূতৈর্ব্বিভাতি বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী। আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ॥ ৪॥ সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ-আত্মা সম্যক্‌জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যং। অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ম্ময়োহি শুভ্রোয়ং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ॥ ৫॥ সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ। যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানং॥৬॥ বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং সুক্ষ্মাচ্চ তৎ সুক্ষ্মতরং বিভাতি। দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াং॥৭॥ ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দ্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা। জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধ-সত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ॥ ৮॥ এষোণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সম্বিবেশ। প্রাণৈশ্চিত্তং সর্ব্বমোতং প্রজানাং যস্মিন্ বিশুদ্ধে বিভবত্যেষআত্মা॥ ৯॥ যং যং লোকং মনসা সম্বিভাতি বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্। তং তং লোকং জায়তে তাংশ্চ কামাংস্তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চ্চয়েদ্ভূতিকামঃ॥ ১০॥ ইতি তৃতীয়মুণ্ডকে প্রথমখণ্ডঃ॥ সবেদৈতৎ পরমং ব্রহ্ম ধাম যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রং। উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামাস্তে শুক্রমেতদতিবর্ত্তন্তি ধীরাঃ॥১॥ কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ সকামভির্জ্জায়তে তত্র তত্র। পর্য্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনস্তু ইহৈব সর্ব্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ॥ ২॥ নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাং॥ ৩॥ নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন চ প্রমাদা-ত্তপসোবাপ্যলিঙ্গাৎ। এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাংস্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম॥ ৪॥ সংপ্রাপ্যৈনমৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্র-শান্তাঃ। তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি॥৫॥ বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাসযোগাদ্যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ। তে ব্রহ্ম-লোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে॥ ৬॥ গতাঃ কলাঃ পঞ্চ-দশ প্রতিষ্ঠা দেবাশ্চ সর্ব্বে প্রতিদেবতাসু। কর্ম্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা পরেঽব্যয়ে সর্ব্বএকীভবন্তি॥ ৭॥ যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়। তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষ-মুপৈতি দিব্যং॥ ৮॥ স যোহ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।

নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি। তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহাগ্রন্থি-ভ্যো বিমুক্তোমৃতো ভবতি ॥ ৯ ॥ তদেতদৃচাভ্যুক্তং ক্রিয়াবন্তঃ শ্রোত্রিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ। স্বয়ং জুহ্বতে একর্ষিং শ্রদ্ধয়ন্তঃ তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত শিরোব্রতং বিধিবদ্যৈস্তু চীর্ণং ॥ ১০ ॥ তদেতৎ সত্যমৃষিরঙ্গিরাঃ পুরোবাচ নৈতদচীর্ণব্রতোধীতে। নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ॥১১॥ ইতি তৃতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়খণ্ডঃ ॥ মুণ্ডকং সমাপ্তং ॥

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুযাম দেবা ভদ্রং পশ্যেম অক্ষভির্যজত্রাঃ। স্থিরৈ-রঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ ॥ মুণ্ডকোপনিষৎ সমাপ্তা ॥



॥ ওঁতৎসৎ ॥ মুণ্ডকোপনিষৎ ॥

সকল জগতের সৃষ্টি এবং পালনের প্রয়োজ্য কর্ত্তা ও সকল দেবতার প্রধান যে ব্রহ্মা তেঁহ স্বয়ং উৎপন্ন হয়েন সেই ব্রহ্মা সকল বিদ্যার আশ্রয় যে ব্রহ্মবিদ্যা তাহা অথর্ব্বনামে আপন জ্যেষ্ঠ পুত্রকে উপদেশ করিয়াছিলেন। ১। যে বিদ্যার উপদেশ ব্রহ্মা অথর্ব্বাকে করিয়াছিলেন অথর্ব্বা সেই ব্রহ্মবিদ্যাকে অঙ্গির নামে ঋষিকে পূর্ব্বে উপদেশ করেন। সেই অঙ্গির ভরদ্বাজের বংশজাত যে সত্যবাহ তাঁহাকে ওই বিদ্যা কহি-লেন এই প্রকারে পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্রেষ্ঠ হইতে পর পর কনিষ্ঠেতে উপদিষ্ট যে সেই ব্রহ্মবিদ্যা তাহা ভারদ্বাজ অঙ্গিরসকে উপদেশ করেন। ২। পরে মহাগৃহস্থ শৌনক যথাবিধান ক্রমে অঙ্গিরসের নিকট গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে হে ভগবান্ এমৎরূপ কি কোনো এক বস্তু আছেন যে তাঁহাকেই জানিলে সমুদায় বিশ্বকে জানাযায়। ৩। শৌনককে অঙ্গিরস উত্তর করিলেন। বিদ্যা দুই প্রকার হয় ইহা জানিবে যাহা বেদার্থবিজ্ঞ পরমার্থদর্শী ব্যক্তিরা নিশ্চিতরূপে কহেন তাহার প্রথম পরা বিদ্যা দ্বিতীয় অপরা বিদ্যা। ৪। তাহাতে ঋক্‌বেদ যজুর্বেদ সাম-বেদ অথর্ব্ববেদ আর শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দ জ্যোতিষ অপরা বিদ্যা হয়। আর পরা বিদ্যা তাহাকে কহি যাহার দ্বারা সেই অবিনাশি

ব্রহ্মের প্রাপ্তি হয়। ৫। সেই যে ব্রহ্ম তেঁহো অদৃশ্য অর্থাৎ চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগোচর হয়েন অগ্রাহ্য অর্থাৎ বাক্ প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অপ্রাপ্য এবং গোত্র রহিত ও শুক্লকৃষ্ণাদি গুণ রহিত ও চক্ষুকর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় রহিত এবং হস্তপাদ প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয় রহিত বিনাশশূন্য আর যিনি আব্রহ্মস্থাবরান্ত জগৎ স্বরূপ হইয়া আছেন ও সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছেন আর তেহোঁ অতি সূক্ষ্ম এবং ব্যয়রহিত হয়েন আর সকল ভূতের কারণ করিয়া যাঁহাকে বিবেকি ব্যক্তিরা জানিতেছেন অর্থাৎ এইরূপ অবিনাশি ব্রহ্মকে যে বিদ্যার দ্বারা জানাযায় তাহার নাম পরাবিদ্যা। ৬। যেমন মাকড়ষা অন্য কাহাকে সহায় না করিয়া আপন হইতে সূত্রের সৃষ্টিকরে ও পুনরায় গ্রহণ করে অর্থাৎ শরীরের সহিত এক করিয়া লয় আর যেমন পৃথিবী হইতে ব্রীহি যব ও গোধূম প্রভৃতি জন্মে আর যেমন জীবন্ত মনুষ্যের দেহ হইতে কেশলোমাদির উৎপত্তি হয় তাহার ন্যায় এই সংসারে সমুদায় বিশ্ব সেই অবিনাশি ব্রহ্ম হইতে জন্মিতেছে। ৭। সৃষ্টি বিষয়ের জ্ঞানেতে ব্রহ্ম পরিপূর্ণ হয়েন তখন সেই জ্ঞানে পরিপূর্ণ যে অবিনাশি ব্রহ্ম তাঁহা হইতে অব্যাকৃত অর্থাৎ জগতের সাধারণ কারণ সূক্ষ্ম রূপে উৎপন্ন হয় পরে সেই অব্যাকৃত হইতে প্রাণ অর্থাৎ অবিদ্যা বাসনা কর্ম্ম ইত্যাদির কারণ এবং সমুদায় জীব স্বরূপ যে হিরণ্যগর্ভ তেঁহ উৎপন্ন হয়েন পরে ঐ হিরণ্যগর্ভ হইতে সংকল্প বিকল্পরূপ মনের জন্ম হয় আর ঐ মন হইতে আকাশাদি পঞ্চভূতের উৎপত্তি হয় তাহা হইতে ক্রমে ভূরাদি সপ্ত লোকের জন্ম হয় সেই লোকেতে মনুষ্যাদিব বর্ণাশ্রমাদিক্রমে কর্ম্ম সকল জন্মে আর ঐ কর্ম্ম হইতে বহুকালস্থায়ি ফলের সৃষ্টি হয়। ৮। যিনি সামান্য রূপে সকলকে জানিতেছেন এবং বিশেষ রূপে সকলকে জানেন আর যাঁহার জ্ঞান মাত্র তাবৎ সৃষ্টির উপায় হইয়াছে সেই অবিনাশি ব্রহ্ম হইতে এই ব্রহ্মা অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ আর নাম রূপ এবং অন্ন অর্থাৎ ব্রীহিযবাদি সকল জন্মিতেছে। ৯। ইতি প্রথম মুণ্ডকে প্রথম খণ্ডঃ।

যে সকল অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মকে বশিষ্ঠাদি পণ্ডিতেরা বেদে দেখিয়াছেন তাহা সকল সত্য অর্থাৎ সাঙ্গরূপে অনুষ্ঠান করিলে অবশ্য ফলদায়ক হয়।

আর হোতা উদ্গাতা অধ্বর্য্যু এই তিন ঋত্বিকের দ্বারা সেই সকল কর্ম্ম বাহুল্যরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সেই সকল অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মকে তোমরা যথোক্ত ফলের কামনা পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিতে থাকহ কর্ম্মফল স্বর্গাদি ভোগের নিমিত্ত তোমাদের এই এক পথ আছে। ১। অগ্নি উত্তম রূপে প্রজ্বলিত হইলে যখন শিখা সকল লেলায়মান হয় তখন হোমের স্থান যে সেই শিখার মধ্যদেশ তাহাতে দেবোদ্দেশে আহুতি প্রক্ষেপ করিবেক। ২। যে ব্যক্তির অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম অমাবস্যা যাগে এবং পৌর্ণমাসী যাগে রহিত হয় আর চাতুর্মাস্য কর্ম্মে বর্জ্জিত হয় আর শরৎ ও বসন্ত কালে নূতন শস্য হইলে যে যজ্ঞ করিতে হয় তাহার অনুষ্ঠান যে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মে না করে এবং অতিথি সেবা রহিত হয় ও মুখ্যকালে অনুষ্ঠিত না হয় আর বৈশ্বদেব কর্ম্মে বর্জ্জিত হয় কিম্বা অযথা শাস্ত্র কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে এইরূপ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম ঐ যাগ কর্ত্তার সপ্তলোককে নষ্ট করে অর্থাৎ কর্ম্মের দ্বারা যে ভূবাদি সপ্তলোককে সে প্রার্থনা করিত তাহা প্রাপ্ত হয় না কেবল পরিশ্রম মাত্র হয়। ৩। কালী করালী মনোজবা সুলোহিতা সুধূম্রবর্ণা স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী এই সাত প্রকার অগ্নির জিহ্বা আহুতি গ্রহণের নিমিত্ত লেলায়মান হয়। ৪। যে ব্যক্তি এই সকল অগ্নির জিহ্বা প্রকাশমান হইলে বিহিতকালে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে সে ব্যক্তিকে ঐ যজমানের অনুষ্ঠিত যে আহুতি সকল তাহারা সূর্য্য রশ্মির দ্বারা সেই স্থানে লইয়া যান যেখানে দেবতাদের পতি যে ইন্দ্র তেঁহ শ্রেষ্ঠরূপে বাস করেন। ৫। সেই দীপ্তিমন্ত আহুতি সকল আগচ্ছ আগচ্ছ কহিয়া ঐ যজ্ঞ কর্ত্তাকে আহ্বান করেন আর প্রিয়বাক্য কহেন এবং পূজা করেন আর কহেন যে উত্তমধাম এই স্বর্গ তোমাদের সুকৃত কর্ম্মের ফল হয় এপ্রকার কহিয়া সূর্য্য রশ্মির দ্বারা যজমানকে লইয়া যান। ৬। অষ্টাদশাঙ্গ যে জ্ঞানহীন যজ্ঞরূপ কর্ম্ম তাহা সকল বিনাশী হয় এই বিনাশী কর্ম্মকে যে সকল মূঢ় ব্যক্তি শ্রেয় করিয়া জানে তাহারা ফল ভোগের পর পুনঃ পুনঃ জন্ম জরা মৃত্যুকে প্রাপ্তহয়। ৭। আর যে সকল ব্যক্তি আপনারা অজ্ঞান রূপ কর্ম্মকাণ্ডে মগ্ন হইয়া অভিমান করে যে আমরা জ্ঞানী এবং পণ্ডিত হই সেই মূঢ়েরা পুনঃ পুনঃ জন্ম

জরা মরণাদি দুঃখে পীড়িত হইয়া ভ্রমণ করে যেমন এক অন্ধকে অবলম্বন করিয়া অন্য অন্ধ সকল গমন করে অর্থাৎ পথে নানাপ্রকারে ক্লেশ পায় । ৮ । যে সকল ব্যক্তি অজ্ঞান রূপ কর্ম্ম কাণ্ডের অনুষ্ঠানে বহু প্রকারে নিযুক্ত থাকিয়া কহে যে আমরাই কৃতকার্য্য হই সে সকল অজ্ঞানি কর্ম্ম ফলের বাসনাতে অন্ধ হইয়া ব্রহ্ম তত্ত্বকে জানিতে পারে না অতএব সেই সকল ব্যক্তি কর্ম্ম ফলের ক্ষয় হইলে দুঃখে মগ্ন হইয়া স্বর্গ হইতে চ্যুত হয় । ৯ । অতি মূঢ় যে সকল লোক শ্রুত্যুক্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম আর স্মৃতিতে উক্ত যে কূপোৎসর্গ প্রভৃতি কর্ম্ম তাহাকেই পরমার্থসাধন ও শ্রেষ্ঠ করিয়া মানে আর কহে যে ইহা হইতে পুরুষার্থসাধন আর নাই সেই সকল ব্যক্তি কর্ম্ম ফল ভোগের আয়তন যে স্বর্গ তাহাতে ফল ভোগ করিয়া শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে এই মনুষ্যলোককে কিম্বা ইহা হইতে হীন লোককে অর্থাৎ পশ্বাদি ও বৃক্ষাদি দেহকে প্রাপ্ত হয় । ১০ । বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী ব্যক্তি যাহারা জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া ইন্দ্রিয়ের দমন পূর্ব্বক বনেতে ভিক্ষাচরণ করিয়া বর্ণাশ্রম বিহিত কর্ম্ম ও হিরণ্যগর্ভাদির উপাসনা করেন এবং জ্ঞাননিষ্ঠ গৃহস্থ যাহারা ঐ রূপে উপাসনা ও তপস্যা করে তাঁহারা পুণ্য পাপ রহিত হইয়া উত্তর পথের দ্বারা সেই সর্ব্বোত্তম স্থানে যান যেখানে প্রলয় পর্য্যন্ত স্থায়ী যে অমর হিরণ্যগর্ভ পুরুষ অবস্থিতি করেন ।১১। কর্ম্ম জন্য যে সকল স্বর্গাদি লোক তাহার অস্থিরতা ও দোষগুণ পরীক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণ তাহাতে বৈরাগ্য করিবেন যেহেতু তেঁহ বিবেচনা করিবেন যে ইহ সংসারে ব্রহ্ম ভিন্ন অকৃত বস্তু অর্থাৎ নিত্য বস্তু আর নাই এবং অনিত্য বস্তুর দ্বারা নিত্য ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইতে পারেন না তবে আয়াসযুক্ত কর্ম্মে আমার কি প্রয়োজন আছে এই প্রকারে বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া সেই পরম তত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত হস্তে সমিৎ লইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ বেদজ্ঞ গুরুর নিকট যাইবেন । ১২ । সেই বিদ্বান গুরু এই প্রকারে অনুগত এবং দর্পাদি দোষ রহিত ও ইন্দ্রিয় দমনশীল যে সেই শিষ্য তাহাকে যে প্রকারে সেই অক্ষর পর ব্রহ্মকে জানিতে পারে সেইরূপে ব্রহ্ম বিদ্যার উপদেশ যথার্থ মতে করিবেন । ইতি প্রথম মুণ্ডকং ।

পরা বিদ্যার বিষয় যে সেই অবিনাশি ব্রহ্ম তেঁহ কেবল পরমার্থত

সত্য হয়েন। যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে অগ্নির সমান রূপ সহস্র ২ স্ফুলিঙ্গ সকল নির্গত হয় তাহার ন্যায় হে প্রিয়শিষ্য সেই অবিনাশি ব্রহ্ম হইতে নানা প্রকার জীব সকল উৎপন্ন হয় এবং পরে তাঁহাতেই লীন হয়। ১। ব্রহ্ম অলৌকিক হয়েন এবং মূর্ত্তিরহিত ও পরিপূর্ণ হয়েন আর বাহ্যেতে ও অন্তরেতে সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছেন ও জন্মরহিত আর প্রাণাদি বায়ু ও মনঃ প্রভৃতি ইহা সকল ব্রহ্মেতে নাই অতএব তেঁহ নির্ম্মল হয়েন আর স্বভাব অর্থাৎ জগতের সূক্ষ্মাবস্থারূপ যে অব্যাকৃত তাহা হইতে ব্রহ্ম শ্রেষ্ঠ হয়েন। ২। হিরণ্যগর্ভ এবং মন ও সকল ইন্দ্রিয় আর তাহাদের বিষয় এবং আকাশ বায়ু জ্যোতি জল আর বিশ্বের ধারণ-কর্ত্রী পৃথিবী ইহাঁরা সকল সেই ব্রহ্ম হইতে জন্মিয়াছেন। ৩। স্বর্গ যাঁহার মস্তক আর চন্দ্র সূর্য্য যাঁহার দুই চক্ষু হয়েন দিক্ সকল কর্ণ আর যাঁহার প্রসিদ্ধ বাক্য বেদ হয়েন এবং বায়ু যাঁহার প্রাণ আর এই বিশ্ব যাঁহার মন আর পৃথিবী যাঁহার পা হয়েন অতএব তেঁহো সকল ভূতের অন্তরাত্মারূপে আছেন। ৪। সূর্য্য যাহাকে প্রকাশ করেন এমৎরূপ স্বর্গ সেই ব্রহ্মহইতে জন্মিয়াছেন আর ঐ স্বর্গেতে উৎপন্ন যে সোমরস তাহা হইতে মেঘের জন্ম হয় সে মেঘ হইতে ভূমিতে ব্রীহিযবাদি জন্মে আর ঐ ব্রীহিযবাদি ভক্ষণ করিয়া পুরুষেরা স্ত্রীতে রেতঃসেক করে এই প্রকারে জন্মিতেছে যে বহুবিধ প্রজা তাহাও সেই পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন হইতেছে। ৫। সেই পুরুষ হইতে ঋক্ সাম যজু এই তিন প্রকার বৈদিক মন্ত্র আর মেখ-লাদি ধারণরূপ নিয়ম ও অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ এবং ক্রতু অর্থাৎ পশুবন্ধনার্থ যূপবিশিষ্ট যে যজ্ঞ আর দক্ষিণা ও কর্ম্মের অঙ্গ সম্বৎসরাদি কাল আর কর্ম্মকর্ত্তা যজমান এবং কর্ম্মফল স্বর্গাদি লোক জন্মিতেছে যে লোক সকলকে চন্দ্র কিরণ দ্বারা পবিত্র করেন আর সূর্য্য যাহাতে রশ্মি দেন। ৬। বসু রুদ্র আদিত্যাদি দেবতা সকল সেই পরমেশ্বর হইতে জন্মিয়াছেন আর সাধ্যগণ ও মনুষ্যগণ এবং পশুপক্ষি ও প্রাণ এবং অপানবায়ু আর ব্রীহিযব এবং তপস্যা শ্রদ্ধা সত্য ব্রহ্মচর্য্য এবং বিধি ইহা সকল সেই পরমেশ্বর হইতে জন্মিয়াছেন। ৭। আর মস্তক সম্বন্ধি সাত ইন্দ্রিয় সেই পরব্রহ্ম হইতে হইয়াছেন এবং আপন আপন বিষয়েতে তাহাদের সাত

প্রকার স্ফূর্ত্তি ও রূপাদি সাত প্রকার বিষয় আর ঐ বিষয় ভেদে সাত প্রকার জ্ঞান আর সাত ইন্দ্রিয়ের স্থান যাহাতে প্রতি প্রাণি ভেদে ইন্দ্রিয় সকল নিদ্রাকাল ব্যতিরিক্ত স্থিতি করে ইহা সকল সেই ব্রহ্ম হইতে জন্মিতেছে।৮। আর সেই পরমাত্মা হইতে সমুদ্র সকল পর্ব্বত সকল জন্মিয়াছে আর গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি নদী সকল জন্মিয়াছেন আর সর্ব্ব প্রকারে ব্রীহিযব প্রভৃতি ও তাহার মধুরাদি ছয় প্রকার রস যে রসের দ্বারা পাঞ্চভৌতিক স্থূল শরীরের মধ্যে লিঙ্গশরীর অবস্থিত হইয়া আছে তাহা সকল সেই অক্ষর পর ব্রহ্ম হইতে জন্মিয়াছে।৯। কর্ম্ম তপস্যা ও তাহার ফল ইত্যাদিরূপ যে বিশ্ব তাহা সেই ব্রহ্মাত্মক হয় সেই ব্রহ্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং অবিনাশী হয়েন যে ব্যক্তি সেই ব্রহ্মকে হে প্রিয়শিষ্য হৃদয়ে চিন্তন করে সে গ্রন্থির ন্যায় দৃঢ় যে অবিদ্যা বাসনা তাহাকে ছিন্ন করে অর্থাৎ সে ব্যক্তি মুক্ত হয়। ইতি দ্বিতীয় মুণ্ডকে প্রথম খণ্ডঃ।

সেই ব্রহ্ম সকল প্রাণির হৃদয়ে আবির্ভূত রূপে অন্তঃস্থ হইয়া আছেন অতএব তাঁহার নাম গুহাচর অর্থাৎ সকল প্রাণির হৃদয়েতে চরেন এবং তেঁহ সকল হইতে মহৎ ও সর্ব্ব পদার্থের আশ্রয় হয়েন আর সচল পক্ষি প্রভৃতি ও প্রাণাপানাদি বিশিষ্ট মনুষ্য পশু প্রভৃতি আর নিমেষাদি ক্রিয়া বিশিষ্ট যে সকল জীব ও নিমেষশূন্য জীব ইহারা সকলেই সেই পরমেশ্বরেতে অর্পিত হইয়া আছেন এইরূপে সকলের আশ্রয় ও স্থূল সূক্ষ্মময় জগতের আধার এবং সকলের প্রার্থনীয় তেহোঁ হয়েন ও প্রজাদিগের জ্ঞানের অগোচর ও সকলের শ্রেষ্ঠ যে সেই ব্রহ্ম তাঁহাকে জানহ অর্থাৎ তেঁহই আমাদের অন্তর্যামি হয়েন। ১। যিনি দীপ্তি বিশিষ্ট আর সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম এবং স্থূল হইতেও স্থূল আর ভূরাদি সপ্ত লোক এবং ঐ লোকনিবাসী মনুষ্য দেবাদি ইহারা সকল যাহাতে অবস্থিত আছেন এইরূপে যিনি সকলের আশ্রয় তেঁহ সেই অবিনাশী ব্রহ্ম এবং তেঁহ প্রাণ ও সকল ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় হয়েন অর্থাৎ প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের অন্তরে যে চৈতন্য তেঁহ তৎস্বরূপ হয়েন;যে ব্রহ্ম প্রাণাদির অন্তরে চৈতন্য রূপে আছেন তেঁহই কেবল সত্য অব্যয় এবং তাঁহাতেই চিত্তের সমাধি কর্ত্তব্য হয় অতএব হে প্রিয় শিষ্য তুমি সেই ব্রহ্মতে চিত্তের সমাধি করহ। ২

উপনিষদে উক্ত যে মহাস্ত্ররূপ ধনুক তাহাকে গ্রহণ করিয়া উপাসনার দ্বারা শাণিত শরকে ঐ ধনুকেতে যোগ করিবেক তুমি সেইরূপে পরমেশ্বরে অর্পিত যে মন তাহার সহিত ইন্দ্রিয় সকলকে আকর্ষণ করিয়া লক্ষ যে সেই অবিনাশি ব্রহ্ম তাঁহাকে বিদ্ধ করহ। ৩। এস্থলে প্রণব ধনুঃস্বরূপ হয়েন আর জীবাত্মা শরস্বরূপ আর লক্ষ সেই ব্রহ্ম হয়েন অতএব প্রমাদ-শূন্য চিত্তের দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া শর যেরূপ লক্ষে বিদ্ধ হইয়া মিলিত হয় তাহার ন্যায় জীবাত্মাকে ব্রহ্মের সহিত ঐক্য করিবেক। ৪। স্বর্গ পৃথিবী আকাশ আর সকল ইন্দ্রিয়ের সহিত মন যে ব্রহ্মতে সমর্পিত হইয়া আছেন সেই এক এবং সকলের আত্মা স্বরূপ যে ব্রহ্ম তাঁহাকেই কেবল তোমরা জানহ আর কর্ম্ম জাল যে অন্য বাক্য তাহা পরিত্যাগ করহ যেহেতু সেই আত্মজ্ঞান কেবল মোক্ষ প্রাপ্তির দ্বার হইয়াছেন। ৫। যেমন রথচক্রের নাভিতে অর্থাৎ চক্রের মধ্যস্থিত কাষ্ঠেতে চতুঃপার্শ্ববর্ত্তি কাষ্ঠ সকল সংলগ্ন হইয়া আছে তাহার ন্যায় যে হৃদয়েতে শরীরব্যাপি নাড়ী সকল সংলগ্ন আছে সেই হৃদয়ের মধ্যে অহঙ্কারাদির আশ্রয় এবং শ্রবণ দর্শন চিন্তনাদি উপাধি ধর্ম্মবিশিষ্ট হইয়া পরব্রহ্ম অবস্থিত আছেন সেই আত্মাকে ওঁকারের অবলম্বন করিয়া চিন্তা করহ (শিষ্যের প্রতি গুরুর আশীর্ব্বাদ এই) যে অজ্ঞানরূপ অন্ধকার সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রাপ্তির নিমিত্ত তোমাদের বিঘ্ন দূর হউক। ৬। যিনি সামান্যরূপে সকলকে জানিতেছেন এবং বিশেষরূপে সকলকে জানেন ও যাঁহার শাসনে নানাবিধ নিয়ম রূপ মহিমা পৃথিবীতে বিখ্যাত আছে সেই আত্মা দীপ্তিবিশিষ্ট যে হৃদয়স্থিত শূন্য তাহাতে অবস্থিত আছেন এবং মনোময় হয়েন ও স্থূল শরীরের হৃদয়ে সন্নিধান পূর্ব্বক প্রাণ ও সূক্ষ্ম শরীরকে অন্যত্র চালন করিতেছেন। আনন্দ স্বরূপ অবি-নাশি এবং স্বয়ং প্রকাশিত হয়েন যে সেইআত্মা তাঁহাকে বিবেকি ব্যক্তিরা শাস্ত্র ও গুরূপদিষ্ট জ্ঞানের দ্বারা পরিপূর্ণরূপে সর্ব্বত্র জানিতেছেন। ৭। কারণ স্বরূপে শ্রেষ্ঠ আর কার্য্য রূপে ন্যূন যে সেই সর্ব্বস্বরূপ আত্মা তাঁহাকে জানিলে হৃদয়ের গ্রন্থি অর্থাৎ গ্রন্থির ন্যায় দৃঢ় যে বুদ্ধিস্থিত অজ্ঞান জন্য বাসনা তাহা নষ্ট হয়। আর সর্ব্বপ্রকার সংশয়ের ছেদ হয়

আর ঐ জ্ঞানি ব্যক্তির শুভাশুভ কর্ম্মের ক্ষয় হয়। ৮। অবিদ্যাদি দোষ রহিত এবং অবয়ব শূন্য অতএব নির্ম্মল আত্মা প্রকাশ স্বরূপ যে সূর্য্যাদি তাঁহাদের প্রকাশক ও সকলের আত্মা স্বরূপ তেঁহ জ্যোতির্ম্ময় কোষ অর্থাৎ হৃদয়ের মধ্যে অবস্থিতি করেন তাঁহাকে এরূপে যাঁহারা জানিতেছেন তাঁহারাই যথার্থ জানেন। ৯। সূর্য্য সেই ব্রহ্মের প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়েন না এবং চন্দ্র তারা ও এই সকল বিদ্যুৎ ইহারাও ব্রহ্মের প্রকাশক নহেন সুতরাং অগ্নি কি প্রকারে তাঁহার প্রকাশক হইবেন আর ওই সমুদায় যে প্রকাশিত হইতেছে তাহাকে স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্মের পশ্চাৎ প্রকাশিত জানিবে এবং সেই ব্রহ্মের প্রকাশ দ্বারা সূর্য্যচন্দ্রাদি এই জগতে দীপ্তি বিশিষ্ট হইতেছেন। ১০। সম্মুখে স্থিত যে এই জগৎ তাহাতে ঐ অবিনাশি ব্রহ্মই ব্যাপ্ত হয়েন এইরূপ পশ্চাৎ ভাগে ও দক্ষিণ ভাগে আর উত্তর ভাগে এবং অধোদিকে ও ঊর্দ্ধদিকে ব্রহ্মই কেবল ব্যাপ্ত হইয়া আছেন আর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেই ব্রহ্ম এসমুদায় বিশ্বরূপ হয়েন অর্থাৎ নামরূপ মাত্র বিকার সকল মিথ্যা ব্রহ্ম কেবল সত্য হয়েন। ইতি দ্বিতীয় মুণ্ডকং সমাপ্তং।

সর্ব্বদা সহবাসি এবং সমান ধর্ম্ম এমৎরূপ দুই পক্ষী অর্থাৎ জীবাত্মা আর পরমাত্মা শরীররূপ এক বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া আছেন তাহার মধ্যে এক যে জীবাত্মা তেঁহ নানাবিধ স্বাদুযুক্ত কর্ম্ম ফলের ভোগ করেন আর অন্য যে পরমাত্মা তেঁহ ফল ভোগ না করিয়া কেবল সাক্ষীরূপে দর্শন মাত্র করেন। ১। জীবাত্মা ঐ শরীররূপ বৃক্ষের সহিত মগ্ন হইয়া দীনতাপ্রযুক্ত অজ্ঞানে মোহিত হইয়া শোক প্রাপ্ত হইতেছেন কিন্তু যে সময়ে জগতের নিয়ন্তা ও সকলের সেব্য পরমাত্মাকে এবং এই জগৎ স্বরূপ তাঁহার মহিমাকে জানেন সে সময়ে জ্ঞান দ্বারা পুনরায় শোক প্রাপ্ত হয়েন না। ২। যখন সেই সাধক ব্যক্তি স্বয়ং প্রকাশ এবং জগতের কর্ত্তা আর হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি স্থান সর্ব্বব্যাপী যে ঈশ্বর তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জানেন তখন ঐ জ্ঞানিব্যক্তি পুণ্য পাপের পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্লেশ রহিত হইয়া পরমসমতা অর্থাৎ অদ্বয় ভাবকে প্রাপ্ত হয়েন। ৩। এবং সর্ব্বভূতস্থ হইয়া বিবিধ প্রকারে প্রকাশ পাইতেছেন যে

সেই পরমাত্মা তাঁহাকে জানিয়া ঐ জ্ঞানি ব্যক্তি কাহাকে অতিক্রম করিয়া কহেন না অর্থাৎ দ্বৈতভাব ত্যাগ করেন। বৈরাগ্যাদি বিশিষ্ট যে ঐ সাধক তাঁহার কেবল আত্মাতেই ক্রীড়া এবং প্রীতি হয় অর্থাৎ বাহ্য বিষয়ে প্রীতি থাকে না এইরূপ যে জ্ঞানি সে সকল ব্রহ্মজ্ঞানির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়। ৪। সর্ব্বদা সত্য কথন আর ইন্দ্রিয় দমন ও চিত্তের একাগ্রতা এবং সম্যক্ প্রকার বুদ্ধি আর ব্রহ্মচর্য্য এই সকল সাধনের দ্বারা সেই আত্মার লাভ হয় যিনি শরীরের মধ্যে অর্থাৎ হৃদয়াকাশে জ্যোতির্ম্ময় এবং নির্ম্মল রূপে অবস্থিত আছেন এবং কাম ক্রোধাদি রহিত যত্নশীল ব্যক্তিরা যাঁহার উপলব্ধি করিতেছেন। ৫। সত্যবান্ যে ব্যক্তি তাহারি জয় অর্থাৎ কর্ম্মসিদ্ধি হয় মিথ্যাবাদির জয় কদাপি না হয় আর সত্যবাদির প্রতি দেবযানাখ্যেয় পথ তাহা অনাবৃতদ্বার হইয়া আছে যে পথের দ্বারা দম্ভাহঙ্কার রহিত এবং স্পৃহা শূন্য ঋষি সকল সেই স্থানে আরোহণ করেন যেখানে সত্যের দ্বারা প্রাপ্য সেই পরম তত্ত্ব আছেন।৬। সেই ব্রহ্ম সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হয়েন আর তেঁহ স্বয়ং প্রকাশ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ্য নহেন অতএব তাঁহার স্বরূপ চিন্তার যোগ্য নহে তেঁহ সূক্ষ্মবস্তু যে আকাশাদি তাহা হইতেও অতি সূক্ষ্ম হয়েন অথচ সর্ব্বত্র তেঁহ প্রকাশিত হয়েন আর অজ্ঞানির সম্বন্ধে দূর হইতেও অতি দূরে আছেন আর জ্ঞানির অতি নিকটে তেঁহ আছেন আর চেতনাবন্ত প্রাণিদের হৃদয়েতে অবস্থিতি করিতেছেন জ্ঞানিরা তাঁহাকে এইরূপে উপলব্ধি করেন। ৭। সেই আত্মা চক্ষুঃদ্বারা দৃশ্য নহেন এবং বাক্য ও বাক্যভিন্ন ইন্দ্রিয় ইহাদেরো গ্রাহ্য নহেন এবং তপস্যা ও অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞেয় নহেন কিন্তু যখন জ্ঞানের প্রসন্নতা হইয়া নির্ম্মলান্তঃকরণ হয় তখন সর্ব্বোপাধি রহিত পরমাত্মাকে সর্ব্বদা চিন্তন পূর্ব্বক তাঁহাকে জানিতে পারে। ৮। যে শরীরে প্রাণবায়ু প্রাণাপানাদি ভেদে পাঁচ প্রকার হইয়া প্রবেশ করিয়াছেন সেই শরীরের হৃদয়েতে এই সূক্ষ্ম আত্মা সেই চিত্তের দ্বারা জ্ঞেয় হয়েন আর প্রজাদের ইন্দ্রিয়ের সহিত সর্ব্ব প্রকার চিত্তকে যে আত্মা চৈতন্যরূপে ব্যাপিয়া আছেন তেহোঁ রাগ দ্বেষাদি রহিত চিত্ত হইলে হৃদয়েতে স্বয়ং প্রকাশ হয়েন। ৯। এইরূপ নির্ম্মলান্তঃকরণ আত্মজ্ঞানী

কি আপনার নিমিত্ত কি অন্যের নিমিত্ত পিতৃলোক স্বর্গলোক প্রভৃতি যে যে লোককে মনেতে সংকল্প করেন আর যে যে ভোগ্য বিষয়কে প্রার্থনা করেন তেঁহ সেই লোককে এবং সেই সেই ভোগ্য বিষয়কে প্রাপ্ত হয়েন অতএব ঐশ্বর্য্যের আকাঙ্ক্ষি ব্যক্তি আত্মজ্ঞানির পূজা করিবেক ॥ ১০ ॥ ইতি তৃতীয় মুণ্ডকে প্রথম খণ্ডঃ ॥

সকল কামনার আশ্রয় ও সমস্ত জগতের আধার এবং নিরুপাধি হইয়া আপন দীপ্তির দ্বারা প্রকাশিত যে এই ব্রহ্ম তাঁহাকে জ্ঞানি ব্যক্তি জানিতেছেন যে সকল লোকে নিষ্কাম হইয়া সেই আত্ম জ্ঞানির পূজা করে তাহারা শরীরের কারণ যে এই শুক্র তাহাকে অতিক্রম করে অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম তাহাদের হয় না। ১। যে ব্যক্তি কাম্য বিষয় স্বর্গ ও পুত্র-পশ্বাদির বিবিধ গুণকে চিন্তা করিয়া সে সকল বস্তুকে প্রার্থনা করে সে ব্যক্তি তাদৃশ কামনাতে বেষ্টিত হইয়া সেই সেই বিষয় ভোগের নিমিত্ত জন্ম গ্রহণ করে আর যে ব্যক্তি অবিদ্যাদি হইতে পৃথক্ করিয়া আত্মাকে জানিয়া তন্নিষ্ঠ হয় সুতরাং সর্ব্বতোভাবে কাম্য বিষয়েতে তাহার স্পৃহা থাকে না এসংরূপ ব্যক্তির শরীর বিদ্যমান থাকিতেই সকল কামনার নিবৃত্তি হয়। ২। এই আত্মা বহু বেদের অধ্যয়ন দ্বারা কিম্বা গ্রন্থের অভ্যাস দ্বারা কি বহুবিধ উপদেশ শ্রবণ দ্বারা প্রাপ্ত হয়েন না কিন্তু বিদ্বান ব্যক্তি তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত যে প্রার্থনা করেন সেই প্রার্থনার দ্বারা তাঁহার লাভ হয় এবং সেই আত্মা ঐ ব্যক্তির সম্বন্ধে আপন স্বরূপকে স্বয়ং প্রকাশ করেন। ৩। নিষ্ঠাহীন ব্যক্তিদের লভ্য পরমাত্মা নহেন এবং বিষয়াসক্তি জন্য অনবধানতার দ্বারা ও বিবেক শূন্য কেবল জ্ঞানের দ্বারা লভ্য নহেন কিন্তু এই সকল উপায় দ্বারা যে বিবেকি ব্যক্তি তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত যত্ন করেন সেই ব্যক্তির জীবাত্মা পরব্রহ্মে লীন হয়। ৪। রাগাদি দোষ শূন্য ইন্দ্রিয় দমনশীল এবং জীবকে পরমাত্মা স্বরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন যে ঋষি সকল তাঁহারা এই আত্মাকে জানিয়া কেবল ঐ জ্ঞানের দ্বারা তৃপ্ত হইয়াছেন এবং সমাধিনিষ্ঠচিত্ত যে ঐ জ্ঞানি সকল তাঁহারা সর্ব্বব্যাপি পরমাত্মাকে সর্ব্বত্র জানিয়া দেহ ত্যাগ সময়ে অবিদ্যাকৃত সর্ব্ব প্রকার উপাধিকে

পরিত্যাগ করিয়া মুক্ত হইয়াছেন। ৫। যে সকল যত্নশীল ব্যক্তি বেদান্ত জন্য জ্ঞানের দ্বারা নিশ্চিতরূপে পরমাত্মাতে নিষ্ঠা করেন, আর সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্ম নিষ্ঠার দ্বারা নির্ম্মল হইয়াছে অন্তঃকরণ যাঁহাদের তাঁহারা অন্যাপেক্ষা উত্তম মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে অবিনাশি ব্রহ্ম স্বরূপ হইয়া মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন। ৬। দেহের কারণ যে প্রাণ ইন্দ্রিয প্রভৃতি পঞ্চদশ অংশ তাহারা আপন আপন কারণেতে তাঁহাদের মৃত্যুর সময় লীন হয় আর চক্ষুরাদি যে ইন্দ্রিয় তাহারাও আপন আপন প্রতি দেবতা সূর্য্যাদিকে প্রাপ্ত হয়েন। আর শুভাশুভ কর্ম্ম এবং অন্তঃকরণরূপ উপাধিতে প্রতিবিম্ব স্বরূপে প্রবিষ্ট যে আত্মা অর্থাৎ জীব ইহারা সকল অব্যয় অদ্বিতীয় পরব্রহ্মেতে ঐক্য ভাব প্রাপ্ত হয়েন। ৭। যেমন গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি নদী সকল সমুদ্রে গমন করিয়া আপন আপন নাম রূপের পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমুদ্রের সহিত ঐক্য ভাব প্রাপ্ত হয় তাহার ন্যায় জ্ঞানি ব্যক্তি নাম রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া জগতের সূক্ষ্মাবস্থারূপ যে অব্যাকৃত তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং স্বয়ং প্রকাশ সেই সর্ব্বত্র ব্যাপি পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হয়েন। ৮। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যে কোনো ব্যক্তি সেই পরব্রহ্মকে জানেন তেঁহ সাক্ষাৎ ব্রহ্ম স্বরূপ হয়েন আর সে ব্যক্তির বংশে কেহ ব্রহ্মজ্ঞানহীন হয় না এবং সে ব্যক্তি শোক হইতে উত্তীর্ণ হয় ও পাপ হইতে ত্রাণ পায় এবং অজ্ঞান রূপ হৃদযগ্রন্থি যাহা দ্বৈতজ্ঞানের কারণ তাহা হইতে মুক্ত হইয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। ৯। মন্ত্রের দ্বারা প্রকাশিত যে এই আত্মজ্ঞানের উপদেশ বিধি তাহা সেই সকল ব্যক্তির প্রতি কহিবেক যাহারা যথা বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন এবং বেদজ্ঞ হয়েন ও পরব্রহ্ম জানিতে ইচ্ছা করেন আর শ্রদ্ধান্বিত হইয়া একর্ষি নামে অগ্নি স্থাপন পূর্ব্বক স্বয়ং হোমের অনুষ্ঠান করেন এবং যাহারা প্রসিদ্ধ যে শিরোব্রত তাহার অনুষ্ঠান করেন তাহাদের প্রতিও এই ব্রহ্ম বিদ্যারূপ উপনিষদের উপদেশ করিবেন। ১০। সেই যে অবিনাশি*

---

* ইহার পরের কএকটী পংক্তি পাওয়া যাইতেছে না। সেই কএক পংক্তির মর্ম্মার্থ এই রূপ হইবে—"পূর্ব্বে অঙ্গিরা ঋষি এই সত্যটী বলিয়াছেন। অচীর্ণব্রত পুরুষ ইহা অধ্যয়ন

করিবার যোগ্য নহে। পরম ঋষিদিগকে নমস্কার। পরম ঋষিদিগকে নমস্কার। ১১

ইতি তৃতীয় মুণ্ডকে দ্বিতীয় খণ্ড।

হে যজ্ঞরক্ষক দেবতা সকল! আমরা কর্ণেতে যেন ভদ্র শব্দই শ্রবণ করি, নয়নেতে ভদ্র বস্তুই দর্শন করি, এবং স্থির অঙ্গ বিশিষ্ট শরীরে স্তোত্র সম্পাদন করিয়া দেবতাদিগের উপযুক্ত আয়ু যেন প্রাপ্ত হই। শান্তি শান্তি শান্তি হরি।"

মুণ্ডক উপনিষৎ সমাপ্ত।

সম্পাদক।

মাণ্ডুক্যোপনিষৎ ।

মাণ্ডুক্যোপনিষদের ভূমিকা।

ওঁতৎসৎ॥ পূর্ব্বের অথবা সম্প্রতিকের পুণ্যের দ্বারা যে কোনো ব্যক্তির ব্রহ্মতত্বকে জানিতে ইচ্ছা হয় তাঁহার কর্ত্তব্য এই যে বেদান্ত বাক্যের শ্রবণ ও তাহার অর্থের মনন প্রত্যহ করেন এবং তদনুসারে জগতের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গকে দেখিয়া তাহার কারণ যে পরব্রহ্ম তাঁহাতে দৃঢ়তর বিশ্বাস করেন যে এক নিত্য সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ কারণ বিনা জগতের এরূপ নানা প্রকার আশ্চর্য্য রচনার সম্ভব হইতে পারে না। এইরূপে জগতের কারণ এবং ব্রহ্মাণ্ডের ও তাবৎ শরীরের চেষ্টার কারণ যে পরমেশ্বর তাঁহার চিন্তন পুনঃ পুনঃ করিলে সেই ব্যক্তির অবশ্য নিশ্চয় হইবেক যে এই নামরূপময় জগৎ কেবল সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে আশ্রয় করিয়া সত্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে তাঁহার সত্তা অর্থাৎ তেঁহ আছেন এইমাত্র জানাযায় কিন্তু তাঁহার স্বরূপ কোনোমতে জানাযায় না যেমন এই শরীরে জীব সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া আছেন ইহাতে সকলের বিশ্বাস আছে কিন্তু জীবের স্বরূপ কি প্রকার হয় ইহা কেহ জানেন না এই প্রকারে মন বুদ্ধি অহঙ্কার ও চিত্তের অধিষ্ঠাতা এবং সর্ব্বব্যাপি অথচ ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরব্রহ্ম হয়েন ইহাই নিত্য ধারণা করিবেন পরে মরণান্তে এইরূপ জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তির জীব অন্যত্র গমন না হইয়া উপাধি হইতে সর্ব্বপ্রকারে মুক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়। ছান্দোগ্য শ্রুতিঃ। ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে। ওই জ্ঞানির জীব ইন্দ্রিয় সহিত শরীর হইতে নিঃসৃত হয়েন না ইহ লোকেই মৃত্যুপরে ব্রহ্মেতে লীন হয়েন। পরমেশ্বর জগতের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তারূপেই কেবল বোধগম্য হয়েন ইহাই বেদান্তে সর্ব্বত্র কহেন। তৈত্তি-রীয়শ্রুতি। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি। যাহা হইতে বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গ হইতেছে তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর তেঁহ ব্রহ্ম হয়েন। এবং পরমেশ্বরের স্বরূপ কোনোমতে জানাযায় না ইহা সকল উপনিষদে দৃঢ় করিয়া কহিয়াছেন। তৈত্তিরীয়শ্রুতিঃ। যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে

অপ্রাপ্য মনসা সহ। যে ব্রহ্মের স্বরূপ কথনে বাক্য মনের সহিত অসমর্থ হইয়া নিবর্ত্ত হয়েন। কেনশ্রুতিঃ। যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতং। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে। যাঁহার স্বরূপকে মন আর বুদ্ধির দ্বারা লোকে সংকল্প এবং নিশ্চয় করিতে পারে না আর যিনি মন আর বুদ্ধিকে জানিতেছেন ইহা ব্রহ্ম জ্ঞানিরা কহেন তাঁহাকেই কেবল ব্রহ্ম করিয়া তুমি জান অন্য যে পরিমিত যাহাকে লোক সকল উপাসনা করে সে ব্রহ্ম নহে। আর যে ব্যক্তির ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইয়া থাকে কিন্তু কোনো এক অবলম্বন বিনা কেবল বেদান্তের শ্রবণ মননের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরমাত্মার অনুশীলনেতে আপনাকে অসমর্থ দেখেন সেই ব্যক্তির কর্ত্তব্য এই যে প্রণবের অধিষ্ঠাতা কিম্বা হৃদয়ের অধিষ্ঠাতা ইত্যাদি অবলম্বনের দ্বারা সর্ব্বগত পরব্রহ্মের উপাসনাতে অনুরক্ত হয়েন। তাহাতে সকল অবলম্বনের মধ্যে প্রণবের অবলম্বনের দ্বারা যে পরমাত্মার উপাসনা তাহা শ্রেষ্ঠ হয় অতএব ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তিদের প্রতি প্রথমাবস্থায় ওঙ্কারের অবলম্বনের দ্বারা ব্রহ্মোপাসনার বিধি সর্ব্বত্র উপনিষদে আছে। কঠোপনিষৎ। এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমিত্যাদি। ব্রহ্মপ্রাপ্তির যে যে অবলম্বন আছে তাহার মধ্যে প্রণবের অবলম্বন শ্রেষ্ঠ হয়। মুণ্ডকোপনিষৎ। প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ মুচ্যতে। অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ। প্রণবকে ধনুঃ করিয়া আর জীবাত্মাকে শর করিয়া আর পরব্রহ্মকে লক্ষ করিয়া কহিয়াছেন অতএব প্রমাদশূন্য চিত্তের দ্বারা ঐ লক্ষ স্বরূপ পরব্রহ্মেতে শর স্বরূপ জীবাত্মাকে বিদ্ধ করিয়া শরের ন্যায় লক্ষের সহিত মিলিত হইবেক অর্থাৎ প্রণবের অনুষ্ঠানের দ্বারা ক্রমে জীবকে ব্রহ্ম প্রাপ্ত করিবেক। ভগবান্ মনুঃ ২ অধ্যায় ৮৪ শ্লোকে কহেন। ক্ষরন্তি সর্ব্বা বৈদিক্যো জুহোতি যজতি ক্রিয়াঃ। অক্ষরং দুষ্করং জ্ঞেয়ং ব্রহ্মচৈব প্রজাপতিঃ। বেদোক্ত ক্রিয়া কি হোম কি যাগ সকলিই স্বভাবত এবং ফলত নাশকে পাইবেন কিন্তু জগতের পতি যে ব্রহ্ম তৎস্বরূপ ওঙ্কারের নাশ কদাপিহয় না। গীতাস্মৃতিঃ। ১৭ অধ্যায় ২৩ শ্লোক। ওঁতৎসদিতিনির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ। ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ

বিহিতাঃ পুরা। ওঁকার আর তৎ এবং সৎ এই তিন প্রকার শব্দের দ্বারা ব্রহ্মের নির্দ্দেশ হইয়াছে সৃষ্টির প্রথমে ঐ তিন প্রকারে যে পরমাত্মার নির্দ্দেশ হয় তেঁহো ব্রাহ্মণ সকলকে এবং বেদ সকলকে ও যজ্ঞ সকলকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বিশেষত মাণ্ডুক্যোপনিষদে প্রথম অবধি শেষ পর্য্যন্ত কিরূপে দুর্ব্বলাধিকারি ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা ওঁকারের অবলম্বনের দ্বারা পরব্রহ্মের উপাসনা করিবেন তাহা বিস্তার ও বিশেষ করিয়া কহিয়াছেন এই নিমিত্ত ওই মাণ্ডুক্যোপনিষদের ভাষা বিবরণ ভগবান্ পূজ্যপাদের ভাষ্যানুসারে করা গেল। ওই উপনিষদের তাৎপর্য্য এই যে জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার অধিষ্ঠাতা এবং সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কারণ যে এক অদ্বিতীয় ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরমাত্মা তেঁহ প্রণবের প্রতিপাদ্য হয়েন অর্থাৎ প্রণব তাঁহাকে কহেন অতএব কেবল ওঁকার জপের দ্বারা ওঁকারের অর্থ যে চৈতন্য মাত্র পরমাত্মা হইয়াছেন তাঁহার চিন্তন পুনঃ পুনঃ করিবেন যেহেতু বেদান্তের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পাদে প্রথম সূত্রে পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের উপদেশ করিয়াছেন। আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ। উপাসনাতে অনুষ্ঠান পুনঃ পুনঃ করিবেক যেহেতু আত্মা বা অরে শ্রোতব্য ইত্যাদি উপদেশ বেদে পুনঃ পুনঃ আছে। মনুস্মৃতি। ২ অধ্যায়। ৮৭ শ্লোক। জপ্যেনৈবতু সংসিদ্ধ্যেৎ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ। কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যাৎ মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে। প্রণব জপের দ্বারাই ব্রাহ্মণ মুক্তি পাইবার যোগ্য হয়েন ইহাতে সংশয় নাই, অন্য বৈদিক কর্ম্মকে করুন অথবা না করুন তাহাতে দোষ হয় না যেহেতু ঐ জপকর্ত্তা ব্যক্তি সকলের মিত্র হইয়া ব্রহ্মেতে লীন হয় ইহা বেদে কহেন। যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ডে যেমন স্থান এবং কাল ইত্যাদির নিয়ম আছে সেরূপ নিয়ম সকল আত্মোপাসনায় নাই যে হেতু বেদান্তে কহেন। ৪ অধ্যায় ১ পাদ ১১ সূত্র। যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ। যে কোনো দেশে যে কোনো কালে যে কোনো দিকে মনের স্থিরতা হয় তথায় উপাসনা করিবেক যে হেতু কর্ম্মের ন্যায় আত্মোপাসনাতে দেশ কাল দিক এসকলের নিয়ম নাই। আর ব্রহ্মোপাসক সর্ব্বদা কাম ক্রোধ লোভ ইত্যাদির দমনে যত্ন করিবেন এবং নিন্দা অসূয়া ঈর্ষা ইত্যাদি যে সকল মানস পীড়া তাহার প্রতিকারের

চেষ্টা সর্ব্বদা করিবেন যেহেতু বেদান্তে কহিতেছেন। ৩ অধ্যায়। ৪ পাদ। ২৭ সূত্র। শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাত্তথাপি তু তদ্বিধেস্তদঙ্গতয়া তেষামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ। যদি এমৎ কহ যে জ্ঞানসাধন করিতে যজ্ঞাদি কর্ম্মের অপেক্ষা করে না তথাপি জ্ঞান সাধনের সময় শমদমাদি বিশিষ্ট হইবেক যেহেতু জ্ঞান সাধনের প্রতি শমদমাদিকে অন্তরঙ্গ করিয়া কহিয়াছেন অতএব শমদমাদির অনুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য। শম অন্তরিন্দ্রিয়ের দমনকে কহি। দম বহিরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহকে কহি। আর সূত্রে যে আদি শব্দ আছে তাহার তাৎপর্য্য উপরতি তিতিক্ষা সমাধান এই তিন হয়। জ্ঞান সাধনের কালে বিহিত কর্ম্মের ত্যাগকে উপরতি কহাযায়। তিতিক্ষা শব্দে সহিষ্ণুতাকে কহি। আলস্য ও প্রমাদকে ত্যাগ করিয়া বুদ্ধি বৃত্তিতে পরমাত্মার চিন্তন করাকে সমাধান কহি। ভগবান্ মনুও এইরূপ ইন্দ্রিয় নিগ্রহকে আত্মজ্ঞানের অন্তরঙ্গ করিয়া কহিয়াছেন। ১২ অধ্যায়। ৯২ শ্লোক। যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ। আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্। শাস্ত্রোক্ত যাবৎ কর্ম্ম তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াও ব্রাহ্মণ পরমাত্মোপাসনাতে আর ইন্দ্রিয় নিগ্রহেতে আর প্রণব উপনিষদাদির অভ্যাসেতে যত্ন করিবেক। যাহা জ্ঞান সাধনের পূর্ব্বে এবং জ্ঞান সাধনের সময় অত্যাবশ্যক ও যাহা ব্যতিরেকে জ্ঞান সাধন হয় না তাহা উপনিষদে দৃঢ় করিয়া কহিতেছেন কেনশ্রুতি। সত্যমায়তনং। জ্ঞানের আলয় সত্য হইয়াছেন অর্থাৎ সত্য বিনা উপনিষদের অর্থস্ফূর্ত্তি হয় না। এবং মহাভারতে কহিতেছেন। অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতং। অশ্বমেধসহস্রাত্তু সত্যমেকং বিশিষ্যতে। এক সহস্র অশ্বমেধ আর এক সত্য এদুয়ের মধ্যে কে ন্যূন কে অধিক ইহা বিবেচনা করিয়াছিলেন তাহাতে এক সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষা করিয়া এক সত্য গুরুতর হইলেন অতএব ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি সত্য বাক্যের অনুষ্ঠান সর্ব্বদা করিবেন। আর ব্রহ্মোপাসকেরা এক সর্ব্বব্যাপি অতীন্দ্রিয় পরমেশ্বর ব্যতিরেক অন্য কাহা হইতেও কদাপি ভয় রাখিবেন না। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন। আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মাকে জানিলে কাহা

হইতেও ভীত হয় না আর কেবল এক পরমেশ্বরকে. সর্ব্বকর্ত্তা সর্ব্ব নিয়ন্তা জানিয়া তাঁহারি কেবল শরণাপন্ন থাকিবেন। শ্বেতাশ্বতর। যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চপ্রহিণোতি তস্মৈ। তংহ দেব মাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে। ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে নচেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গং। স কারণং কারণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ। তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং। পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ বিদামদেবং ভুবনেশ মীড্যং। যে পরমাত্মা সৃষ্টির প্রথমত ব্রহ্মাকে উৎপন্ন করিয়াছেন এবং ব্রহ্মার অন্তঃকরণে যিনি সকল বেদার্থকে প্রকাশিত করিয়াছেন সেই প্রকাশরূপ সকলের বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা পরব্রহ্মের শরণাপন্ন হই যেহেতু আমি মুক্তির প্রার্থনা করি। ইহ জগতে পরব্রহ্মের পালনকর্ত্তা এবং তাঁহার শাসন কর্ত্তা অন্য কেহ নাই ও তাঁহার শরীর এবং ইন্দ্রিয় নাই, তেঁহ বিশ্বের কারণ এবং জীবের অধিপতি হয়েন আর তাঁহার কেহ জনক এবং প্রভু নাই। সেই পরমাত্মা যত ঈশ্বর আছেন তাঁহাদের পরম মহেশ্বর হয়েন আর যত দেবতা আছেন তাঁহাদের তেঁহ পরম দেবতা হয়েন এবং যত প্রভু আছেন তাঁহাদের তেঁহ প্রভু আর সকল উত্তমের তেঁহ উত্তম হয়েন অতএব সেই জগতের ঈশ্বর ও সকলের স্তবনীয় প্রকাশ স্বরূপ পরমাত্মকে আমরা জানিতে ইচ্ছাকরি। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম * * [১] যেহেতু জ্ঞান সাধনের সময়ে যজ্ঞাদি কর্ম্ম কর্ত্তব্য হয় এমৎ বেদান্তের ৩ অধ্যায়ের ৪ পাদের ২৬ সূত্রে লিখিয়াছেন। বর্ণাশ্রমাচার বিনাও জ্ঞানের সাধন হইতে পারে ইহা বেদান্তের ৩ অধ্যা-য়ের ৪ পাদের ৩৭ সূত্রে কহিতেছেন। অন্তরাচাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রহিত ব্যক্তিরও ব্রহ্মজ্ঞান সাধনের অধিকার আছে রৈক্বা চক্নবী প্রভৃতি যাঁহারা অনাশ্রমীছিলেন তাঁহাদেরও জ্ঞানোৎপত্তি হইয়াছে এমৎ বেদে দেখা যাইতেছে। এবং গীতাস্মৃতিতে ভগবান্ কৃষ্ণ তাবৎ ধর্ম্মকে উপদেশ করিয়া গ্রন্থ সমাপ্তিতে কহিতেছেন। সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি

[১] আদর্শ পুস্তকের এই স্থানে কয়েকটি শব্দ কাটিয়া গিয়াছে।

মা শুচঃ। বর্ণাশ্রম বিহিত সকল ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাপন্ন হও আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব শোকাকুল হইও না। এই গীতাবচনের দ্বারাতেও ইহা নিষ্পন্ন হইতেছে যে উপাসনাতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের নিতান্ত অপেক্ষা নাই তথাপি বর্ণাশ্রমাচার ত্যাগী যে উপাসক তাহা হইতে বর্ণাশ্রমাচার বিশিষ্ট উপাসক শ্রেষ্ঠ হয় ইহা বেদান্তে কহিয়াছেন। ৩ অধ্যায়। ৪ পাদ। ৩৯ সূত্র। অতস্থিতরজ্জ্যায়োলিঙ্গাচ্চ। আশ্রম ত্যাগ হইতে আশ্রমেতে স্থিতি শ্রেষ্ঠ হয় যেহেতু আশ্রমীর শীঘ্র জ্ঞানোৎপত্তি হয় এমৎ স্মৃতিতে কহিয়াছেন। যে কোনো ব্যক্তি বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা যে চৈতন্যমাত্র সর্ব্বব্যাপি পরমাত্মা তাঁহাকে নিরবলম্বে অথবা ওঁকারের অবলম্বনের দ্বারা চিন্তন করেন সেই ব্যক্তির নামরূপ বিশিষ্ট অন্যকে পরমাত্মা বোধ করিয়া আরাধনা করা সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য। বেদান্তের ৪ অধ্যায়ে ১ পাদে ৪ সূত্রে লিখেন। নপ্রতীকেনহিসঃ। বিকার ভূত যে নামরূপ তাহাতে পরমাত্মার বোধ করিবেক না যেহেতু এক নামরূপ অন্য নামরূপের আত্মা হইতে পারে না। বৃহদারণ্যক শ্রুতি। আত্মেত্যেবোপাসীত। কেবল আত্মারি উপাসনা করিবেক। আত্মানমেবলোকমুপাসীত। জ্ঞানস্বরূপ আত্মারি উপাসনা করিবেক। বৃহদারণ্যক শ্রুতি। তস্যাহনদেবাশ্চ নাভূত্যাঈশতে আত্মাহ্যেষাং সভবতি যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তে অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মিনসবেদযথাপশুরেবং সদেবানাং। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির অনিষ্ট করিতে দেবতারাও পারেন না যেহেতু সেই ব্যক্তি দেবতাদেরো আরাধ্য হয় আর যে কোনো ব্যক্তি আত্মা ভিন্ন অন্য কোনো দেবতার উপাসনা করে আর কহে যে এই দেবতা অন্য আমি অন্য উপাস্য উপাসক রূপে হই সে অজ্ঞান ব্যক্তি দেবতাদের পশু মাত্র হয়। নামরূপ বিশিষ্টকে ব্রহ্মকরিয়া বর্ণন যেখানে দেখিবেন সেই বর্ণনকে কল্পনা মাত্র জানিবেন যেহেতু বেদান্তের ৪ অধ্যায়ে ১ পাদে ৫ সূত্রে কহেন। ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ। আদিত্যাদি যাবৎ নামরূপেতে ব্রহ্মের আরোপ করিতে পারে কিন্তু ব্রহ্মেতে আদিত্যাদির কল্পনা করিবেক না যেহেতু আদিত্যাদির যাবৎ নামরূপ হইতে সদ্রূপ পরব্রহ্ম উৎকৃষ্ট হয়েন যেমন লোকেতে

আরোপিত করিয়া রাজার দাসবর্গে রাজবুদ্ধি করিতে পারে কিন্তু রাজাতে দাস বুদ্ধি করিবেক না। আর নাম রূপ উপাধি বিশিষ্টের উপাসনা করিয়া নিরুপাধি হইবার বাসনা কদাপি করিবেন না যেহেতু আত্মজ্ঞান বিনা নিরুপাধি হইবার অন্য কোনো উপায় নাই বেদান্তের ৪ অধ্যায়ে ৩ পাদে ১৫ সূত্রে লিখেন। অপ্রতীকালম্বনান্নয়তীতি বাদরায়ণঃ উভয়থা অদোষাৎ তৎক্রতুশ্চ। অবয়বের উপাসক ভিন্ন যাঁহারা পরব্রহ্মের উপাসনা করেন তাঁহাদিগেরেই অমানব পুরুষ ব্রহ্মপ্রাপ্তি নিমিত্ত ব্রহ্মলোককে লইয়া যান ইহা বেদব্যাস কহেন যেহেতু দেবতাদের উপাসক আপন আপন উপাস্য দেবতাকে প্রাপ্ত হয়েন আর ব্রহ্মোপাসক ব্রহ্মলোক গতিপূর্ব্বক পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন এমৎ অঙ্গীকার করিলে কোনো দোষ হয় না তৎক্রতুন্যায়ো ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন অর্থাৎ যে ব্যক্তি যাহার উপাসক সে তাহা-কেই পায়। ঈশোপনিষৎ। অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাং স্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ। পরমাত্মার অপেক্ষা করিয়া দেবাদিও সকল অসুর হয়েন তাঁহাদের দেহকে অসূর্য্যালোক অর্থাৎ অসুর দেহ কহি সেই দেবতা অবধি করিয়া স্থাবর পর্য্যন্ত দেহ সকল অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আবৃত আছে সেই সকল দেহকে আত্মঘাতী অর্থাৎ আত্মজ্ঞান রহিত ব্যক্তি সকল শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে এই শরীরকে ত্যাগ করিয়া প্রাপ্ত হয়েন অর্থাৎ শুভকর্ম্ম করিলে উত্তম দেহ পায়েন আর অশুভ কর্ম্ম করিলে অধম দেহকে পায়েন এইরূপে ভ্রমণ করেন মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন না। ছান্দোগ্য। যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃ-ণোতি নান্যদ্বিজানাতি সভূমা যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্য দ্বিজানাতি তদল্পং যো বৈ ভূমা তদমৃতং অথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যং ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসি তব্য ইতি। যে ব্রহ্মতত্ত্বে দর্শন যোগ্য এবং শ্রবণ যোগ্য ও জ্ঞানগম্য কোনো বস্তু নাই তেঁহই সর্ব্বব্যাপক অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্মা হয়েন আর যাহাকে দেখাযায় ও শুনাযায় ও জানাযায় সে পরিমিত অতএব সে অল্প সুতরাং সর্ব্বব্যাপি পরমেশ্বর নহে এই নিমিত্ত যিনি অপরিচ্ছিন্ন সর্ব্বব্যাপি পরমাত্মা তেঁহ অবিনাশী আর যে পরিমিত সে বিনাশী অতএব কেবল অপরিচ্ছিন্ন অবিনাশী পরমাত্মাকেই জানিতে ইচ্ছা করিবেক। কেনোপ-

নিষৎ। ইহচেদবেদীদথ সত্য মস্তি নচেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ। যদি এই মনুষ্য দেহেতে ব্রহ্মকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যে ব্যক্তি জানে তাহার ইহলোকে প্রার্থনীয় সুখ আর পরলোকে মোক্ষ এই দুই সত্য হয় আর এই মনুষ্য শরীরে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্রহ্মকে যে না জানে তাহার অত্যন্ত ঐহিক পারত্রিক ক্লেশ হয়। যে কোনো বস্তু চক্ষুগোচর হয় সে অনিত্য এবং অস্থায়ি ও পরিমিত অতএব পরমাত্মা রূপবিশিষ্ট হইয়া চক্ষুগোচর হয়েন এমৎ অপবাদ পরমেশ্বরকে দিবেন না, তাঁহার জন্ম হইয়াছে এমৎ অপবাদও দিবেন না তাঁহার কাম ক্রোধ লোভ মোহ আছে এবং তেঁহ স্ত্রীসংগ্রহ ও যুদ্ধ বিগ্রহাদি করেন এমৎ অপবাদও দিবেন না। শ্বেতাশ্বতর। নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং। অবয়বশূন্য ব্যাপার রহিত রাগ দ্বেষ শূন্য নিন্দা রহিত এবং উপাধি শূন্য পরমেশ্বর হয়েন। কঠোপনিষৎ। অশব্দ মস্পর্শম রূপ মব্যয়ং তথাহরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ। পরব্রহ্মতে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এসব গুণ নাই অতএব তেঁহ হ্রাস বৃদ্ধি শূন্য নিত্য হয়েন। ছান্দোগ্য। তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম। নামরূপের ভিন্ন ব্রহ্ম হয়েন। বেদান্তের। ৩ অধ্যায়ে। ২ পাদে। ১৪ সূত্রে। অরূপবদেব হি তৎ প্রধানত্বাৎ। ব্রহ্ম কোন প্রকারে রূপবিশিষ্ট নহেন যেহেতু নির্গুণ প্রতিপাদক শ্রুতির সর্ব্বথা প্রাধান্য হয়। প্রতিমাদিতে পরমেশ্বরের উপাসনা ব্রাহ্মেরা করিবেন না। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি। ন তস্য প্রতিমাস্তি। সেই পরমেশ্বরের প্রতিমা নাই। বৃহদারণ্যক। স যোহন্যমাত্মনঃ প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং রোৎস্যতীতিঈশ্বরোহতথৈব স্যাৎ। যে ব্যক্তি পরমাত্মা ভিন্নকে প্রিয় কহিয়া উপাসনা করে তাহার প্রতি আত্মোপাসক কহিবেন যে তুমি পরমাত্মা ভিন্ন অন্যকে প্রিয় জানিয়া উপাসনা করিতেছ অতএব তুমি বিনাশকে পাইবে যেহেতু এরূপ উপদেশ করিতে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি সমর্থ হয়েন অতএব উপদেশ দিবেন। শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ঊনত্রিংশ অধ্যায়ে কপিলবাক্য। যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং। হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাৎ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ। ২২। সর্ব্বভূতব্যাপী আত্মার স্বরূপ ঈশ্বর যে আমি আমাকে যে ব্যক্তি ত্যাগ করিয়া মূঢ়তা প্রযুক্ত প্রতিমাতে

পূজা করে সে কেবল ভস্মেতে হোম করে। যে কোনো শাস্ত্রে সোপাধি উপাসনার এবং প্রতিমাদি পূজার বিধান ও তাহার ফল কহিয়াছেন সেই সকল শাস্ত্রকে অপরা বিদ্যা করিয়া জানিবেন এবং যাহাদের কোনো মতে ব্রহ্মতত্ত্বে মতি নাই এবং সর্ব্বব্যাপি করিয়া পরমাত্মাতে যাহাদের বিশ্বাস নাই এমৎ অজ্ঞানীর নিমিত্ত ঐ সকল শাস্ত্রে কহিয়াছেন যেহেতু মুণ্ডকোপনিষদে কহিতেছেন। দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হস্ম যদ্ব্রহ্ম বিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি অথ পরা যয়া তদক্ষর মধিগম্যতে যত্তদদ্রেশ্য মগ্রাহ্যমিত্যাদি। বিদ্যা দুই প্রকার হয় জানিবে ব্রহ্মজ্ঞানিরা কহেন এক পরা বিদ্যা দ্বিতীয় অপরা বিদ্যা হয় তাহার মধ্যে ঋক্‌বেদ যজুর্ব্বেদ সামবেদ অথর্ব্ববেদ শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দ আর জ্যোতিষ এ সকল অপরা বিদ্যা হয় আর পরা বিদ্যা তাহাকে কহি যাহার দ্বারা অক্ষর অদৃশ্য ইন্দ্রিয়ের অগোচর যে পরব্রহ্ম তাঁহাকে জানাযায় সে কেবল বেদ শিরোভাগ উপনিষদ্ হয়েন। কঠবল্লী। শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতঃ তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ। শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্বৃণীতে। জ্ঞান আর কর্ম্ম এদুই মিলিত হইয়া মনুষ্যকে প্রাপ্ত হয়েন তখন পণ্ডিত ব্যক্তি এদুইয়ের মধ্যে কে উত্তম কে অধম ইহা বিবেচনা করেন ঐ বিবেচনার দ্বারা জ্ঞানের উত্তমতার নিশ্চয় করিয়া কর্ম্মের অনাদর পূর্ব্বক জ্ঞানকে আশ্রয় করেন আর অপণ্ডিত ব্যক্তি শরীরের সুখ নিমিত্তে আপাতত প্রিয়সাধন যে কর্ম্ম তাহাকেই অবলম্বন করে। এবং শাস্ত্রে কহিতেছেন। অধিকারি বিশেষেণ শাস্ত্রাণ্যুক্তান্যশেষতঃ। অধিকারি প্রভেদেতে শাস্ত্রে নানা প্রকার বিধি উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ যে ব্যক্তির পরমাত্ম তত্ত্বে কোনো মতে প্রীতি নাই এবং সর্ব্বদা অনাচারে রত হয় তাহাকে অঘোর পথের আদেশ করেন তদনুসারে সেই ব্যক্তি কহে যে অঘোরান্ন পরো মন্ত্রঃ। অঘোর মন্ত্রের পর আর নাই। আর যে ব্যক্তি পরমার্থ বিষয়ে বিমুখ এবং পানাদিতে রত তাহার প্রতি বামাচারের আদেশ করেন এবং সে কহে যে অলিনা বিন্দুমাত্রেণ

[illegible] কুলমুদ্ধরেৎ। [illegible] বলিবার দ্বারা তিন কোটি কুলের উদ্ধার হয়। আর যে ব্যক্তির পরমেশ্বর বিষয়ে শ্রদ্ধা না হইয়া স্ত্রী পুরুষাদি বিষয়ে সর্ব্বদা আকাঙ্ক্ষা হয় তাহার প্রতি স্ত্রীপুরুষের ক্রীড়া ঘটিত উন্মাদনার উপদেশ করিয়াছেন এবং সে কহে যে বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোঽনু শৃণুয়াদথবর্ণয়েদ্যঃ ইত্যাদি। যে ব্যক্তি ব্রজবধূদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই ক্রীড়াকে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শ্রবণ করে এবং বর্ণন করে সে ব্যক্তির শ্রীকৃষ্ণেতে পরম ভক্তি হইয়া অন্তঃকরণের দুঃখ দ্বারায় নিবৃত্তি হয়। আর যাহারা হিংসাদি কর্ম্মেতে রত হয় তাহার প্রতি ছাগাদি বলিদানের উপদেশ করিয়াছেন এবং সে কহে যে স্বমেকমেকমুদরা তৃপ্তা ভবতি চণ্ডিকা। ইত্যাদি। মেষের রুধির দান করিলে এক বৎসর পর্য্যন্ত ভগবতী প্রীতা হয়েন। এ সকল বিধি অপরা বিদ্যা হয় কিন্তু ইহার তাৎপর্য্য এই যে আত্মতত্ত্ব বিমুখ সকল যাহাদের স্বভাবত অশুচি ভক্ষণে মদিরা পানে স্ত্রীপুরুষ ঘটিত আলাপে এবং হিংসাদিতে রতি হয় তাহারা নাস্তিকরূপে এসকল গর্হিত কর্ম্ম না করিয়া পূর্ব্ব লিখিত বচনেতে নির্ভর করিয়া ঈশ্বরোদ্দেশে এ সকল কর্ম্ম যেন করে যেহেতু নাস্তিকতার প্রাচুর্য্য হইলে জগতের অত্যন্ত উৎপাত হয় নতুবা যথারুচি আহার বিহার হিংসা ইত্যাদির সহিত পরমার্থ সাধনের কি সম্পর্ক আছে। গীতাতে স্পষ্টই কহিতেছেন। যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতাঃ। বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ। কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং। ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি। ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাং। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে। যে মূঢ় সকল বেদের ফল শ্রবণ বাক্যে রত হইয়া আপাতত প্রিয়কারী যে ওই ফলশ্রুতি বাক্য তাহাকেই পরমার্থ সাধক করিয়া কহেন আর কহেন যে ইহার পর অন্য ঈশ্বরতত্ত্ব নাই ঐ সকল কামনাতে আকুলিত চিত্ত ব্যক্তিরা দেবতার স্থান যে স্বর্গ তাহাকে পরম পুরুষার্থ করিয়া জানেন আর জন্ম ও কর্ম্ম ও তাহার ফল প্রদান করে এবং ভোগ ঐশ্বর্য্যের লোভ দেখায় এমৎরূপ নানা ক্রিয়াতে পরিপূর্ণ যে সকল বাক্য

আর্ষে এমৎবাক্য সকলকে পরমার্থ সাধন কহেন অতএব ভোগ ঐশ্বর্য্যেতে আসক্তচিত্ত এমৎরূপ ব্যক্তি সকলের পরমেশ্বরে চিত্তের নিষ্ঠা হয় না। আর ইহাও জানা কর্ত্তব্য যে যে শাস্ত্রে ঐ সকল আহার বিহার ও হিংসা ইত্যাদির উপদেশ আছে সেই সকল শাস্ত্রেই সিদ্ধান্তের সময় অঙ্গীকার করেন যে আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে অন্য যে উপদেশ সে কেবল লোক-রঞ্জন মাত্র। কুলার্ণবে প্রথমোল্লাসে। তস্মাদিত্যাদিকং কর্ম্ম লোক-রঞ্জনকারণং। মোক্ষস্য কারণং বিদ্ধি তত্ত্বজ্ঞানং কুলেশ্বরি॥ অতএব এ সকল কর্ম্ম লোকরঞ্জনের কারণ হয় কিন্তু হে দেবি মোক্ষের কারণ তত্ত্বজ্ঞানকে জানিবে। মহানির্ব্বাণ। আহারসংযমক্লিষ্টা যথেস্টাহার-তুন্দিলাঃ। ব্রহ্মজ্ঞানবিহীনাশ্চ নিষ্কৃতিং তে ব্রজন্তি কিং॥ যাঁহারা আহার নিয়মের দ্বারা শরীরকে ক্লিষ্ট করেন কিম্বা যাঁহারা যথেস্ট আহার দ্বারা শরীরকে পুষ্ট করেন তাঁহারা যদি ব্রহ্মজ্ঞান হইতে বিমুখ হয়েন তবে কি নিষ্কৃতি পাইতে পারেন অর্থাৎ তাঁহাদের কদাপি নিষ্কৃতি হয় না। গৃহস্থ যে ব্রহ্মোপাসক তাঁহাদের বিশেষ ধর্ম্ম এই যে পুত্র ও আত্মীয়বর্গকে জ্ঞানোপদেশ করেন এবং জ্ঞানির নিকট যাইয়া জ্ঞানশিক্ষার নিমিত্ত যত্ন করেন। ছান্দোগ্য। আচার্য্যকুলাৎ বেদমধীত্য যথাবিধানং গুরোঃ কর্ম্মাতিশেষেণাভিসমাবৃত্য কুটুম্বে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়মধীয়ানঃ ধার্ম্মিকান্ বিদধদাত্মনি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সংপ্রতিষ্ঠাপ্যাহিংসন্ সর্ব্বভূতান্যন্যত্রতীর্থেভ্যঃ স খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে ন চ পুনরাবর্ত্ততে ন চ পুনরাবর্ত্ততে। গুরুশুশ্রূষা করিয়া যে কাল অবশিষ্ট থাকিবেক সেইকালে যথাবিধি নিয়ম পূর্ব্বক আচার্য্যের নিকটে অর্থ সহিত বেদাধ্যয়ন করিয়া গুরুকুল হইতে নিবর্ত্ত হইয়া বিবাহ করিবেক পরে গৃহাশ্রমে থাকিয়া পবিত্র স্থানে যথাবিধি অবস্থিতি করিয়া বেদাধ্যয়ন পূর্ব্বক পুত্র ও শিষ্যাদিকে জ্ঞানোপদেশ করিতে থাকিবেক এবং পরমাত্মাতে সকল ইন্দ্রিয়কে সংযোগ করিয়া আবশ্যকতা ব্যতিরেক হিংসা করিবেক না এই প্রকারে মৃত্যুপর্য্যন্ত এইরূপ কর্ম্ম করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি পূর্ব্বক পর-ব্রহ্মেতে লীন হয় তাহার পুনরায় জন্ম হয় না। মুণ্ডকোপনিষৎ। শৌনকো হ বৈ মহাশালোঽঙ্গিরসং বিধিবদুপসন্নঃ পপ্রচ্ছ কস্মিন্নু ভগবো

বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি। মহা গৃহস্থ যে শৌনক তিনি ভরদ্বাজের শিষ্য যে অঙ্গিরা মুনি তাঁহার নিকটে বিধি পূর্ব্বক গমন করিয়া প্রশ্ন করিলেন যে কাহাকে জানিলে হে ভগবান সকলকে জানাযায়। এইরূপ ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষদে অনেক আখ্যায়িকাতে পাইবেন যে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ সকল অন্য হইতে উপদেশ লইয়াছেন এবং অন্যকে জ্ঞানোপদেশ করিয়াছেন। ভগবান্ কৃষ্ণ অর্জ্জুনের প্রতিও এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন। তদ্বিদ্ধিপ্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ সেই জ্ঞানকে তুমি জ্ঞানির নিকট যাইয়া প্রণিপাত এবং প্রশ্ন ও সেবার দ্বারা জানিবে সেই তত্ত্বদর্শি জ্ঞানি সকল তোমাকে সেই জ্ঞানের উপদেশ করিবেন। ব্রহ্মকে আমি জানিব এই ইচ্ছা যখন ব্যক্তির হইবেক তখন নিশ্চয় জানিবেন যে সাধনচতুষ্টয় সে ব্যক্তির ইহ জন্মে অথবা পূর্ব্ব জন্মে অবশ্যই হইয়াছে। বেদান্তের ৩ অধ্যায়ে ৪ পাদে ৫১ সূত্রে কহেন। ঐহিকমপ্যপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে তদ্দর্শনাৎ। যদি প্রতিবন্ধক না থাকে তবে যে জন্মে সাধন চতুষ্টয়ের অনুষ্ঠান করে সেই জন্মেতেই জ্ঞানের উৎপত্তি হয় আর যদি প্রতিবন্ধক থাকে তবে জন্মান্তরে জ্ঞান হয় যেহেতু বেদে কহিতেছেন যে গর্ভস্থিত বামদেবের জ্ঞান জন্মিয়াছে আর গর্ভস্থিত ব্যক্তির সাধন চতুষ্টয় পূর্ব্ব জন্ম ব্যতিরেক ইহ জন্মে সম্ভাবিত নহে। জ্ঞানদাতা গুরুতে অতিশয় শ্রদ্ধা রাখিবেন কিন্তু শাস্ত্রে কাহাকে গুরু কহেন তাহা আদৌ জানা কর্ত্তব্য হয় যেহেতু প্রথমত স্বর্ণ না জানিলে স্বর্ণের যত্ন করিতে কহা বৃথা হয়। অতএব গুরুর লক্ষণ মুণ্ডকোপনিষদে কহিতেছেন। তদ্বিজ্ঞানার্থং সগুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপানিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং। জ্ঞানাকাঙ্ক্ষি ব্যক্তি ব্রহ্মকে জানিবার নিমিত্ত বিধিপূর্ব্বক বেদজ্ঞাতা ব্রহ্মজ্ঞানি গুরুর নিকটে যাইবেক। এবং গুরুর প্রণাম মন্ত্রেই গুরু কিরূপ হয়েন তাহা ব্যক্তই আছে তাহাতে মনোযোগ করিবেন। অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং। তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ বিভাগরহিত চরাচরব্যাপি যে ব্রহ্মতত্ত্ব তাঁহাকে যিনি উপদেশ করিয়াছেন সেই গুরুকে প্রণাম করি। কিন্তু চরাচরের এক দেশস্থ আকাশের অন্ত-

র্গত পরিমিতকে যিনি উপদেশ করেন তাঁহাতে ঐ লক্ষণ যায় কি না কেন না বিবেচনা করেন। অতএব তন্ত্রে লিখেন। গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ। দুর্লভঃ সদ্গুরুর্দেবি শিষ্যসন্তাপহারকঃ॥ শিষ্যের বিত্তকে হরণ করেন এমৎ গুরু অনেক আছেন কিন্তু এমৎ গুরু দুর্লভ যে শিষ্যের সন্তাপ অর্থাৎ অজ্ঞানতাকে দূর করেন।

ব্রহ্মোপাসক ব্যক্তিরা জ্ঞানসাধনের সময় এবং জ্ঞানোৎপত্তি হইলে পরেও লৌকিক তাবৎ ব্যাপারকে যথাবিহিত নিষ্পন্ন করিবেন অর্থাৎ গুরুলোকের তুষ্টি এবং আত্মরক্ষা ও পরোপকার যথাসাধ্য করিবেন ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকল বলবান্ হইয়া যাহাতে আপনার ও পরের পীড়া জন্মাইতে না পারে এমৎ যত্ন সর্ব্বদা করিবেন কিন্তু অন্তঃকরণে সর্ব্বদা জানিবেন যে এই প্রপঞ্চময় জগতের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ সকল কেবল সদ্রূপ পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া সত্যরূপে প্রকাশ পাইতেছে। যোগবাশিষ্ঠ। বহির্ব্যাপারসংরম্ভো হৃদি সঙ্কল্পবর্জ্জিতঃ। কর্ত্তা বহিরকর্ত্তান্তরেবং বিহর রাঘব॥ বাহ্যেতে ব্যাপারবিশিষ্ট হইয়া কিন্তু মনেতে সংকল্পবর্জ্জিত হইয়া আর বাহ্যেতে আপনাকে কর্ত্তা দেখাইয়া আর অন্তঃকরণে আপনাকে অকর্ত্তা জানিয়া হে রাম লোকযাত্রা নির্ব্বাহ কর। যদি সর্ব্বদা বেদান্তের শ্রবণে অসমর্থ হয়েন তবে প্রথমাধিকারি ব্যক্তিরা যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ইত্যাদি শ্রুতি আর যো ব্রহ্মাণং ইত্যাদি শ্রুতি যাহা এই ভূমিকাতে লিখাগিয়াছে ইহার শ্রবণ ও অর্থের আলোচনা সর্ব্বদা করিবেন। যে যে শ্রুতি এবং সূত্র এই ভূমিকাতে লেখাগেল তাহার ভাষাবিবরণ ভগবান্ পূজ্যপাদের ভাষ্যানুসারে করাগিয়াছে। হে পরমেশ্বর এই সকল শ্রুত্যর্থের স্ফূর্ত্তি আমাদের *

---

* ভূমিকার শেষে আদর্শ পুস্তকের এই স্থলে কয়েকটী শব্দ কাটিয়া গিয়াছে।

প্রকাশক।

ওঁ তৎসৎ। অথ মাণ্ডুক্যোপনিষৎ। পরমাত্মতত্ত্বের জ্ঞানের উপায় ওঁকার হইয়াছেন সেই ওঁকারের ব্যাখ্যান এই উপনিষদে করিতেছেন যেহেতু বেদে ওঁকারকে ব্রহ্মের সহিত অভেদ করিয়া কহিয়াছেন কারণ এই যে ওঙ্কার ব্রহ্মকে কহেন আর ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম হয়েন। কঠশ্রুতিঃ। ওমিত্যেতৎ। এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠং। ছান্দোগ্য। ওমিত্যাত্মানং যুঞ্জীত। ওঁমিতি ব্রহ্ম। এই সকল শ্রুতির দ্বারা ইহা নিষ্পন্ন হয় যে যেমন মিথ্যা সর্পজ্ঞানের প্রতি সত্য রজ্জু আশ্রয় হইয়াছে সেইরূপ পরব্রহ্ম প্রপঞ্চময় বিশ্বের আশ্রয় হইয়াছেন সেই প্রকারে এই সকল প্রপঞ্চময় বাক্যের আশ্রয় ওঁকার হইয়াছেন ওই ওঙ্কার শব্দ ব্রহ্মকে কহেন এ নিমিত্ত ওঁকারকে ব্রহ্ম করিয়া অঙ্গীকার করাযায়। ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বং তস্যোপব্যাখ্যানং ভূতং ভবৎ ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কারএব যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঁকারএব। যেমন পর ব্রহ্মের বিকার এই বিশ্ব হয় সেইরূপ ওঙ্কারের বিকার যাবৎ শব্দকে জানিবে আর শব্দ সকল আপন আপন অর্থকে কহেন এ প্রযুক্ত শব্দ সকল আপন আপন অর্থস্বরূপ হয়েন অতএব তাবৎ শব্দ ও তাহার অর্থ এদুয়ের স্বরূপ ওঁকার হইলেন আর পরব্রহ্মকে সাক্ষাৎরূপে ওঙ্কার কহেন এনিমিত্ত ব্রহ্মস্বরূপও ওঙ্কার হইলেন সেই অক্ষরস্বরূপ ওঙ্কার যাহা ব্রহ্মজ্ঞানের মুখ্য সাধন হইয়াছেন তাঁহার স্পষ্টরূপে কথন এই উপনিষদে জানিবে আর ভূত ও বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ এই তিন কালেতে যে সকল বস্তু থাকে তাহাও ওঙ্কার হয়েন যে কোনো বস্তু ত্রিকালের অতীত হয় যেমন প্রকৃত্যাদি তাহাও ওঙ্কার হয়েন। ১। ওঁকার শব্দ ব্রহ্মবাচক এবং ব্রহ্ম ওঙ্কার শব্দের বাচ্য হয়েন অতএব ঐ দুয়ের ঐক্য জানাইবার জন্যে যেমন পূর্ব্বে ওঁকারকে বিশ্বময় এবং ব্রহ্মস্বরূপ করিয়া কহিয়াছেন এখন সেইরূপ পরের মন্ত্রে ব্রহ্মকে বিশ্বময় এবং ওঙ্কার স্বরূপ করিয়া কহিতেছেন। সর্ব্বং হ্যেতদ্ব্রহ্ম অয়মাত্মা ব্রহ্ম সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ। যে সকল বস্তুকে ওঙ্কারস্বরূপ করিয়া কহাগেল সে সকল বস্তু ব্রহ্মস্বরূপ হয়েন আর সেই ব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপ আত্মা হয়েন জাগরণ স্বপ্ন সুষুপ্তি তুরীয় এই চারি অবস্থার ভেদে ঐ চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মাকে

চারি প্রকার করিয়া কহাযায় তাহার তিন প্রকারের দ্বারা তাঁহাকে জানিয়া ঐ তিন প্রকারের অর্থাৎ জাগরণ স্বপ্ন সুষুপ্তি পূর্ব্ব পূর্ব্বাবস্থাকে পর পর অবস্থাতে লীন করিলে পরে অবশেষ যে চতুর্থ প্রকার থাকেন সেই যথার্থ ব্রহ্মস্বরূপ এবং জ্ঞেয় হইয়াছেন। ২। এখন ঐ চারি প্রকারের মধ্যে প্রথম অবস্থার বিবরণ করিতেছেন। জাগরিতস্থানো বহিঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ স্থূলভুক্ বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ। সেই চৈতন্য যখন জাগ্রদবস্থার অধিষ্ঠাতা হয়েন তখন তাঁহাকে প্রথম প্রকার কহি, তখন তেঁহ ঘট পটাদি প্রপঞ্চময় যাবদ্বস্তুকে বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা আপন মায়ার প্রভাবে প্রকাশ করিয়া ঐ সকল বস্তুকে অনুভব করেন সেইকালে পরমাত্মাকে বিরাট অর্থাৎ বিশ্বরূপ করিয়া কহাযায়. সেই বিশ্বরূপকে বেদে সপ্তাঙ্গ কহিয়াছেন। ছান্দোগ্যশ্রুতিঃ। তস্য হ বা এতস্যাত্মনো বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধৈব সুতেজাঃ চক্ষুর্বিশ্বরূপঃ প্রাণঃ পৃথগ্বর্ত্মাত্মা সন্দেহোবহুলো বস্তিরেবরয়িঃ পৃথিব্যেবপাদাবিত্যাদি। এই বিশ্বরূপ প্রসিদ্ধ পরমাত্মার মস্তক স্বর্গ হইয়াছেন আর সূর্য্য তাঁহার চক্ষু হয়েন আর বায়ু তাঁহার নিশ্বাসপ্রশ্বাসরূপ প্রাণ হয়েন আর আকাশ তাঁহার মধ্যদেশ হয়েন আর অন্নজল তাঁহার উদর আর পৃথিবী তাঁহার দুই পাদ আর হবনযোগ্য অগ্নি তাঁহার মুখ হয়েন অর্থাৎ এ সকল বস্তু স্বতন্ত্র হইয়া স্থিতি করেন এমৎ নহে কেবল সেই সর্ব্বব্যাপি পরমাত্মার অবলম্বন করিয়া পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রকাশ পাইতেছেন যেমন রজ্জুর সত্তাকে অবলম্বন করিয়া মিথ্যা সর্পের এবং মিথ্যা দণ্ডের জ্ঞান হয়। সেই জাগ্রদবস্থার অধিষ্ঠাতা যে চৈতন্যস্বরূপ আত্মা তাঁহার উপলব্ধির দ্বার ১৯ উনিশ প্রকার হইয়াছে এনিমিত্ত তাঁহাকে একোনবিংশতিমুখ কহি। চক্ষু ১ জিহ্বা ২ নাসিকা ৩ চর্ম্ম ৪ কর্ণ ৫। বাক্য ৬ হস্ত ৭ পাদ ৮ পায়ু ৯ সন্তান উৎপত্তির কারণ অঙ্গ ১০। প্রাণ ১১ অপান ১২ সমান ১৩ উদান ১৪ ব্যান ১৫। মন ১৬ বুদ্ধি ১৭ অহঙ্কার ১৮ চিত্ত ১৯। গন্ধ রস রূপ স্পর্শ শব্দ প্রভৃতি স্থূল বিষয়কে ঐ জাগরন অবস্থার অধিষ্ঠাতা চৈতন্যস্বরূপ আত্মা এই চক্ষুঃ প্রভৃতি উনিশ প্রকার উপলব্ধি স্থানের দ্বারা গ্রহণ করেন এইহেতু তাঁহাকে স্থূলভুক্ শব্দে কহি। বিশ্বসংসারকে

তেঁহ শুভাশুভ ফল প্রাপ্ত করান এ নিমিত্ত তাঁহাকে বৈশ্বানর শব্দে কহাযায় অথবা বিশ্বরূপ পুরুষ তেঁহ হয়েন এনিমিত্ত তাঁহার নাম বৈশ্বানর হয়। ৩। এখন ঐ চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মার চারি প্রকারের মধ্যে দ্বিতীয় অবস্থার বিবরণ করিতেছেন। স্বপ্নস্থানোঽন্তঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ প্রবিবিক্তভুক্ তৈজসো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ। ৪। সেই চৈতন্য যখন স্বপ্নাবস্থার অধিষ্ঠাতা হয়েন তখন তাঁহাকে দ্বিতীয় প্রকার কহি জাগ্রদবস্থাতে বাহেন্দ্রিয়ের দ্বারা যে যে বিষয়ের অনুভব হয় মনেতে তাহার সংস্কার থাকে ঐ মন নিদ্রাবস্থায় পূর্ব্বসংস্কার বশেতে বাহেন্দ্রিয়ের সহায়তা ব্যতিরেকেও বিষয়ের অনুভব করেন মনকে অন্তরিন্দ্রিয় কহাযায় স্বপ্নে সেই অন্তরিন্দ্রিয় যে মন তাহার অনুভব কেবল থাকে এইহেতু ঐ অবস্থার অধিষ্ঠাতাকে অন্তঃপ্রজ্ঞ কহাগেল স্বপ্নের অধিষ্ঠাতা আপন প্রভাবে বিশ্বকে স্বপ্নাবস্থায় রচনা করেন আর স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয় সকল যে মনেতে মিলিত হইয়াছে সেই মনের দ্বারা বিশ্বের অনুভবও করেন এই নিমিত্ত ঐ স্বপ্নের অধিষ্ঠাতাকে জাগ্রদবস্থার অধিষ্ঠাতার ন্যায় সপ্তাঙ্গ এবং একোনবিংশতিমুখ এ দুই শব্দ কহাযায়। স্বপ্নাবস্থায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কারাধীন বিষয় সকলকে মন অনুভব করেন এই নিমিত্ত স্বপ্নের অধিষ্ঠাতাকে প্রবিবিক্তভুক্ শব্দে কহিলেন অর্থাৎ জাগ্রদবস্থার ন্যায় স্থূল বিষয়কে ভোগ না করিয়া সূক্ষ্মরূপে ভোগ করেন। জাগ্রদবস্থায় যে স্থূল বিষয়ের উপলব্ধি হয় সেই বিষয়রহিত যে বুদ্ধি তাহার দ্বারা স্বপ্নের অধিষ্ঠাতার অনুভব হয় এই নিমিত্ত স্বপ্নের অধিষ্ঠাতাকে তৈজস নামে কহাযায়। ৪। এখন ঐ চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মার তৃতীয় প্রকারের বিবরণ করিতেছেন। যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি তৎসুষুপ্তং সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়োহ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ। ৫। যে সময়ে স্বপ্ন না দেখাযায় এবং কোনো কামনা না থাকে সেই সময়কে সুষুপ্তি অবস্থা কহি সেই অবস্থার অধিষ্ঠাতা যে চৈতন্যস্বরূপ আত্মা তাঁহাকে সুষুপ্তিস্থান এই শব্দে কহিয়াছেন। জাগরণ এবং স্বপ্নাবস্থাতে প্রপঞ্চময় বিশ্বের পৃথক্ পৃথক্ বোধ থাকে কুহাসাতে যেমন নানা আকার-

বিশিষ্ট বস্তু সকল একাকারে প্রতীত হয় সেইরূপে ওই বিশ্ব সুষুপ্তি অবস্থাতে একীভূত হইয়া থাকে অতএব সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতাকে একীভূত শব্দে কহি। নানা প্রকার বস্তুর নানা প্রকার যে জ্ঞান তাহা মিশ্রিতের ন্যায় হইয়া সুষুপ্তি কালে থাকে এ নিমিত্ত সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতাকে প্রজ্ঞান-ঘন শব্দে কহাযায় অর্থাৎ সে অবস্থায় জাতি গুণ ক্রিয়া ইত্যাদির পৃথক্‌২ জ্ঞান থাকে না। বিষয় অনুভবের দ্বারা যে ক্লেশ তাহা সুষুপ্তি অবস্থায় থাকে না এ নিমিত্ত সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতাকে আনন্দময় অর্থাৎ আনন্দ-প্রচুর কহি। আয়াসশূন্য হইয়া থাকিলে যেমন ব্যক্তি সকল সুখী কহায় সেইরূপ আয়াসশূন্য যে সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতা তাঁহাকে আনন্দভুক্ অর্থাৎ সুখের ভোক্তা কহা যায়। স্বপ্ন এবং জাগরণ এই দুই অবস্থার চৈতন্যের দ্বার সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতা হয়েন এনিমিত্ত তাঁহাকে চেতোমুখ অর্থাৎ চেতনের দ্বার কহি। জাগরণাপেক্ষা ও স্বপ্নাপেক্ষা সুষুপ্তি অব-স্থার অধিষ্ঠাতার নিরুপাধি জ্ঞান হয় এনিমিত্ত তাঁহাকে প্রাজ্ঞশব্দে কহেন। ৫। এখন ঐ তিন অবস্থাশূন্য যে তুরীয় পরমাত্মা তাঁহাকে তৃতীয় অবস্থার অধিষ্ঠাতার সহিত অভেদ রূপে কহিতেছেন। এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞঃ এষোঽন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং। ৬। এই তৃতীয় অবস্থার অধিষ্ঠাতা যে পরমাত্মা তেঁহ তাবৎ বিশ্বের ঈশ্বর হয়েন ঐ পরমাত্মা সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া সকল বস্তুকে বিশেষ রূপে জানেন ঐ পরমাত্মা সকলের অন্তরে স্থিত হইয়া সকলের নিয়ম-কর্ত্তা হয়েন তেঁহ সকলের উৎপত্তির কারণ এবং বিশ্বের উৎপত্তি ও লয় তাঁহা হইতেই হয়। ৬। এখন সাক্ষিস্বরূপ তুরীয়কে কহিতে প্রবর্ত্ত হইলেন। জাতি গুণ ক্রিয়া সংজ্ঞা সম্বন্ধ ইত্যাদির দ্বারা বস্তুকে বাক্য কহেন কিন্তু এ সকল সেই তুরীয় পরমাত্মাতে নাই সুতরাং বিশেষণ সকলের নিষেধ দ্বারা সেই সর্ব্ববিশেষণশূন্য তুরীয় পরমাত্মাকে সংপ্রতি কহিতেছেন। নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞমদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্ম প্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ। ৭। নান্তঃপ্রজ্ঞং অর্থাৎ সেই আত্মা স্বপ্নের অধিষ্ঠাতা

এই যে বিশেষণ তাহার ভিন্ন হয়েন ন বহিঃপ্রজ্ঞং অর্থাৎ জাগরণ অবস্থার অধিষ্ঠাতা এই যে বিশেষণ তাহারো ভিন্ন হয়েন নোভয়তঃ প্রজ্ঞং অর্থাৎ জাগরণ এবং স্বপ্ন এদুয়ের মধ্য অবস্থার অধিষ্ঠাতা এই যে বিশেষণ ইহা হইতেও পরমাত্মা ভিন্ন হয়েন। ন প্রজ্ঞানঘনং অর্থাৎ সুষুপ্তি অবস্থার অধিষ্ঠাতা এই যে বিশেষণ ইহা হইতেও পরমাত্মা ভিন্ন হয়েন। ন প্রজ্ঞং অর্থাৎ এক কালে সকল বিষয়ের জ্ঞাতা এই যে বিশেষণ ইহা হইতেও ভিন্ন পরমাত্মা হয়েন অর্থাৎ পরমাত্মা ভিন্ন অন্য বিষয় অপ্রসিদ্ধ সুতরাং ঐ বিষয় না থাকিলে তাহার জ্ঞান কিরূপে হইতে পারে। এই পূর্ব্ব লিখিত বিশেষণের নিষেধ দ্বারা ইহা বুঝাইতেছিল যে পরমাত্মা অচৈতন্য হয়েন এই নিমিত্ত নাপ্রজ্ঞং অর্থাৎ পরমাত্মা অচৈতন্য নহেন এই শব্দের প্রয়োগ করিয়া পূর্ব্ব সন্দেহ দূর করিলেন। পরমাত্মাকে অন্তঃপ্রজ্ঞঃ বহিঃপ্রজ্ঞঃ ইত্যাদি নানা বিশেষণের দ্বারা বেদে কহিয়াছেন তবে কিরূপে নিষেধের দ্বারা ঐ সকল বিশেষণকে মিথ্যা করিয়া জানাযায় এই আশঙ্কার সমাধান ভাষ্যে করিতেছেন যে রজ্জুতে যেমন একবার সর্পভ্রম এক বার দণ্ডভ্রম হয় যে কালে সর্পভ্রম জন্মে সে কালে দণ্ডভ্রম থাকে না আর যে কালে দণ্ডভ্রম হয় সেকালে সর্পভ্রম থাকে না অতএব যথার্থে উভয় মিথ্যা হইয়া কেবল রজ্জুমাত্র সত্য থাকে সেইরূপ যখন স্বপ্নের অধিষ্ঠাতা করিয়া চৈতন্যকে কহেন তখন জাগরণের অধিষ্ঠাতা রূপে তাঁহার প্রতীতি থাকে না আর যখন জাগরণের অধিষ্ঠাতা করিয়া চৈতন্যকে কহেন তখন স্বপ্নের অধিষ্ঠাতা রূপে তাঁহার অনুভব হয় না অতএব স্বপ্ন জাগরণ ইত্যাদি উপাধি ঘটিত যে সকল বিশেষণ তাহা কেবল মিথ্যা কিন্তু উপাধিরহিত সর্ব্ববিশেষণশূন্য যে শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ তুরীয় তেঁহই সত্য হয়েন তবে বেদে যে এসকল বিশেষণের দ্বারা কহেন সে উপাধিকে উপলক্ষ্য করিয়া বোধসুগমের নিমিত্ত কহিয়াছেন কিন্তু ঐ বেদে তুরীয়কে যখন কহেন তখন ঐ সকল উপাধির নিষেধের দ্বারাই কহেন। অদৃষ্টং অর্থাৎ যেহেতু ব্রহ্ম সর্ব্ববিশেষণ হইতে ভিন্ন হয়েন এই নিমিত্ত তেঁহ দৃষ্টিগোচর হয়েন না। অব্যবহার্য্যং অর্থাৎ পরমাত্মা অদৃষ্ট এই নিমিত্ত তেঁহো ব্যবহার্য্য হইতে পারেন না। অগ্রাহ্যং অর্থাৎ

হস্তাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা তেঁহ গ্রাহ্য হইতে পারেন না। অলক্ষণং অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ অনুমানের দ্বারা জানাযায় না। অচিন্ত্যং অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপের চিন্তা করা যায় না। অব্যপদেশ্যং অর্থাৎ শব্দের দ্বারা তাঁহার নির্দ্দেশ হইতে পারে না। একাত্মপ্রত্যয়সারং অর্থাৎ জাগরণ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাতে একই চৈতন্যস্বরূপ আত্মা অধিষ্ঠাতা হয়েন এই জ্ঞানেতে যে ব্যক্তির নিশ্চয় থাকে তাহার প্রাপ্ত তেঁহ হয়েন। প্রপঞ্চোপশমং অর্থাৎ যাবৎ প্রপঞ্চময় উপাধি তাহার লেশ সেই আত্মাতে নাই। শান্তং অর্থাৎ রাগদ্বেষাদিরহিত। শিবং অর্থাৎ শুদ্ধস্বরূপ তেঁহ হয়েন। অদ্বৈতং অর্থাৎ ভেদবিকল্পশূন্য তেঁহ হয়েন। চতুর্থং অর্থাৎ জাগরণ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার অধিষ্ঠাতা রূপে তেঁহ প্রতীত হইয়াছিলেন এখন এই তিন উপাধি হইতে ভিন্নরূপে প্রতীতির নিমিত্ত তাঁহাকে চতুর্থ করিয়া কহিতেছেন। স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ অর্থাৎ সেই উপাধিরহিত যে তুরীয় তেঁহই আত্মা তেঁহই জ্ঞেয় হয়েন। ৭। সোঽয়-মাত্মা অধ্যক্ষরমোঁকারোঽধিমাত্রং পাদামাত্রামাত্রাশ্চ পাদা অকারোকার-মকার ইতি। ৮। সেই তুরীয় আত্মা তেঁহ ওঁকার-যে অক্ষর তৎস্বরূপে বর্ণিত হইয়াছেন সেই ওঙ্কারকে বিভাগ করিলে অধিমাত্র হয়েন অর্থাৎ ওঙ্কার তিনমাত্রা সহিত বর্ত্তমান হয়েন যেহেতু জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার নিদর্শনে আত্মার যে তিন প্রকার কহাগিয়াছে সেই তিন প্রকার ওঁকারের তিন মাত্রা হয়েন সেই তিন মাত্রা অকার উকার মকার হইয়াছেন। ৮। জাগরিতস্থানো বৈশ্বানরোঽকারঃ প্রথমা মাত্রা আপ্তে-রাদিমত্ত্বাদ্বা আপ্নোতি হ বৈ সর্ব্বান্ কামানাদিশ্চ ভবতি য এবং বেদ। ৯। জাগরণের অধিষ্ঠাতা যে বিশ্বরূপ আত্মা তেঁহ ওঙ্কারের অকাররূপ প্রথম মাত্রা হয়েন যেহেতু বিরাটের ন্যায় অকার সকল বাক্যকে ব্যাপিয়া থাকেন। শ্রুতিঃ। অকারো বৈ সর্ব্বা বাক্। অথবা যেমন প্রথম অবস্থার অধি-ষ্ঠাতা যে বিরাট তেঁহ অন্য অন্য অবস্থার অধিষ্ঠাতার প্রথমে গণিত হই-য়াছেন সেইরূপ ওঙ্কারের তিন মাত্রার মধ্যে অকার প্রথমে গণিত হয়েন এই নিমিত্ত অকারকে বিরাট করিয়া বর্ণন করেন। যে ব্যক্তি এইরূপ অকার আর বিরাট উভয়কে এক করিয়া জানে সে তাবৎ অভিলষিত

ব্রহ্মাকে পায় আর উত্তম লোকের মধ্যে প্রথমে গণিত হয়। ৯। স্বপ্নস্থান স্তৈজস উকারো দ্বিতীয়া মাত্রা উৎকর্ষাদুভয়ত্বাদ্বা উৎকর্ষতি হ বৈ-জ্ঞানসন্ততিং সমানশ্চ ভবতি নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি য এবং বেদ। ১১। স্বপ্নের অধিষ্ঠাতা যে তৈজস পরমাত্মা তেঁহ ওঙ্কারের দ্বিতীয়মাত্রা যে উকার তৎস্বরূপ হয়েন বৈশ্বানর হইতে যেমন তৈজসকে উপাধির ন্যূনতা লইয়া উৎকৃষ্ট কহেন সেইরূপ অকার হইতে উকারকেও উৎকৃষ্ট কহিয়াছেন অথবা যেমন বিশ্ব এবং প্রাজ্ঞের মধ্যে অর্থাৎ জাগরণের অধিষ্ঠাতা এবং সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতা এ দুইয়ের মধ্যেতে স্বপ্নের অধিষ্ঠাতা গণিত হইয়াছেন সেইরূপ ওঁকারের অকার আর মকারের মধ্যেতে উকার গণিত হইয়াছেন এই সাম্য লইয়া উকারকে তৈজস করিয়া বর্ণন করিলেন যে ব্যক্তি এইরূপে উকার আর তৈজসের অভেদ জ্ঞান করে সে যথার্থ জ্ঞান সমূহকে পায় আর সে ব্যক্তিকে শত্রু মিত্র উভয় পক্ষে দ্বেষ করে না এবং সে ব্যক্তির পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে সকলেই ব্রহ্মনিষ্ঠ হয়েন অন্য প্রকার হয় না। ১১। সুষুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞো মকারস্তৃতীয়া মাত্রা মিতেরপীতের্বা মিনোতি হ বা ইদং সর্ব্বং অপীতিশ্চ ভবতি য এবং বেদ। ১১। সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতা যে প্রাজ্ঞ পরমাত্মা তেঁহ ওঙ্কারের তৃতীয়মাত্রা যে মকার তৎস্বরূপ হয়েন যেমন সুষুপ্তি অবস্থাতে জাগরণ আর স্বপ্নের প্রবেশ হইয়া পুনরায় সুষুপ্তি হইতে নিঃসৃত হয়েন সেইরূপ ওঙ্কারের উচ্চারণের সমাপ্তিতে অকার এবং উকার মকারে প্রবেশ করিয়া পুনরায় ওঙ্কারের প্রয়োগের সময় ঐ দুই মাত্রা মকার হইতে নির্গত হয়েন অথবা যেমন বিশ্ব আর তৈজস অর্থাৎ জাগরণ আর স্বপ্নের অধিষ্ঠাতা সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতাতে লীন হয়েন সেইরূপ অকার আর উকার মকারে লয়কে পায়েন এই নিমিত্ত মকারকে সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতা করিয়া বর্ণন করেন যে ব্যক্তি এইরূপে মকার আর প্রাজ্ঞকে অভেদ করিয়া জ্ঞান করে সে এই জগৎকে যথার্থ মতে জানে আর জগতের কারণ যে পরমাত্মা তৎস্বরূপ হয়। ১১। অমাত্রশ্চতুর্থোঽব্যবহার্য্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোঽদ্বৈত এবমোঁকার আত্মৈব সংবিশতি আত্মনাত্মানং য এবং বেদ য এবং বেদ। ১২। মাত্রাশূন্য যে ওঙ্কার অর্থাৎ বর্ণরহিত প্রণব তেঁহ তুরীয় নির্বিশেষ পরমাত্মা হয়েন তেঁহ বাক্য

মনের অগোচর এনিমিত্ত অব্যবহার্য্য উপাধিরহিত এবং নিত্যশুদ্ধ ভেদ-শূন্য হয়েন এইরূপ বিশেষ জ্ঞানের দ্বারা ওঙ্কারকে পরমাত্মাস্বরূপ করিয়া যে ব্যক্তি জানে সে আত্মস্বরূপেতে অবস্থিতি করে অর্থাৎ তাহার উপাধি-জন্য ভেদবুদ্ধি আর থাকে না যেমন রজ্জুর যথার্থ জ্ঞান হইলে ভ্রম সর্পের জ্ঞান পুনরায় আর থাকেনা। শেষ বাক্যে পুনরুক্তি উপনিষৎ সমাপ্তির জ্ঞাপক হয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব তিন প্রকরণে ঐহিক ফল শ্রুতি লিখিলেন কিন্তু নির্বিশেষ যে তুরীয় তাঁহার প্রকরণে উপাধিঘটিত কোনো ফলশ্রুতির লেশ নাই যেহেতু কেবল স্বরূপে অবস্থিতি ইহার প্রয়োজন হয় ইতি মাণ্ডুক্যোপনিষৎ সমাপ্তা। ওঁতৎসৎ। শন ১২২৪ শাল। ২১ আশ্বিন।

॥ ওঁতৎসৎ ॥

এই উপনিষদের ভাষ্যেতে যে যে আশঙ্কা করিয়া সমাধান করিয়াছেন তাহার মধ্যে যে যে আশঙ্কা এবং সামাধানকে জানিলে পরমার্থ বিষয়ে শ্রদ্ধার দৃঢ়তা জন্মে এবং বিচারের ক্ষমতা হয় তাহার সংক্ষেপ বিবরণ লিখিতেছি এই গ্রন্থের ৬০৮পৃষ্ঠের ২২পংক্তিতে লিখেন যে জাতি গুণ ক্রিয়া সংজ্ঞা সম্বন্ধ ইত্যাদির দ্বারা বস্তুকে বাক্য কহেন. কিন্তু এ সকলের কিছুই সেই তুরীয় পরমাত্মাতে নাই. সুতরাং বিশেষণের নিষেধ দ্বারা অর্থাৎ তন্ন তন্ন রূপে তাঁহাকে বেদে কহিতেছেন এস্থানে ভগবান্ ভাষ্যকার আপত্তি করিয়া সমাধান করিয়াছেন। আপত্তি। জাতি গুণ ক্রিয়া ইত্যাদি বিশেষণ যদি পরমাত্মার নাই তবে তেঁহ শূন্যের ন্যায় কোনো বস্তু না হয়েন. অতএব তেঁহ আছেন এমৎ কেন স্বীকার করি। সমাধান। যদি পরমাত্মা কোনো বস্তু না হইতেন তবে তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া প্রপঞ্চময় জগৎ সত্যের ন্যায় দেখাইতো না যেমন বাস্তবিক মন না থাকিলে স্বপ্নেতে যে সকল বস্তু দেখাযায় তাহা কদাপি দেখাযাইতো না আর যেমন ভ্রম সর্প রজ্জু বিনা আর ভ্রমাত্মক জল জ্যোতির অবলম্বন বিনা প্রকাশ পায় না। যদি এস্থলে এমৎ কহ যে পূর্ব্ব সিদ্ধান্তের দ্বারা জানাগেল যে ব্রহ্ম প্রপঞ্চময় জগতের আশ্রয় হয়েন তবে যেমন জলের আধার এই

বিশেষণের দ্বারা ঘটকে কহিতেছি সেইরূপ জগতের আশ্রয় এই বিশেষণের দ্বারা বেদে ব্রহ্মকে না কহিয়া তন্ন তন্ন এইরূপে বিশেষণের নিষেধ দ্বারা কেন কহেন। তাহার উত্তর। জল সত্য হয় এনিমিত্ত জলের আধার এই বিশেষণের দ্বারা ঘটকে কহাযায় কিন্তু প্রপঞ্চময় জগৎ সর্ব্ব প্রকারে অসৎ হয় অতএব অসতের সহিত সত্য যে পরমাত্মা তাঁহার বাস্তবিক সম্বন্ধের সম্ভাবনা নাই এনিমিত্ত অসৎ যে জগৎ তদ্ঘটিত বিশেষণের দ্বারা বেদে সত্য স্বরূপ পরমাত্মাকে কিরূপে কহিতে পারেন। এস্থলে পুনরায় যদি বল যে জগৎকে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি অতএব কিরূপে তাহাকে সর্ব্ব প্রকারে মিথ্যা কহা যায়। উত্তর। স্বপ্নেতে যে সকল বস্তুকে দেখ এবং তৎকালে তাহাতে যে নিশ্চয় কর আর জাগরণেতে যে সকল বস্তু প্রত্যক্ষ দেখ ও তাহাতে যে নিশ্চয় করিতেছ এ দুই নিশ্চয়ের মধ্যে কিছুমাত্র ভেদ নাই কিন্তু স্বপ্নের জগৎকে স্বপ্নভঙ্গ হইলে মিথ্যা করিয়া জ্ঞান এবং বিশ্বাস হয় যে বাস্তবিক মিথ্যা বস্তু কোনো সত্যের আশ্রয়েতে সত্যের ন্যায় দেখা দিয়াছিল. সেইরূপ যথার্থ জ্ঞানের উদয় হইলে এই জাগরণের জগৎ যাহাকে এখন সত্য করিয়া জানিতেছ ইহাকেও মিথ্যা করিয়া জানিবে এবং বিশ্বাস হইবেক যে সেই সত্যস্বরূপ পরমাত্মার আশ্রয়েতে মিথ্যা জগৎ সত্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছিল। পুনরায় যদি কহ যে পরমাত্মা প্রপঞ্চময় জগতের আশ্রয় হয়েন ইহা স্বীকার করিলাম কিন্তু তাঁহার জ্ঞানে কোনো প্রয়োজন নাই। উত্তর। আত্মার জ্ঞান যে পর্য্যন্ত না হয় তাবৎ প্রপঞ্চময় জগতের সত্যজ্ঞান থাকিয়া নানাপ্রকার দুঃখ এবং দুঃখমিশ্রিত সুখের ভাজন জীব হয় কিন্তু আত্মজ্ঞান জন্মিলে অন্য বস্তুর আকাঙ্ক্ষা আর থাকে না যেমন রাঙ্গেতে রূপার ভ্রম যাবৎ থাকে সে পর্য্যন্ত তাহার প্রাপ্তির প্রয়াসে দুঃখ পায় সেই রূপার ভ্রম দূর হইয়া যথার্থ রাঙ্গের জ্ঞান হইলে তাহার প্রয়াস এবং তজ্জন্য দুঃখ আর থাকে না। যদি বল তিন প্রকার অর্থাৎ জাগরণ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই মায়িক বিশেষণের নিষেধ দ্বারা পরমাত্মাকে বেদে প্রতিপন্ন করিতেছেন তবে পৃথক করিয়া তুরীয়কে বর্ণন করিবার কি আবশ্যকতা আছে যেহেতু ঐ তিন প্রকার বিশেষণকে কহিলেই ঐ তিন প্রকার হইতে যে

ভিন্ন তেঁহ তুরীয় হয়েন ইহা বোধগম্য সুতরাং হইতো। উত্তর। যদি তিন প্রকার অধিষ্ঠাতা হইতে বস্তুত তুরীয় ভিন্ন হইতেন তবে ঐ তিন প্রকারকে কহিলেই তাহা হইতে ভিন্ন যে তুরীয় তাঁহার প্রতীতি হইতো কিন্তু ঐ তিন অবস্থার যে অধিষ্ঠাতা তেঁহই তুরীয় হয়েন তবে তিন অবস্থা মায়িক এনিমিত্ত তিন অবস্থার অধিষ্ঠাতাকেই তিন অবস্থা হইতে পৃথক্ করিয়া তুরীয় শব্দে কহিয়াছেন যেমন রজ্জুকে ভ্রম সর্পের অধিষ্ঠাতা করিয়া কখন উপলব্ধি করিতেছি কখন বা সর্পের নিষেধের দ্বারা কেবল রজ্জুকে উপলব্ধি করি অতএব বাস্তবিক উভয়ের ভেদ নাই ঐ বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষী নিষ্কল পরমাত্মা তেঁহই উপাস্য হইয়াছেন॥ ওঁ তৎসৎ॥

গোস্বামীর সহিত বিচার।

॥ ওঁ তৎসৎ ॥

অদ্বিতীয় ইন্দ্রিয়ের অগোচর সর্ব্বব্যাপি যে পরব্রহ্ম তাঁহার তত্ত্ব হইতে লোক সকলকে বিমুখ করিবার নিমিত্তে ও পরিমিত এবং মুখ নাসিকাদি অবয়ব বিশিষ্টের ভজনে প্রবর্ত্ত করাইবার জন্যে ভগবদ্গৌরাঙ্গপরায়ণ গোস্বামিজী পরিপূর্ণ ১১ পত্রে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন তাহার উত্তর প্রত্যেকে দেওয়া যাইতেছে বিজ্ঞ সকলে বিবেচনা করিবেন। প্রথম পত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় প্রশ্ন করেন যে "সকল বেদের প্রতিপাদ্য সদ্রূপ পরব্রহ্ম হইয়াছেন ইহার উত্তর বাক্য কি সংগ্রহ করিব যেহেতু একথা সকল দর্শন-কারদিগ্যের সম্মত কিন্তু ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে ব্রহ্মেতে কোনো উপাধি দোষ স্পর্শ হইবে না অথচ বেদেরা প্রতিপন্ন করিতেছেন তাহার প্রকার কি"। উত্তর। বেদ সকল ব্রহ্মের সত্তাকে কি রূপে প্রতিপন্ন করেন আর উপাধি দোষ স্পর্শ বিনা কি রূপে ব্রহ্ম তত্ত্ব কথনে বেদেরা প্রবর্ত্ত হয়েন ইহা জানিবার নিমিত্ত লোক সকলের উচিত যে পক্ষপাত পরিত্যাগ পূর্ব্বক দশোপনিষদ্ বেদান্ত শাস্ত্রের আলোচনা করেন যদি চিত্ত শুদ্ধি হইয়া থাকে তবে বেদান্তের বিশেষ অবলোকনের পরে এতাদৃশ প্রশ্নের পুনরায় সম্ভাবনা থাকে না। সংপ্রতি আমরাও এ বিষয়ে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। কেনোপনিষৎ। অন্যদেব তদ্বিদিতা দথো অবিদিতাদধি। যাবৎ বিদিত বস্তু অর্থাৎ যে যে বস্তুকে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায় ব্রহ্ম সে সকল বস্তু হইতে ভিন্ন হয়েন এবং ঘটপটাদি হইতে ভিন্ন অথচ অদৃশ্য যে পরমাণু তাহা হইতেও ভিন্ন হয়েন। বৃহদারণ্যক। অথাত আদেশো নেতি নেতি। এ বস্তু ব্রহ্ম নহে এ বস্তু ব্রহ্ম নহে ইত্যাদি রূপে যাবৎ জন্য বস্তু হইতে ব্রহ্ম ভিন্ন হয়েন এই মাত্র ব্রহ্মের উপদেশ বেদে করেন কিন্তু জগতের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গ দেখিয়া আর জড় স্বরূপ শরীরের প্রবৃত্তি দেখিয়া এই সকলের কারণ যে পরব্রহ্ম তাঁহার সত্তাকে নিরূপণ করেন। যদি এই প্রশ্নের উত্তরকে প্রশ্নোত্তরের দ্বারা বিশেষ মতে কোন জ্ঞানির নিকট আপন-কার জানিবার ইচ্ছা হয় তবে মুণ্ডকোপনিষদের শ্রুতি এবং গীতা স্মৃতির

অর্থের আলোচনা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় তাহা করিবেন। মুণ্ডকোপনিষৎ শ্রুতি। তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং। সেই ব্রহ্মতত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত বিনয় পূর্ব্বক বেদজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট যাইবেক। গীতাস্মৃতি। তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নের সেবযা। প্রণিপাত ও সেবা ও প্রশ্নের দ্বারা জ্ঞানির নিকটে তত্ত্বজ্ঞানকে জানিবেক। আপনি তৃতীয় পৃষ্ঠায় পুনরায় লিখেন যে তোমাদের যদি কোন বেদান্ত ভাষ্য অবলোকনের দ্বারা ব্রহ্ম নিরাকার এমৎ জ্ঞান হইয়া থাকে তবে সে কুজ্ঞান। উত্তর। কেবল ভগবৎ পূজ্যপাদের ভাষ্যেই ব্রহ্মকে আকার রহিত করিয়া কহিয়াছেন এমৎ নহে কিন্তু তাবৎ উপনিষদে ও বেদান্ত সূত্রে ব্রহ্মকে নাম রূপের ভিন্ন করিয়া স্পষ্ট রূপে এবং প্রসিদ্ধ শব্দে সর্ব্বত্র কহেন এ সকল শাস্ত্র অপ্রাপ্য নহে সুতরাং তাহাতে কাহারো প্রতারণার সম্ভাবনা নাই অতএব তাহার কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। কঠবল্লী। অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ। পৃথিবীতে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পাঁচ গুণ আছে এ নিমিত্ত শ্রোত্র ত্বক চক্ষু জিহ্বা ঘ্রাণ এই পাঁচ ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য পৃথিবী হয়েন জলেতে গন্ধ গুণ নাই এ প্রযুক্ত পৃথিবী হইতে জল সূক্ষ্ম এবং ব্যাপক হইয়া ঘ্রাণ ভিন্ন চারি ইন্দ্রিয়ের গোচর হয়েন আর তেজেতে গন্ধ ও রস এই দুই গুণ নাই এ নিমিত্ত জল হইতে তেজ সূক্ষ্ম এবং ব্যাপক হইয়া ঘ্রাণ আর জিহ্বা ইহা ভিন্ন তিন ইন্দ্রিয়ের গোচর হয়েন আর বায়ুতে রূপ রস গন্ধ এই তিন গুণ নাই এ নিমিত্ত তেজ হইতেও বায়ু সূক্ষ্ম এবং ব্যাপক হইয়া ঘ্রাণ জিহ্বা চক্ষু এই তিন ইন্দ্রিয় ভিন্ন যে দুই ইন্দ্রিয় তাহার গোচর হয়েন আর আকাশেতে স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই চারি গুণ নাই এ নিমিত্ত বায়ু হইতেও আকাশ সূক্ষ্ম এবং ব্যাপক হইয়া ত্বক চক্ষু জিহ্বা ঘ্রাণ এই চারি ভিন্ন কেবল এক শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের গোচর হয়েন অতএব এ পাঁচ গুণের এক গুণও যে পরমাত্মাতে নাই তেঁহ কি রূপ সূক্ষ্ম ও ব্যাপক এবং ইন্দ্রিয়ের অগোচর হয়েন তাহা কি প্রকারে বলা যায়। মুণ্ডক। যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদং ইত্যাদি। যে ব্রহ্ম চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গোচর নহেন আর হস্তাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন

এবং জন্মরহিত এবং চক্ষুঃশ্রোত্র হস্তপাদাদি অবয়বরহিত হয়েন ইত্যাদি। মাণ্ডুক্যোপনিষৎ। অদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যং। যে-হেতু ব্রহ্ম সর্ব্ব বিশেষণ রহিত হয়েন এই নিমিত্ত তেঁহ দৃষ্টিগোচর হয়েন না এবং ব্যবহারের যোগ্য তেঁহ হয়েন না আর হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তেঁহ গ্রাহ্য হয়েন না এবং তাঁহার স্বরূপ অনুমানের দ্বারা জানা যায় না এবং তাঁহার স্বরূপ চিন্তার যোগ্য নহে আর তেঁহ শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ্য নহেন। অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ। বেদান্তের ৩ অধ্যায়। ২ পাদ। ১৪ সূত্র। ব্রহ্ম কোন প্রকারেই রূপ বিশিষ্ট নহেন যে হেতু নির্গুণ প্রতিপাদক শ্রুতির সর্ব্বত্র প্রাধান্য হয়। অতএব এই সকল স্পষ্ট শব্দ হইতে প্রসিদ্ধ যে অর্থ নিষ্পন্ন হইতেছে তাহার জ্ঞানকে কুজ্ঞান করিয়া কহিতে তাঁহারাই পারেন যাহাদের বেদে প্রামাণ্য নাই অথবা যাঁহারা প্রতারণার উদ্দেশে কিম্বা পক্ষপাত করিয়া স্পষ্টার্থের বিপরীত অর্থ কল্পনা করেন। পুনর্ব্বার তৃতীয় পৃষ্ঠায় লিখেন যে বেদ ও ব্রহ্মসূত্র এবং বেদান্তাদি শাস্ত্র প্রাকৃত মনুষ্যের বোধগম্য হইতে পারে না। উত্তর। যদ্যপি বেদ দুর্জ্ঞেয় বটেন তত্রাপি বেদের অনুশীলন করা ব্রাহ্মণের নিত্য ধর্ম্ম হইয়াছে অতএব তাহার অনুষ্ঠান সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। শ্রুতিঃ। ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্ম্মঃ ষড়ঙ্গো বেদোঽধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চ ইতি। ব্রাহ্মণের নিষ্কারণ ধর্ম্ম এই যে ষড়ঙ্গ বেদের অধ্যয়ন করিবেন এবং অর্থ জানিবেন। ভগবান্ মনু। আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাৎ বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্। ব্রহ্মজ্ঞানে এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহে ও বেদাভ্যাসে ব্রাহ্মণ যত্ন করিবেন। বেদ দুর্জ্ঞেয় হইলেও বেদার্থ জ্ঞান ব্যতিরেকে আমাদের ঐহিক পারত্রিক কোন মতে নিস্তার নাই এই হেতু বেদের অর্থাবধারণ সময়ে সেই অর্থে সন্দেহ না জন্মে এই নিমিত্ত দ্বিতীয় প্রজাপতি ভগবান্ স্বায়ম্ভুব মনু ধর্ম্মসংহিতাতে তাবৎ বেদার্থের বিবরণ করিয়াছেন। শ্রুতিঃ। যৎ কিঞ্চিন্মনুরবদত্তদ্বৈ ভেষজং। যাহা কিছু মনু কহিয়াছেন তাহাই পথ্য। এবং বিষ্ণুরুদ্রাংশসম্ভব ভগবান্ বেদব্যাস বেদান্তসূত্রের দ্বারা বেদার্থের সমন্বয় করিয়াছেন এবং ভগবান্ পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য ঐ বেদান্তসূত্রের এবং দশোপনিষদের ভাষ্যে তাবৎ অর্থ স্থির করিয়াছেন অতএব বেদ দুর্জ্ঞেয় হইয়াও এই সকল উপায়ের

দ্বারা সুগম হইয়াছেন ইহাতে কোন আশঙ্কা হইতে পারে না। ব্যাসস্মৃতি। বেদাদ্ যোঽর্থঃ স্বয়ং জ্ঞাতস্তত্রাজ্ঞানং ভবেদ্ যদি। ঋষিভি র্নিশ্চিতে তত্র কা শঙ্কা স্যান্মনীষিণাং। বেদ হইতে যে অর্থের জ্ঞান হয় তাহাতে যদি শঙ্কা জন্মে তবে ঋষিরা যেরূপ তাহার অর্থ নির্ণয় করিয়াছেন তাহাতে বিজ্ঞ ব্যক্তিদের আর শঙ্কা হইতে পারে না। আর সেই পৃষ্ঠাতে আপনি লিখেন যে পরমার্থ বিষয়ে প্রাকৃত মনুষ্যের প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ হইতে পারে না। ইহার উত্তর। অনুমানাদি সকল প্রমাণের মূল যে প্রত্যক্ষ তাহা প্রমাণ না হইলে তাবৎ প্রমাণ উচ্ছন্ন হইয়া যায় অর্থাৎ যদি প্রত্যক্ষ প্রমাণ না হয় তবে বেদ পুরাণাদি শাস্ত্র যাহা প্রত্যক্ষ দেখি এবং প্রত্যক্ষ শুনি তাহার অপ্রামাণ্য হইয়া সকল ধর্ম্ম লোপ হইতে পারে আর প্রাকৃত মনুষ্যের প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য না থাকিলে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি বিফল হয় কিন্তু বেদ শাস্ত্রকে এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণকে অপ্রমাণ করিয়া লোককে জানাইলে নবীন মতাবলম্বীদের উপকার আছে যেহেতু বেদের প্রামাণ্য থাকিলে তাঁহাদের স্বয়ং রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ ও ভাষা পয়ার সকল যাহা বেদবিরুদ্ধ তাহা লোকে মান্য হইতে পারে না এবং প্রত্যক্ষকে প্রমাণ স্বীকার করিলে জন্যকে নিত্য করিয়া ও অচেতনকে সচেতন করিয়া এবং এক দেশ স্থায়ীকে বিশ্বব্যাপক করিয়া বিশ্বাস জন্মাইতে পারা যায় না। সুতরাং নবীনমতাবলম্বীরা বেদে এবং প্রত্যক্ষে অপ্রামাণ্য জন্মাইবার চেষ্টা আপন মতের স্থাপনের নিমিত্ত অবশ্যই করিবেন কিন্তু বেদ যাহার বিচারণীয় না হয় ও প্রত্যক্ষ যাহার গ্রাহ্য নহে তাহার বাক্য বিজ্ঞ লোকের গ্রাহ্য কি প্রকারে হইতে পারে। বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণং ধর্ম্মার্থযুক্তং বচনং প্রমাণং। যস্য প্রমাণং ন ভবেৎ প্রমাণং কস্তস্য কুর্য্যাৎ বচনং প্রমাণং॥ ইহার তাৎপর্য্য এই যে বেদাদিতে যাহার প্রামাণ্য নাই তাহার বাক্য কেহো প্রমাণ করে না আর যে মতের স্থাপনের নিমিত্তে বেদকে অবিচারণীয় কহিতে হয় আর প্রত্যক্ষ প্রমাণকে অপ্রমাণ জানাইতে হয় সে মত সত্য কি মিথ্যা ইহা বিজ্ঞ লোকের অনায়াসে বোধগম্য হইতে পারে। আর চতুর্থ পৃষ্ঠায় লিখেন বেদার্থ নির্ণায়ক যে মুনিগণ তাহাদের বাক্যে পরস্পর বিরোধ আছে একারণ বেদার্থ নির্ণায়ক যে

পুরাণ ইতিহাস তাহাই সম্প্রতি বিচারণীয় এবং পুরাণ ইতিহাসকে বেদ বলিতে হইবে। উত্তর। বেদার্থ নির্ণয়কর্ত্তা মুনিগণের বাক্যে পরস্পর বিরোধ আছে এ নিমিত্ত যদি বেদ বিচারণীয় না হয়েন তবে পরস্পর-বিরুদ্ধ যে ব্যাসাদি ঋষিবাক্য তাহা কি রূপে বিচারণীয় হইতে পারে অতএব এই যুক্তির অনুসারে পুরাণ এবং ইতিহাস প্রভৃতি যাহা ঋষিবাক্য তাহাও বিচারণীয় না হইয়া সকল ধর্ম্মের লোপাপত্তি হয়। দ্বিতীয়তঃ এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে দুর্জ্ঞেয় নিমিত্ত বেদ যদি ব্যবহার্য্য না হয়েন তবে আপনারা গায়ত্রী সন্ধ্যা দশ সংস্কার প্রভৃতি বেদ মন্ত্রে করেন কি পুরাণ বচনে করিয়া থাকেন। পুরাণাদিতে বেদার্থকে এবং নানা প্রকার নীতিকে ইতিহাস ছলে স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধুদিগের নিমিত্তে ব্যক্ত করিয়া কহিয়াছেন সুতরাং ঐ সকল শাস্ত্র মান্য কিন্তু পুরাণ ইতিহাস সাক্ষাত বেদ নহেন যেহেতু সাক্ষাত বেদ হইলে শূদ্রাদির শ্রোতব্য হইতেন না। এবং আপনকার যে মতে বেদ অবিচারণীয় হয়েন সে মতে পুরাণাদি সাক্ষাত বেদ হইলে তাহাও অবিচারণীয় হইতে পারে। তবে যে বেদের তুল্য করিয়া পুরাণে পুরাণকে কহিয়াছেন এবং মহাভারতে মহাভারতকে বেদ হইতে গুরুতর লিখেন আর আগমে আগমকে শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ এ সকল হইতে শ্রেষ্ঠ করিয়া কহেন সে পুরাণাদির প্রশংসা মাত্র যেমন ব্রতানাং ব্রতমুত্তমং অর্থাৎ প্রায় প্রত্যেক ব্রতের প্রশংসায় কহিয়াছেন এ ব্রত অন্য সকল ব্রত হইতে উত্তম হয়েন আর যেমন পদ্মপুরাণে শ্রীরাম চন্দ্রের অষ্টোত্তর শত নামের ফলে লিখিয়াছেন। রাজানো দাসতাং যান্তি বহ্নয়ো যান্তি শীততাং। এই স্তবের পাঠ করিলে রাজা সকল দাসত্ব প্রাপ্ত হন আর অগ্নি সকল শীতল হন। যদি এবাক্য প্রশংসাপর না হইয়া যথার্থ হইত তবে এ স্তব পাঠ করিয়া অগ্নিতে হস্ত প্রদান করিলে কদাপি হস্ত দগ্ধ হইতো না আর দ্বাদশীতে পূতিকা ভক্ষণ করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ হয় এমত স্মৃতিতে কহিয়াছেন সে নিন্দা দ্বারা শাসনপর না হইয়া যদি যথার্থ ব্রহ্মহত্যা হয় তবে পূতিকা ভক্ষণের প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত কেন না করে। এই রূপে ঐ সকল বাক্য কোন স্থানে প্রশংসাপর কোন স্থানে বা শাসনপর হয়। পুরাণ ইতিহাসের যে তাৎপর্য্য তাহা ঐ পুরাণ ইতিহাসের

কর্ত্তা তাহাতেই কহিয়াছেন। স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা। ভারতব্যপদেশেন হ্যাম্নায়ার্থাঃ প্রদর্শিতাঃ॥ স্ত্রী শূদ্র এবং পতিত ব্রাহ্মণ এ সকলের কর্ণগোচর বেদ হইতে পারেন না এনিমিত্ত ভারতের উপদেশে তাবৎ বেদের অর্থ স্পষ্টরূপে কহিয়াছেন। সর্ব্ববেদার্থ সংযুক্তং পুরাণং ভারতং শুভং। স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং কৃপার্থং মুনিনা কৃতং॥ সকল বেদার্থ সম্বলিত যে পুরাণ এবং মহাভারত হয়েন তাহাকে স্ত্রীশূদ্র পতিত ব্রাহ্মণের প্রতি কৃপা করিয়া বেদ ব্যাস কহিয়াছেন। অতএব বেদ এবং বেদশিরোভাগ উপনিষদের আলোচনাতে যাঁহাদের অধিকার আছে তাঁহারা সেই অনুষ্ঠানের দ্বারাতেই কৃতার্থ হইবেন। শ্রুতিঃ। তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি ইত্যাদি। সেই পরমাত্মাকে বেদবাক্যের দ্বারা ব্রাহ্মণ সকল জানিতে ইচ্ছা করেন। মনুঃ। বেদশাস্ত্রার্থতত্বজ্ঞো যত্রতত্রাশ্রমে বসন্। ইহৈব লোকে তিষ্ঠন্ স ব্রহ্মভূযায় কল্পতে॥ যে ব্যক্তি বেদ শাস্ত্রের অর্থ যথার্থরূপে জানে এবং তাহার অনুষ্ঠান করে সে ব্যক্তি যে কোনো আশ্রমে থাকিয়া ইহলোকেই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হয়। যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ। সর্ব্বাস্তা নিস্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠা হি তাঃ স্মৃতাঃ॥ বেদের বিরুদ্ধ যে২ স্মৃতি ও বেদবিরুদ্ধ তর্ক তাহা সকলকে নিস্ফল করিয়া জানিবে যেহেতু মনু প্রভৃতি ঋষিরা তাহাকে নরক সাধন করিয়া কহেন। ৫। আপনি ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় লিখেন যে বেদব্যাস বিষ্ণুর অবতার এবং তিনি যাহা জানিয়াছেন ও যাহা কহিয়াছেন তাহাই প্রমাণ আর ইহার পোষক পুরাণের বচন লিখিয়াছেন। ইহার উত্তর। এ যথার্থ বটে এই নিমিত্তই ভগবান্ বেদব্যাস বেদের সমন্বয়ার্থ যে শারীরক সূত্র করিয়াছেন তাহা বিশ্বের নিঃসন্দেহে মান্য হইয়াছে এবং স্ত্রীশূদ্রাদির নিমিত্ত যে পুরাণ ইতিহাস করিয়াছেন তাহাও মান্য এবং অধিকারীবিশেষের উপকারক হয় একথা আমরা ঈশোপনিষদের ভূমিকাতে লিখিয়াছি এবং বেদব্যাস ভিন্ন মনু প্রভৃতি ঋষিরা যাহা কহিয়াছেন তাহাও সর্ব্ব প্রকারে মান্য। পুনরায় সপ্তম পৃষ্ঠায় লিখেন যে পুরাণের মধ্যে যে২ স্থানে বিষ্ণুর মাহাত্ম্য আছে সে সাত্বিক আর ব্রহ্মাদির মাহাত্ম্য যাহাতে আছে তাহা রাজস আর শিবাদির মাহাত্ম্য

যে পুরাণে আছে সে তামস এবং গরুড় পুরাণ বলিয়া প্রমাণ দিয়াছেন। ইহার উত্তর। তমোলেশরহিত যে মহাদেব তাহার মাহাত্ম্য যে শাস্ত্রে থাকে সে শাস্ত্র তামস হয় ইহা মনু প্রভৃতি কোনো শাস্ত্রে নাই বিশেষত মহাভারতে লিখেন। যন্নেহাস্তি ন কুত্রচিৎ। যাহা মহাভারতে নাই তাহা কুত্রাপি নাই সে মহাভারতেও শিব মাহাত্ম্য যুক্ত গ্রন্থকে তামস করিয়া কহেন নাই বরঞ্চ মহাভারত শিব মাহাত্ম্যেতে পরিপূর্ণ হয় তবে আপনি গরুড় পুরাণ বলিয়া যে সকল বচন লিখিয়াছেন এরূপ বচন কোনো প্রসিদ্ধ সংগ্রহকারের ধৃত নহে। দ্বিতীয়ত মহাভারতীয় দান ধর্ম্মে শিবের প্রতি বিষ্ণুর বাক্য। নমোস্তু তে শাশ্বতসর্ব্বযোনয়ে ব্রহ্মাধিপং ত্বামৃষয়ো বদন্তি। তপশ্চ সত্ত্বঞ্চ রজস্তমশ্চ ত্বামেব সত্যঞ্চ বদন্তি সন্তঃ॥ সর্ব্বদা একরূপ সকলের উৎপত্তিকারণ আর যাঁহাকে সাধু ঋষিরা ব্রহ্মার অধিপতি করিয়া কহেন আর তপস্যা ও সত্ত্বরজস্তম এই তিন গুণের সাক্ষী যে তুমি তোমাকে প্রণাম করিতেছি। সদাশিবাখ্যা যা মূর্ত্তিস্তমোগন্ধবিবর্জ্জিতা। সদাশিবাখ্যা মূর্ত্তির তমোলেশ নাই। ইত্যাদি বচনের দ্বারা মহাদেব সর্ব্বপ্রকারে তমোরহিত হয়েন ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে তবে কিরূপে তাহার মাহাত্ম্য তামস হইতে পারে অতএব সমূলক এই সকল বচনের দ্বারা পূর্ব্ববচনের অমূলত্ব বোধ হয় আর মহাদেবের অংশাবতার নানা প্রকার রুদ্র ও ভৈরব হইতে কখন২ তামস কার্য্য হইয়াছে সে তমো দোষ মহাদেবে কদাপি স্পর্শ হয় না যেমন বিষ্ণুর বুদ্ধাবতারে বেদনিন্দা জন্য দোষ বুদ্ধেতেই আশ্রয় করিয়াছে কিন্তু সে দোষ বিষ্ণুতে স্পর্শ হয় নাই। যদিও গরুড় পুরাণে ঐ সকল বচন যাহাতে শিবের মাহাত্ম্যকে তামস করিয়া লিখেন তাহা পাওয়া যায় তবে সেই পুরাণের প্রকরণ দেখা উচিত হয় যে হেতু মহাভারত বিরুদ্ধ এবং শিব নিন্দা বোধক যে বচন সে দক্ষযজ্ঞ প্রকরণীয় বাক্য হইবেক অতএব শিব বিষয়ে দক্ষাদির নিন্দা বাক্য ও বিষ্ণু বিষয়ে শিশুপালাদির বাক্য প্রমাণ রূপে গ্রাহ্য হইতে পারে না অধিকন্তু এ স্থলে জিজ্ঞাসা করি যে রাজস তামসাদি রূপ পুরাণেতে যে সকল শিবাদির মাহাত্ম্য এবং চরিত্র লিখিয়াছেন তাহা সত্য কি মিথ্যা যদি মিথ্যা কহ তবে বেদব্যাসের সত্যবাদিত্বে ব্যাঘাত হয় আর আপনি

যে কহিয়াছ যে বেদব্যাস যাহা কহিয়াছেন সে প্রমাণ তাহারও বিরোধ হয় আর যদি সত্য কহ তবে পুরাণ মাত্রেরি সমান রূপেই মান্যতা হইবেক। আপনি অষ্টম পৃষ্ঠায় লিখেন যে বেদান্ত সূত্র অতি কঠিন ভগবান্ বেদব্যাস পুরাণ এবং ইতিহাস করিয়াও চিত্তের পরিতোষ না পাইয়া বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য স্বরূপ এবং মহাভারতের অর্থ স্বরূপ পুরাণচক্রবর্ত্তী শ্রীভাগবত মহাপুরাণ করিয়াছেন এবং এই বিষয়ে গরুড় পুরাণের প্রমাণ লিখিয়াছেন। তদ্‌যথা। অর্থোয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ। গায়ত্রীভাষ্যরূপোহসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ। পুরাণানাং সাররূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ। দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোহয়ং শতবিচ্ছেদসংযুতঃ। গ্রন্থোহষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ॥ উত্তর। শ্রীভাগবত পুরাণ নহেন এমৎ বিবাদ করিতে আমরা উদ্যুক্ত নহি কিন্তু বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য স্বরূপ পুরাণ শ্রীভাগবত নহেন ইহাতে কি অন্যের কি আমাদের সকলেরি নিশ্চয় আছে তবে তাবদ্দেশের অশক্ত নবীন বার্ত্তা এতদ্দেশীয় বৈষ্ণব সংপ্রদায় সংপ্রতি উত্থাপিত করিয়াছেন এবং ইহা স্থাপনের নিমিত্ত গরুড় পুরাণীয় কহিয়া ঐ রূপ বচনের রচনা করিয়াছেন কিন্তু শ্রীভাগবত বেদান্তের ভাষ্য স্বরূপ পুরাণ নহেন এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখা যাইতেছে প্রথমত ঐ সকল বচন যাহা আপনি লিখিয়াছেন প্রাচীন কোনো গ্রন্থকারের ধৃত নহে। দ্বিতীয়ত শ্রীধর স্বামী যিনি ভাগবতকে লোকে পুরাণ করিয়া বিশ্বাস করাইয়াছেন তিনিও এরূপ গরুড় পুরাণের স্পষ্ট বচন থাকিতে ইহা হইতে অস্পষ্ট বচন সকল ভাগবতের প্রমাণের নিমিত্ত আপন টীকার প্রথমে লিখিতেন না। তৃতীয়ত আপনকার লিখিত গরুড় পুরাণের বচনের দ্বারা ইহা নিষ্পন্ন হইয়াছে যে সাক্ষাৎ বেদার্থ যে মহাভারত ও বেদার্থ নির্ণায়ক যে বেদান্তসূত্র তাহার অর্থকে শ্রীভাগবতে বিবরণ করিয়াছেন আর পুরাণের মাহাত্ম্য কথনে আপনি পূর্ব্বে লিখেন যে পুরাণ সকল সাক্ষাৎ বেদ এবং সাক্ষাৎ বেদার্থকে কহেন ইহাতে আপনকার পূর্ব্বাপর বাক্য বিরোধ হয় যেহেতু ইহাতে স্পষ্ট বুঝাইতেছে যে সম্পূর্ণ শ্রীভাগবত বেদ এবং বেদের বিবরণ ও পুরাণচক্রবর্ত্তি না হইয়া বেদার্থ যে মহাভারত ও ব্রহ্মসূত্র তাহার বিবরণ হইলেন। চতুর্থ এ দেশে পুরাণ

সকলের প্রায় পরম্পরা প্রচারনাই এবং সুলভ সংস্কৃতে অনায়াসে পুরাণের ন্যায় বচনের রচনা হইতে পারে এই অবসর পাইয়া এতদ্দেশীয় বৈষ্ণবেরা যেমন শ্রীভাগবতকে ভাষ্য করিয়া প্রমাণ করিবার নিমিত্ত গরুড়পুরাণবলি-য়া বচন রচনা করিয়াছেন আর দুই তিন শত বৎসরের মধ্যে জন্ম যাঁহাদের এবং অন্য দেশে অপ্রসিদ্ধ এমৎ নবীন২ ব্যক্তিকে অবতার করিয়া স্থাপন করিবার নিমিত্ত ভবিষ্য ও পদ্মপুরাণ বলিয়া যেমন কল্পিত বচন লিখেন সেই রূপ কোনো২ শাক্ত শ্রীভাগবতকে অপ্রমাণ করিয়া কালীপুরাণকে ভাগবতরূপে স্থাপন করিবার নিমিত্ত স্কন্দ পুরাণীয় বচনের প্রকাশ করেন। তদ্যথা। ভগবত্যাঃ কালিকায়া মাহাত্ম্যং যত্র বর্ণ্যতে। নানাদৈত্য-বধোপেতং তদ্বৈ ভাগবতং বিদুঃ। কলৌ কেচিদ্দুরাত্মানো ধূর্ত্তা বৈষ্ণব-মানিনঃ। অন্যদ্ভাগবতং নাম কল্পয়িষ্যন্তি মানবাঃ॥ যে গ্রন্থেতে নানা অসুর বধের সহিত ভগবতী কালিকার মাহাত্ম্য কহিয়াছেন তাহাকে ভাগবত করিয়া জানিবে। কলিযুগে বৈষ্ণবাভিমানী ধূর্ত্ত দুরাত্মা লোক সকল ভগবতীর মাহাত্ম্যযুক্ত গ্রন্থকে ভাগবত না বলিয়া অন্য ভাগবতের কল্পনা করিবেক। অতএব পূর্ব্ব২ গ্রন্থকারের ধৃত বচন সকলকে শুনিবা মাত্র যদি পুরাণ করিয়া মান্য করা যায় তবে পূর্ব্বের লিখিত বৈষ্ণবের রচিত বচন এবং এই রূপ শাক্তের কথিত বচন এ দুইয়ের পরস্পর বিরোধ দ্বারা শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য এবং অর্থের অনির্ণয় ও ধর্ম্মের লোপ এককালে হইয়া উঠে অতএব যে সকল পুরাণের ও ইতিহাসের সর্ব্বসম্মত টীকা না থাকে তাহার বচন প্রাচীন গ্রন্থকারের ধৃত না হইলে প্রমাণ হইতে পারে না। পঞ্চম। শ্রীভাগবত বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য নহেন ইহা যুক্তির দ্বারা-তেও অতি সুব্যক্ত হইতেছে যেহেতু। অথাত ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। অবধি। অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ। এ পর্য্যন্ত সাড়েপাঁচশত বেদান্ত সূত্র সংসারে বিখ্যাত আছে তাহার মধ্যে কোন্ সূত্রের বিবরণ স্বরূপ এই সকল শ্লোক ভাগবতে লিখিয়াছেন তাহা বিবেচনা করিলেই বেদান্তসূত্রের ভাষ্য রূপ গ্রন্থ শ্রীভাগ-বত বটেন কি না তাহা অনায়াসে বোধ হইবেক। তদ্যথা। দশম স্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়ে। বৎসান্ মুঞ্চন্ ক্বচিদসময়ে ক্রোশসংজাতহাসঃ স্তেয়ং স্বাদ্বত্ত্যথ দধিপয়ঃ কল্পিতৈঃ স্তেয়যোগৈঃ। মর্কান্ ভোক্ষ্যন্ বিভজতি স চেন্নাত্তি

ভাণ্ডং ভিনত্তি দ্রব্যালাভে স গৃহকুপিতো যাত্যুপক্রোশ্য তোকান্॥ ২২ শ্লোক॥ এবং ধার্ষ্ট্যান্যুশতি কুরুতে মেহনাদীনি বাস্তৌ স্তেয়োপায়ৈর্বিরচিতকৃতিঃ সুপ্রতীকোহয়মাস্তে॥ ২৪ শ্লোক॥ ২২ অধ্যায়ে ভগবানুবাচ। ভবত্যো যদি মে দাস্যো ময়োক্তঞ্চ করিষ্যথ। অত্রাগত্য স্ববাসাংসি প্রতীচ্ছত শুচিস্মিতাঃ॥ ১২ শ্লোক॥ ৩৩ অধ্যায়ে। কস্যাশ্চিন্নাট্যবিক্ষিপ্তকুণ্ডলত্বিষমণ্ডিতং। গণ্ডং গণ্ডে সংদধত্যা আদাৎ তাম্বূলচর্ব্বিতং॥ ১৪ শ্লোক॥ কখন২ শ্রীকৃষ্ণ দোহনের অসময়ে গোবৎস সকলকে ছাড়িয়া দিতেন ইহাতে গোপেরা ক্রোধ করিয়া দুর্ব্বাক্য কহিলে হাসিতেন আর চৌর্য্যবৃত্তির দ্বারা প্রাপ্ত যে সুস্বাদু দধি দুগ্ধ তাহা ভক্ষণ করিতেন আর আপন খাদ্য ঐ দধি দুগ্ধ বানরদিগ্যে বিভাগ করিয়া দিতেন আর না খাইতে পারিলে সেই সকল ভাণ্ড ভাঙ্গিতেন আর খাদ্য দ্রব্য না পাইলে ক্রোধ করিয়া গোপবালককে রোদন করাইয়া প্রস্থান করিতেন। ২২। এই রূপে পরিষ্কৃত গৃহের মধ্যে বিষ্ঠা মূত্রাদি ত্যাগ করিতেন চৌর্য্য কর্ম্ম করিয়াও সাধুর ন্যায় প্রসন্ন রূপে থাকিতেন। ২৪। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের বস্ত্র হরণ পূর্ব্বক বৃক্ষারোহণ করিয়া গোপীদের প্রতি কহিতেছিলেন যদি তোমরা আমার দাসী হও এবং আমি যাহা বলি তাহা কর তবে তোমরা হাস্য বদনে আমার নিকট ওই রূপ বিবস্ত্রে আসিয়া বস্ত্র গ্রহণ কর। ১২। নৃত্যের দ্বারা দুলিতেছে যে কুণ্ডলদ্বয় তাহার শোভাতে ভূষিত হইয়াছে যে আপন গণ্ড সেই গণ্ডকে শ্রীকৃষ্ণের গণ্ডদেশে অর্পণ করিতেছেন এমন যে কোনো গোপী তাহার মুখ হইতে শ্রীকৃষ্ণ চর্ব্বিত তাম্বূল গ্রহণ করিতেন। ১৪। বেদান্তের কোন্ শ্রুতির এবং কোন্ সূত্রের অর্থ এই সকল সর্ব্ব লোক বিরুদ্ধ আচরণ হয় ইহা বিজ্ঞলোক পক্ষপাত ত্যাগ করিয়া কেন না বিবেচনা করেন। অধিকন্তু কৃষ্ণনাম আর তাঁহার অন্য২ প্রসিদ্ধ নাম ও তাঁহার রূপ ও গুণ বর্ণনেতে শ্রীভাগবত পরিপূর্ণ হইয়াছেন কিন্তু বেদান্ত সূত্রে প্রথম অবধি শেষ পর্য্যন্ত কৃষ্ণ নাম কি কৃষ্ণের কোনো প্রসিদ্ধ নামের লেশো নাই সুতরাং তাঁহার রূপ গুণ বর্ণনের সহিত বিষয় কি অতএব যাহার সামান্য বোধ আছে এবং পক্ষপাতে নিতান্ত মগ্ন না হইয়া থাকে সে অবশ্যই জানিবেক যে যে গ্রন্থ যাহার উদ্দেশে হয় তাহাতে সেই

দেবতার অথবা সেই ব্যক্তির প্রসিদ্ধ নাম ও গুণের বর্ণন বাহুল্য রূপে অবশ্য থাকে কিন্তু সর্ব্বপ্রকারে তাহার নাম গুণ বর্ণন হইতে শূন্য হয় না অতএব এই সকল বিবেচনার দ্বারা নিশ্চয় হইতেছে যে বেদান্ত সূত্রের সহিত শ্রীভাগবতের সম্পর্ক মাত্র নাই। যদি বল বৈষ্ণব সংপ্রদায় কেহ২ কেবল ব্যুৎপত্তি বলের দ্বারা অক্ষর সকলকে খণ্ড২ করিয়া বেদান্ত শাস্ত্রকে স্পষ্টার্থের অন্যথা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ পক্ষে এবং তাঁহার রাস ক্রীড়াদি লীলা-পক্ষে বিবরণ করিয়াছেন। উত্তর। সেই রূপে শৈব সকল ঐ বেদান্ত সূত্রকে ব্যুৎপত্তি বলের দ্বারা শিবপক্ষে ও তাহার কোচবধূর সহিত লীলা পক্ষে অক্ষর ভাঙ্গিয়া ব্যাখ্যান করিয়াছেন এবং এই রূপে বিষ্ণুপ্রধান শ্রীভাগবতকে কালীপক্ষে ব্যাখ্যা কোন শাক্ত বিশেষে করিয়াছেন অতএব এরূপ ব্যুৎপত্তি বলের দ্বারা প্রকরণকে এবং প্রসিদ্ধার্থকে ত্যাগ করিয়া এরূপ ব্যাখ্যার প্রামাণ্য করিলে কোন্ শাস্ত্রের কি তাৎপর্য্য তাহা স্থির না হওয়া শাস্ত্র সকল কদাপি প্রমাণ হইতে পারেন না। ষষ্ঠ। বেদান্তভিন্ন অন্য অন্য দর্শনকার আপন২ দর্শনের ভাষ্য কেহ করেন নাই কিন্তু তত্তুল্য আচার্য্য সকলে করিয়াছেন অতএব এ রীতি দ্বারাও বুঝা যায় যে আপন কৃত বেদান্ত সূত্রের অর্থ বেদব্যাস করেন নাই কিন্তু তত্তুল্য ভগবান্ পূজ্য-পাদ বেদান্তের ভাষ্য করিয়াছেন। সপ্তম। শাস্ত্রের প্রমাণ শাস্ত্রান্তরও হয়েন অতএব গোতম কণাদ জৈমিনি প্রভৃতি অন্য অন্য দর্শনকার যাঁহারা বেদব্যাসের সমকালীন এবং ভ্রমপ্রমাদরহিত ছিলেন তাঁহারা এবং তাঁহাদের ভাষ্যকারেরা যখন আপন আপন গ্রন্থে বেদান্ত মতকে উত্থাপন করিয়াছেন তখন অদ্বৈতবাদ বলিয়া বেদান্তের মতকে কহিয়াছেন কিন্তু আপনকার মতে শ্রীভাগবতের প্রতিপাদ্য সাকার গোপীজনবল্লভ যে পরিমিত রূপ তেঁহ বেদান্তের প্রতিপাদ্য হয়েন এমত কেহ কহেন নাই। অষ্টম। বেদার্থ বিবরণকর্ত্তা যত মুনি তাঁহাদের মধ্যে ভগবান্ মনু সকলের প্রধান তাহার বাক্যের বিপরীত যে সকল বাক্য তাহা অপ্রমাণ হয় যেহেতু বৃহস্পতি কহেন। মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে। মনুর অর্থের বিপরীত যে ঋষিবাক্য তাহা মান্য নহে অতএব সেই ভগবান মনু বেদের অধ্যাত্মকাণ্ডের অর্থের বিবরণে বেদান্তসম্মত অদ্বিতীয় সর্ব্বব্যাপি পরমা-

ত্মাকেই প্রতিপন্ন করেন কিন্তু ভাগবতীয় হস্তপাদাদিবিশিষ্ট পরিমিত বিগ্রহকে প্রতিপন্ন করেন নাই। মনুঃ। সর্ব্বভূতেযু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি। সমং পশ্যন্নাত্মযাজী স্বা রাজ্যমধিগচ্ছতি। যে ব্যক্তি স্থাবর-জঙ্গমাদি সর্ব্বভূতে আত্মাকে দেখে এবং আত্মাতে সকল ভূতকে দেখে এমং রূপ জ্ঞান পূর্ব্বক ব্রহ্মার্পণ ন্যায়ে যাগাদি কর্ম্ম করে সে ব্যক্তি ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়। সর্ব্বেষামপি চৈতেষা মাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতং। তদ্ধ্যগ্র্যং সর্ব্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতে হ্যমৃতং ততঃ। সকল ধর্ম্মের মধ্যে আত্মজ্ঞানকে পরম ধর্ম্ম করিয়া জানিবে যেহেতু তাবৎ ধর্ম্ম হইতে আত্মজ্ঞান শ্রেষ্ঠ হয়েন এবং তাহার দ্বারাই মুক্তি প্রাপ্তি হয়। এবং উপসংহারে ভগবান্ মনু লিখেন। এবং যঃ সর্ব্বভূতেষু পশ্যত্যাত্মানমাত্মনা। স সর্ব্বসমতামেত্য ব্রহ্মাভ্যেতি পরং পদং। যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সর্ব্বভূতে আত্মাকে সমতা ভাবে জ্ঞান করে সে ব্যক্তি ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়। বরঞ্চ যেমন অন্য অন্য দেবতাকে এক এক অঙ্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা করিয়া ভগবান্ মনু কহিয়াছেন সেই রূপ বিষ্ণুকেও এক অঙ্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবতামাত্র করিয়া কহেন। তদ্‌যথা। মনসীন্দুং দিশঃ শ্রোত্রে ক্রান্তে বিষ্ণুং বলে হরং। বাচ্যগ্নিং মিত্রমুৎসর্গে প্রজনে চ প্রজাপতিং॥ মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র এই রূপ কর্ণের অধিষ্ঠাত্রী দিক্ হয়েন পাদের অধিষ্ঠাতা বিষ্ণু ও বলের অধিষ্ঠাতা হর এবং বাক্যের অধিষ্ঠাতা অগ্নি আর গুহ্যেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা মিত্র ও সন্তান উৎপত্তি স্থানের অধিষ্ঠাতা প্রজাপতি হয়েন ইহাঁদের ঐ২ অঙ্গের সহিত অভেদরূপে ভাবনা করিবেক। নবম। অন্যা২ পুরাণ ইতিহাস করিয়া ব্যাসদেবের পরিতোষ না হইলে পর শ্রীভাগবত করিলেন এই আপনকার যে লিখন ইহার প্রামাণ্যে আদৌ কোনো ঋষিবাক্য নাই দ্বিতীয়ত পশ্চাৎ গ্রন্থ করিলে পূর্ব্বের গ্রন্থ করাতে চিত্তের পরিতোষ হয় নাই এরূপ যুক্তির দ্বারা যদি প্রমাণ করিতে চাহ তবে শ্রীভাগবত পঞ্চম আর তাহার পর নারদীয় ও লিঙ্গ পুরাণ প্রভৃতি ত্রয়োদশ পুরাণ বেদ-ব্যাস রচনা করেন তবে ঐ যুক্তির দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হয় যে শ্রীভাগবত করিয়া চিত্তের পরিতোষ না হওয়াতে লিঙ্গাদি ত্রয়োদশ পুরাণ রচিলেন। শ্রীভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধ। ব্রাহ্মং দশসহস্রাণি পাদ্মং পঞ্চোনষষ্টি চ।

শ্রীবৈষ্ণবং ত্রয়োবিংশং চতুর্ব্বিংশতি শৈবকং। দশাষ্টৌ শ্রীভাগবতং নারদং পঞ্চবিংশতি ॥ বিষ্ণুপুরাণে। ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং ভাগবতং তথা। ইত্যাদি বচনে শ্রীভাগবতকে সর্ব্বদা পঞ্চম করিয়া কহেন। দশম। যদি বল শ্রীভাগবতের শেষে অন্য পুরাণ হইতে শ্রীভাগবতকে প্রধান করিয়া কহিয়াছেন। উত্তর। কেবল ভাগবতের শেষে ভাগবতকে সর্ব্বোত্তম করিয়া কহিয়াছেন এমত নহে বরঞ্চ প্রত্যেক পুরাণের শেষে ঐ রূপে সেই২ পুরাণকে অন্য হইতে প্রধান করিয়া কহিয়াছেন। শ্রীভাগবত। নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা। বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা ॥ অর্থাৎ শ্রীভাগবত সকল পুরাণের শ্রেষ্ঠ হয়েন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত। প্রাণাধিকা যথা রাধা কৃষ্ণস্য প্রেয়সীষু চ। ঈশ্বরীষু যথা লক্ষ্মীঃ পণ্ডিতেষু সরস্বতী। তথা সর্ব্বপুরাণেষু ব্রহ্মবৈবর্ত্তমেব চ ॥ অর্থাৎ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত সকল পুরাণের শ্রেষ্ঠ হয়েন। এই রূপ প্রশংসার দ্বারা অন্য২ পুরাণের অপ্রাধান্য তাৎপর্য্য হইলে পুরাণ সকল পরস্পর অনৈক্য হইয়া কোনো পুরাণের প্রামাণ্য থাকে না অতএব ইহার তাৎপর্য্য প্রশংসামাত্র কিন্তু অন্য পুরাণের খণ্ডন তাৎপর্য্য নহে। অধিকন্তু এস্থলে এক জিজ্ঞাস্য এই যে যদি বেদ বেদান্ত শাস্ত্র কঠিন রচনা এবং দুর্জ্ঞেয়ত্ব প্রযুক্ত আপনকার মতে অবিচারণীয় হয়েন তবে শ্রীভাগবত যাহাকে বেদ বেদান্ত হইতেও কঠিন এবং দুর্জ্ঞেয় দেখা যাইতেছে তেঁহ কিরূপে বিচারণীয় হইতে পারেন। আপনি পঞ্চম পত্রে লিখেন এই যে "ত্বঞ্চ রুদ্র মহাবাহো মোহনার্থং সুরদ্বিষাং। ইত্যাদি অনেক বচন পরে আজ্ঞপ্ত ভগবান্ শিব শিবার প্রতি কহিয়াছেন। বেদবাহ্যানি শাস্ত্রাণি সমাগুক্তং ময়াহনঘে। ইত্যাদি অনেক বচন পরে। ব্রহ্মণোঽস্য পরং রূপং লিপ্তকং বক্ষ্যতে ময়া। সর্ব্বস্য জগতোঽপ্যস্য মোহনার্থ কলৌ যুগে ॥ এ সকল বচন দ্বারা এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে পূর্ব্ব২ যুগে অসুর মোহনের নিমিত্ত ভগবান্ শিব নানা প্রকার পাশুপতাদি শাস্ত্র করিয়াছেন এবং কলিযুগে আপনি শ্রীমদাচার্য্য রূপে অবতীর্ণ হইয়া ভাষ্যাদি শাস্ত্রদ্বারা ব্রহ্মের পরংরূপ অর্থাৎ আকার লিপ্তক অর্থাৎ অলীক ইহা প্রতিপন্ন করিয়া জগতের আসুর স্বভাব লোক সকলকে মোহযুক্ত করিলেন অতএব আচার্য্য সর্ব্বজ্ঞ হইলেও তাঁহার কৃত ভাষ্য দ্বারা ব্রহ্ম সূত্রের যাথার্থ্য আচ্ছাদিত হয়

কি না।" ইহার উত্তর। এ সকল বচন যদ্যপিও সমূল হয় তত্রাপি ইহার দ্বারা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের কৃত ভাষ্য অলীক হয় এমৎ কদাপি প্রতিপন্ন হইতেছে না কিন্তু এই মাত্র প্রমাণ হয় যে যদি বেদবাহ্য কোনো শাস্ত্র ভগবান্ মহেশ্বর করিয়া থাকেন এবং ব্রহ্ম স্বরূপকে যদি কোনো স্থানে বেদোক্তের বিপরীত করিয়া কহিয়া থাকেন তবে সে অসুরদিগের মোহনার্থ বটে আর যদি ঐ বচনকে প্রমাণ করিয়া এমৎ বল যে মহেশ্বর কৃত তাবৎ শাস্ত্র অপ্রমাণ হয় তবে তান্ত্রিক দীক্ষা যাহা শাক্ত শৈব বৈষ্ণব প্রভৃতি সকলে এদেশে আশ্রয় করিয়া উপাসনা করিতেছেন তাহা মিথ্যা হইয়া সম্যক্ প্রকারে ওই উপাসনাকে নিরর্থক স্বীকার করিতে হয় অথচ শাস্ত্রে কহিয়াছেন যে কলিতে তন্ত্রোক্ত মতে দেবতার উপাসনা করিবেক। আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ। যেহেতু ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা রহিত ব্যক্তিদের ঐ রূপ তন্ত্রোক্ত উপাসনার দ্বারা কলিতে চিত্তশুদ্ধি হইলে পরে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সম্ভাবনা হয়। আর অমূলক কিম্বা সমূলক ঐ বচনের অবলম্বন করিয়া শিবোক্ত তাবৎ শাস্ত্রকে মিথ্যা আর মহেশ্বরকে প্রতারক করিয়া যদি বৈষ্ণবেরা কহেন তবে তন্ত্র বচনে নির্ভর করিয়া তান্ত্রিকেরা পুরাণ সকলকে মিথ্যা এবং বিষ্ণুকে প্রতারক করিয়া কহিলে কি করা যায় ইহাতে কেবল পুরাণ এবং তন্ত্রের পরস্পর বিরোধে কোনো শাস্ত্রের প্রামাণ্য থাকে না এবং শিব বিষ্ণুর প্রতারকত্ব উপস্থিত হইয়া চাতুর্বর্ণের ধর্ম্ম লোপ হয়। যথোক্তং কুলাবলী তন্ত্রে। বেদা বিনিন্দিতা যস্মাৎ বিষ্ণুনা বুদ্ধরূপিণা। হরের্নাম ন গৃহ্লীয়াৎ ন স্পৃশেত্তুলসীদলং। ন স্পৃশেৎ তুলসীপত্রং শালগ্রামঞ্চ নার্চয়েৎ॥ এ সকল বচন যদিও সমূল হয় তবে ইহার তাৎপর্য্য এই যে এ সকল অধিদৈবত শাস্ত্র ইহাতে যখন যে দেব তাতে ব্রহ্মের আরোপ করিয়া কহেন তখন সে দেবতার প্রাধান্য আর অন্য দেবতার অপ্রাধান্য কহিয়া থাকেন ইহার দ্বারা কেবল প্রতিপাদ্য দেবতার এবং গ্রন্থের প্রশংসামাত্র তাৎপর্য্য হয়। যথা বিষ্ণুমাহাত্ম্যে। গীতা। মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়। অর্থাৎ বিষ্ণু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়েন। দেবীমাহাত্ম্যে। একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা। অর্থাৎ দেবী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়েন। শিব মাহাত্ম্যে। মহেশ্বর গীতা। প্রতি-

প্রাদোঽস্মি নাম্যোস্তি প্রভুর্জগতি মাং বিনা। অর্থাৎ মহাদেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়েন। ইন্দ্র মাহাত্ম্যে বৃহদারণ্যক। তং মামায়ুরমৃতমিত্যুপাস্ব মামেব বিজানীহি ইতি। অর্থাৎ ইন্দ্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়েন। প্রাণ বায়ু মাহাত্ম্যে প্রশ্নোপনিষৎ। এষোঽগ্নিস্তপত্যেষ সূর্য্য এষ পর্জ্জন্যো মঘবানেষ বায়ুরেষ পৃথিবীরয়ির্দেবঃসদসচ্চামৃতঞ্চযৎ। অর্থাৎ প্রাণবায়ু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়েন। গরুড় মাহাত্ম্যে আদিপর্ব্ব। ত্বমন্তকঃ সর্ব্বমিদং ধ্রুবাধ্রুবং ইতি। অর্থাৎ গরুড় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়েন। এই রূপে ব্রহ্মের আরোপ করিয়া অন্যাপেক্ষা এক২ দেবতার প্রাধান্য রূপে বর্ণন করিলে অন্য দেবতা কদাপি হেয় হয়েন না। যদ্যপিও ভগবান্ আচার্য্যের কৃত ভাষ্যকে মোহের নিমিত্ত করিয়া কহা সকলেরি দুষ্কৃতের কারণ হয় তথাপি বিশেষ করিয়া চৈতন্য দেব সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদিগ্যের অত্যন্ত অপরাধ জনক হইবেক যেহেতু পূজ্যপাদ ভগবান্ ভাষ্যকারের শিষ্যানুশিষ্য প্রণালীতে কেশব ভারতী ছিলেন সেই কেশব ভারতীর শিষ্য চৈতন্যদেব হয়েন আর শ্রীধরস্বামীও পূজ্যপাদ সম্প্রদায়ের শিষ্য শ্রেণীতে ছিলেন তাঁহার কৃত গীতা প্রভৃতির টীকা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে কি অন্য সংপ্রদায়ে সর্ব্বথা মান্য এবং চৈতন্যদেবও ঐ টীকাকে মান্য করিয়াছেন আর সেই শ্রীধরস্বামী স্বয়ং গীতার টীকাতে লিখেন যে। ভাষ্যকারমতং সম্যক্ তদ্ব্যাখ্যাতৃর্গিরস্তথা ইত্যাদি। ভাষ্যকারের মত ও ভাষ্যের টীকাকারদিগ্যের মতকে আলোচনা করিয়া যথামতি গীতা ব্যাখ্যা করি। এবং শ্রীভাগবতের টীকাতেও লিখেন যে। সম্প্রদায়ানুসারেণ পূর্ব্বাপর্য্যানুসারত ইত্যাদি। অতএব ভগবান্ আচার্য্যের মত মোহের কারণ হয় এমৎ কহিলে চৈতন্যদেব ও শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি সেই সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদিগ্যে মুগ্ধ করিয়া স্বীকার করিতে হইবেক আর আচার্য্য মতানুসারে যে সকল শ্রীধরস্বামীর টীকা তাহারি বা কি প্রকারে মান্যতা হইতে পারে অতএব আচার্য্যের নিন্দা করাতে এতদ্দেশীয় বৈষ্ণবদিগ্যের ধর্ম্মের ক্রমে মূলোচ্ছেদ হইয়া যায়। আর আমাদের প্রতি আচার্য্য মতাবলম্বী করিয়া যে কটাক্ষ করিয়াছেন সে আমাদের শ্লাঘ্য সুতরাং ইহার উত্তর কি লিখিব। আপনি ছয়ের পৃষ্ঠায় লিখেন যে ব্রহ্ম সাকার কৃষ্ণ মূর্ত্তি হয়েন কিন্তু সে আকার মায়িক নহে কেবল আনন্দের হয় আর সেই আকার

কেবল ভক্ত জনের চক্ষুগোচর হয়। ইহার উত্তর পূর্ব্বেই লেখা গিয়াছে যে ব্রহ্ম আকার ভিন্ন হয়েন তাহার প্রমাণ তাবৎ বেদান্ত এবং দর্শন সকল আছেন ইহার প্রতিপাদক কথক শ্রুতি ও বেদান্তসূত্র ও স্মৃতি প্রভৃতি পূর্ব্বে লেখা গিয়াছে অতএব তাহাকে এস্থলে পুনরায় লিখিবার প্রয়োজন নাই এবং বেদ সম্মত যুক্তি দ্বারাতেও প্রতিপন্ন হইতেছে যে বস্তু সাকার সে নিত্য সর্ব্বব্যাপি ব্রহ্ম স্বরূপ কদাপি হইতে পারে না যেহেতু প্রত্যক্ষ আমরা দেখিতেছি যে আকার বিশিষ্ট কোনো এক বস্তু যদ্যপিও অতি বৃহৎ হয় তথাপি আকাশের এবং দিক্ ও কালের অবশ্য ব্যাপ্য হইয়া থাকে বিশ্বের ব্যাপক হইয়া থাকিতে পারে না সুতরাং সেই বস্তু অবশ্যই পরি-মিত ও নশ্বর হইবেক এবং ইহাও প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে কোন বস্তু চক্ষু গোচর হয় সে কদাপি স্থায়ী নহে অতএব প্রত্যক্ষ সিদ্ধ যে অস্থায়ী এবং পরিমিত তাহাকে ব্যাপক এবং নিত্যস্থায়ী পরমেশ্বর করিয়া কি রূপে কহা যায় আর যাহা বেদের বিরুদ্ধ ও সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধ তাহাকে বেদে যে ব্যক্তির শ্রদ্ধা আছে এবং চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় যাহার আছে সে কি রূপে মান্য করিতে পারে আর পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত ভিন্ন কেবল আনন্দের আকার এবং সেই আকার কেবল ভক্তদের চক্ষুগোচর হয় আপনকার একথা অত্যন্ত অসম্ভাবিত যেহেতু পৃথিবী জল তেজ ইত্যাদি প্রাকৃত বস্তু ব্যতিরেক কোনো আকার চক্ষু গোচর হইয়াছে কিম্বা হইবার সম্ভাবনা আছে এরূপ বিশ্বাস তাবৎ হইতে পারে না যাবৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল পক্ষপাতের দ্বারা অবশ না হয় যদি বল পৃথিব্যাদিভিন্ন আনন্দের একটি অপ্রাকৃত আকার আছে কিন্তু তাহা কেবল ভক্তদের দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার উত্তর। শ্রুতি স্মৃতি এবং অনুভব ও প্রত্যক্ষ ইহার বিরুদ্ধ আপনকার একথা সেই রূপ হয় যেমন বন্ধ্যাপুত্র ও শশাকের শৃঙ্গ ইহারো একটি২ অপ্রাকৃত রূপ আছে কিন্তু তাহা কেবল সিদ্ধ পুরুষের দৃষ্টিগোচর হয় আর আকাশ পুষ্পেরো অপ্রাকৃত এক প্রকার গন্ধ আছে কিন্তু তাহা কেবল যোগীদের ঘ্রাণগোচর হয়। বস্তুত আনন্দের হস্ত পাদাদি অবয়ব এবং ক্রোধের ও দয়ার অবয়ব এ সকল রূপক করিয়া বর্ণন হইতে পারে কিন্তু যথার্থ করিয়া জানা ও জানান নেত্রবিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট কেবল হাস্যাস্পদ হয় কিন্তু পক্ষপাত ও অভ্যাস

এ দুইকে ধন্য করিয়া মানি যে অনেককে অনায়াসে বিশ্বাস করাইয়াছে যে আনন্দের রচিত হস্ত পাদাদি বিশিষ্ট মূর্ত্তি আছেন তাঁহার বেশ ভূষা বস্ত্র অভরণ ইত্যাদি সকল আনন্দের হয় এবং ধাম ও পার্শ্ববর্ত্তি ও প্রেয়সী এবং বৃক্ষাদি সকল আনন্দের রচিত বস্তুত আনন্দের দ্বিতীয ব্রহ্মাণ্ড হয় অথচ আনন্দের কিম্বা ক্রোধাদির ব্রহ্মাণ্ড দেখা দূরে থাকুক অদ্যাপি কেহো আনন্দাদি রচিত কণিকাও দেখিতে পাইলেন না। নবম পৃষ্ঠায় লিখেন যে সাকার হইলে প্রত্যক্ষসিদ্ধ অস্থায়ি এবং পরিমিত হয এবং আনন্দনির্ম্মিত অবয়বের অসম্ভব এ দুই তর্কের দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে কিন্তু ঈশ্বরবিষয়ে তর্ক করা কর্ত্তব্য নহে। উত্তর। যেখানে২ তর্কের নিষেধ আছে সে বেদবিরুদ্ধ তর্ক জানিবে কিন্তু বেদসম্মত তর্কের দ্বারা বেদার্থের সর্ব্বথা নির্ণয় করা কর্ত্তব্য অতএব শ্রুতি সকল পূর্ব্বে যাহার কিঞ্চিৎ লিখিয়াছি পরমেশ্বরকে অরূপ অদ্বিতীয় অচিন্ত্য অগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয় সর্ব্বব্যাপি করিয়া কহিয়াছেন আর ব্রহ্ম ভিন্ন যাবৎ বস্তুকে অল্প নশ্বর নিরানন্দ করিয়া কহেন এই অর্থকে মহর্ষি বেদব্যাস প্রভৃতি এবং আচার্য্য প্রভৃতি সকলেই যুক্তি দ্বারা দৃঢ় করিয়াছেন তদনুসারে আমরাও সেই অর্থকে ওই বেদসম্মত তর্কের দ্বারা দৃঢ় করিতেছি। বেদার্থকে বেদসম্মত তর্কের দ্বারা দৃঢ় করিবেক ইহার প্রমাণ শ্রুতি। শ্রোতব্যো মন্তব্য ইত্যাদি। বেদ বাক্যের দ্বারা পরমাত্মাকে শ্রবণ করিবা যুক্তিদ্বারা নিশ্চিত করিবেক। মনু। আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা। যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ। যে ব্যক্তি বেদ ও স্মৃত্যাদি শাস্ত্রকে বেদসম্মত তর্কের দ্বারা অনুসন্ধান করে সেই ব্যক্তি ধর্ম্মকে জানে ইতরে জানে না। বৃহস্পতি। কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ। যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে। কেবল শাস্ত্রকে আশ্রয় করিয়া অর্থের নিশ্চয় করিবেক না যেহেতু তর্ক বিনা শাস্ত্রার্থকে নির্ণয় করিলে ধর্ম্মের হানি হয়। আপনি ষষ্ঠ পত্রে লিখিয়াছেন যে গোপালতাপনী ও শ্রীভাগবত প্রভৃতি পুরাণেতে সাকার বিগ্রহ কৃষ্ণকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন অতএব সাকার যে কৃষ্ণ কেবল তেহোঁ সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হয়েন। ইহার উত্তর। আপনকার এ কথা তবে গ্রাহ্য হইতে পারিত যদি সাকার সকলের মধ্যে কেবল কৃষ্ণকেই ব্রহ্ম

করিয়া কহিতেন. কিন্তু আপনারা যেমন গোপালতাপনী শ্রুতি ও ভাগবতকে প্রমাণ করিয়া কৃষ্ণকে ব্রহ্ম কহেন সেই রূপ শাক্তেরা দেবীসূক্ত ও অন্য২ উপনিষৎকে প্রমাণ করিয়া কালিকাকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়া থাকেন এবং কৈবল্যোপনিষৎ ও শতরুদ্রী ও শিব পুরাণ প্রভৃতি শ্রুতি স্মৃতিতে মহেশ্বরকে ব্রহ্ম করিয়া কহেন এই রূপে ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক প্রভৃতি শ্রুতি সমূহ ব্রহ্মা সূর্য্য অগ্নি প্রাণ গায়ত্রী অন্ন মন আকাশ ইত্যাদিকে ব্রহ্ম করিয়া কহেন এবং পুরাণের মধ্যে যেমন শ্রীভাগবতে শ্রীকৃষ্ণকে বিস্তার রূপে বর্ণন করেন সেই রূপ শিব পুরাণ প্রভৃতিতে মহাদেবকে এবং কালী পুরাণ প্রভৃতিতে কালিকাকে ও শাম্ব পুরাণ প্রভৃতিতে সূর্য্যকে বিশেষ রূপে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন এবং মহাভারতে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তিনকেই ব্রহ্ম করিয়া কহেন অতএব তাপনী ও ভাগবতাদি গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণকে প্রতিপন্ন করিয়াছেন এই প্রমাণের বলে যদি দ্বিভুজ মুরলীধর কৃষ্ণ বিগ্রহকে কেবল সাক্ষাৎ ব্রহ্ম করিয়া মানা যায় তবে ব্রহ্মা সদাশিব সূর্য্য অগ্নি প্রভৃতি যাঁহাদিগ্যে বেদে এবং পুরাণাদিতে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন তাঁহাদের প্রত্যেককে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম করিয়া কেন না স্বীকার কর। যদি কহ পুরাণাদিতে অনেক স্থানে কৃষ্ণকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন আর অন্যকে বাহুল্য রূপে কহেন নাই এ প্রযুক্ত কৃষ্ণই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হয়েন। ইহার উত্তর। যাহাদের নিকট বেদ ও পুরাণ সকল প্রমাণ হয় তাহারা এমত কহে না যে বারম্বার বেদে যাহাকে কহিবেন এবং যে বিধি দিবেন তাহা মানা আর একবার দুইবার যাহা কহেন তাহা মান্য নহে যেহেতু যাহার বাক্য প্রমাণ হয় তাহার একবার কথিত বাক্যকেও প্রমাণ করিয়া মানিতে হয়। দ্বিতীয়ত অন্য অপেক্ষা করিয়া বেদে পুরাণে শ্রীকৃষ্ণকে বাহুল্য রূপে কহিয়াছেন এমত নহে যেহেতু দশোপনিষৎ বেদান্তের মধ্যে কৃষ্ণ বিষয়ে ছান্দোগ্য উপনিষদে এই মাত্র কহেন। শ্রুতি। তদ্ধৈতদ্‌ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়োক্ত্বোবাচাপিপাস এব স বভূব সোঽন্তবেলায়া মেতত্রয়ং প্রতিপদ্যেতাক্ষিতমসি অচ্যুতমসি প্রাণসংশিতমসীতি॥ অঙ্গিরসের বংশজাত ঘোর নামে যে কোনো এক ঋষি তেঁহ দেবকী পুত্র কৃষ্ণকে পুরুষ যজ্ঞ বিদ্যার উপদেশ করিয়া কহিয়াছেন যে যে ব্যক্তি পুরুষ যজ্ঞকে

জানেন তেঁহ মরণ সময়ে এই তিন মন্ত্রের জপ করিবেন পবে কৃষ্ণ ঐ ঋষি হইতে বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া অন্য বিদ্যা হইতে নিস্পৃহ হইলেন। এই শ্রুতিব অনুসারে ভাগবতে লিখিয়াছেন। ১০ স্কন্ধে। ৬৯ অধ্যাযে। নারদ কৃষ্ণকে এই রূপ দেখিতেছেন। ক্বাপি সন্ধ্যামুপাসীনং জপন্তং ব্রহ্মবাগ্যতং। তথা। ধ্যায়ন্তমেকমাত্মানং পুরুষং প্রকৃতেঃ পরং ॥ ১৯ ॥ কোথায় সন্ধ্যা করিতেছেন কোনো স্থানে মৌন হইযা ব্রহ্ম মন্ত্র জপ করিতেছেন কোথায বা প্রকৃতির পর যে ব্যাপক এক পরমাত্মা তাঁহাব ধ্যান করিতেছেন এমৎ রূপ কৃষ্ণকে নারদ দেখিলেন। ববঞ্চ সূর্য্য বাযু অগ্নি প্রভৃতির বাহুল্য রূপে বেদে ব্রহ্ম কবিযা কথন আছে এবং কৃষ্ণপ্রতিপাদক গোপালতাপনী গ্রন্থ হইতেও কৈবল্যোপনিষদ ও শতরুদ্রী প্রভৃতি শিব প্রতিপাদক শ্রুতি সকল বাহুল্য রূপে প্রসিদ্ধ আছেন এবং মহাভাবতেও কৃষ্ণ মাহাত্ম্য বর্ণন অপেক্ষা কবিয়া শিব মাহাত্ম্য বর্ণন অধিক দেখা যাইতেছে পুবাণ ও উপ-পুবাণাদিতেও বিবেচনা কবিযা দেখিলে কৃষ্ণ মাহাত্ম্য অপেক্ষা কবিযা ভগবান্ শিবেব এবং ভগবতীব বর্ণন অল্প হইবেক না। যদি কহ যাঁহাকে২ বেদে ও পুবাণাদিতে ব্রহ্ম করিয়া কহিযাছেন তাঁহারা সকলেই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হয়েন সুতবাং তাঁহাদের হস্ত পাদাদিও ওই রূপ আনন্দনির্ম্মিত হয়। ইহার উত্তব। অবয়ব বিশিষ্ট সকলেই প্রত্যেকে ব্রহ্ম হইলে। একমেবা-দ্বিতীযং ব্রহ্ম। নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। ইত্যাদি সমুদায় শ্রুতিব বিরোধ হয দ্বিতীয়ত ঐ বেদসম্মত যুক্তিব দ্বারাতেও এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে সকলেব শ্রেষ্ঠ এবং কারণ এক বিনা অনেক হইতে পারে না তৃতীয়ত বেদে যাঁহাকে২ ব্রহ্ম করিয়া কহিযাছেন তাহাদেব সকলেব আনন্দময় হস্ত পাদাদি স্বীকাব কবিলে সর্ব্ব প্রকারে প্রত্যক্ষেব বিপরীত হয় যেহেতু সূর্য্য বাযু অগ্নি অন্ন ইত্যাদি যাঁহাদেব প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইতেছে তাঁহাদেরো আন-ন্দের নির্ম্মিত শবীর স্বীকাব কবিতে হইবেক এবং সূর্য্যের ও অগ্নির আনন্দ-ময উত্তাপের দ্বারা কষ্ট না হইয়া সর্ব্বদা সুখানুভব হইতে পারিত। যদি বল যে সকল দেবতাদেব ব্রহ্ম রূপে বর্ণন আছে তাঁহারা অনেক হইয়াও বস্তুত এক হয়েন। উত্তর। পরমাত্মদৃষ্টিতে আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত কি দেবতা কি অন্য সকলেই এক বটেন কিন্তু নাম রূপ ময় প্রপঞ্চদৃষ্টিতে দ্বিভুজ চতু-

ভুজ একবক্ত্র পঞ্চবক্ত্র কৃষ্ণ বর্ণ শ্বেত বর্ণ ইত্যাদি ভিন্ন২ শরীরের ঐক্য স্বীকার করিলে ঘট পট পাষাণ বৃক্ষ ইত্যাদিরো ঐক্য স্বীকার করিয়া প্রত্যক্ষকে এবং শাস্ত্রকে একবারেই জলাঞ্জলি দিতে হয়। যদি বল এই রূপে যত নাম রূপ বিশিষ্টকে শাস্ত্রে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন সে সকল শাস্ত্র কি অপ্রমাণ। উত্তর। সে সকল শাস্ত্র অবশ্যই প্রমাণ যেহেতু তাহার মীমাংসা সেই সকল শাস্ত্রে ও বেদান্ত সূত্রে করিয়াছেন। ব্রহ্মদৃষ্টি-রুৎকর্ষাৎ। ৪ অধ্যায়। ১ পাদ। ৬ সূত্র। নাম রূপেতে ব্রহ্মের আরোপ করিতে পারে কিন্তু ব্রহ্মেতে নাম রূপের আরোপ করিতে পারে না যেহেতু ব্রহ্ম সকলের উৎকৃষ্ট হয়েন আর উৎকৃষ্টের আরোপ অপকৃষ্টে হইতে পারে কিন্তু অপকৃষ্টের আরোপ উৎকৃষ্টে হইতে পারে না যেমন রাজার অমাত্যে রাজ বুদ্ধি করা যায় কিন্তু রাজাতে অমাত্য বুদ্ধি করা যায় না অতএব নাম রূপ সকল যে সদ্রূপ পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইতেছে তাহাতে ব্রহ্মের আরোপ করিয়া ব্রহ্মরূপে বর্ণন করা অশাস্ত্র নহে। এই রূপে নাম রূপ বিশিষ্ট সকলকে ব্রহ্মের আরোপ করিয়া ব্রহ্মরূপে বর্ণন করিবাতে কি জানি ঐ সকলকে নিত্য সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম করিয়া যদি লোকের ভ্রম হয় এনিমিত্ত ঐ সকল শাস্ত্রে তাঁহাদিগ্যে পুনরায় জন্য এবং নশ্বর করিয়া পুনঃ২ কহিয়াছেন যেন কোনো মতে এমৎ ভ্রম না হয় যে উহাদের কেহ স্বতন্ত্র পরব্রহ্ম হযেন। এস্থলে তাহার এক উদাহরণ লিখা যাইতেছে এই রূপে অন্যত্র জানিবেন যেমন শ্রীকৃষ্ণকে অনেক শাস্ত্রে ব্রহ্মরূপে বর্ণন করিয়া পুনরায় দান ধর্ম্মে লিখেন। রুদ্রভক্ত্যা তু কৃষ্ণেণ জগদ্ব্যাপ্তং মহাত্মনা। অর্থাৎ শিব ভক্তির দ্বারা কৃষ্ণের সকল ঐশ্বর্য্য হই-য়াছে। সৌপ্তিকে। প্রাদুরাসন্ হৃষীকেশাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ। মহাদেব হইতে শত২ সহস্র২ হৃষীকেশ উৎপন্ন হইয়াছেন। দানধর্ম্মে। ব্রহ্মাবিষ্ণুসুরেশানাং স্রষ্টা যঃ প্রভুরেব চ। ব্রহ্মা বিষ্ণু আর সকল দেবতার সৃষ্টিকর্ত্তা প্রভু মহাদেব হয়েন। নির্ব্বাণ। গোলোকাধিপতির্দেবি স্তুতি-ভক্তিপরায়ণঃ। কালীপদপ্রসাদেন সোঽভবল্লোকপালকঃ॥ কালিকার স্তুতিভক্তিতে রত যে গোলোকাধিপতি কৃষ্ণ তেঁহ কালীপদ প্রসাদেতে লোকের পালন কর্ত্তা হয়েন। ৭ পত্রে লিখিয়াছেন যে চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য

নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ। উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥ এ বচনের তাৎপর্য্য এই যে সূক্ষ্ম রূপের অর্থাৎ চিন্ময় চতুর্ভুজাদি আকারের ধ্যানের নিমিত্ত প্রতিমা করা যায় এবং পাতালমেতস্য হি পাদমূলং ইত্যাদি ভাগবতের শ্লোক যাহাতে বিশ্বসংসারকে পরমেশ্বরের কল্পিত রূপ কহিয়াছেন সেই সকল শ্লোককে ইহার প্রমাণ দেন। উত্তর। আশ্চর্য্য এই যে আপনকার বক্তব্য হইয়াছে এই যে পাষাণাদি নির্ম্মিত প্রতিমা তাহা ঈশ্বরের কল্পিত রূপ হয় ইহাই এ বচনের তাৎপর্য্য কিন্তু প্রমাণ দেন যে সমুদায় বিশ্ব পরমেশ্বরের কল্পিত রূপ হয় অতএব আপনার বক্তব্য এক প্রকার আর প্রমাণ অন্য প্রকার হয়। কিন্তু ভাগবতের শ্লোকের যে তাৎপর্য্য তাহা যথার্থ বটে আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত যে বিশ্ব তাহা প্রপঞ্চময় কাল্পনিক হয় কেবল সদ্রূপ পরমাত্মার আশ্রয়ে সত্যের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে ঐ প্রপঞ্চময় বিশ্বের মধ্যে পাষাণাদি এবং পাষাণাদি নির্ম্মিত মূর্ত্তি ও যে২ শরীরের ঐ সকল মূর্ত্তি হয় সে সকলেই ঐ কাল্পনিক বিশ্বের অন্তর্গত হয়েন কিন্তু ঐ সকল মূর্ত্তি ও প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতি কালে জন্মিতেছেন এবং কালে নষ্ট হইতেছেন। ইহার প্রমাণ ঈশোপনিষদের ভূমিকাতে বাহুল্য রূপে পাইবেন আর এস্থলে এক জিজ্ঞাস্য এই যে চিন্ময়স্য ইত্যাদি শ্লোকের প্রসিদ্ধ শব্দ হইতে এই অর্থ স্পষ্টরূপে নিষ্পন্ন হইতেছে যে জ্ঞানস্বরূপ দ্বিতীয় রহিত বিভাগশূন্য এবং শরীররহিত যে পরব্রহ্ম তাঁহার রূপের কল্পনা উপাসকের হিতের নিমিত্ত করিয়াছেন কিন্তু ইহার কোন্ শব্দ হইতে চতুর্ভুজাদি আকার আপনি প্রতিপন্ন করেন। বিশেষত শ্লোকের অর্থ এই যে রূপ রহিতের রূপ কল্পনা সাধকের হিতের নিমিত্ত করিয়াছেন আপনি ব্যাখ্যা করেন যে চতুর্ভুজাদি রূপের ক্ষুদ্র২ রূপ কল্পনা করিয়াছেন অতএব যে সকল ব্যক্তি প্রথম অবধি আপনকাদের মতে প্রবিষ্ট হইয়া পক্ষপাতে মগ্ন না হইয়া থাকে তাহারা এরূপ সর্ব্বপ্রকার বিপরীত ব্যাখ্যাকে কর্ণেও স্থান দেয় না। বাস্তবিক যে২ বচনে দ্বিভুজ চতুর্ভুজ শতভুজ সহস্রভুজ ইত্যাদি রূপেতে ব্রহ্মারোপে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন সেই সকল বচনের সহিত বেদান্ত সূত্রের একবাক্যতা করিয়া তাবৎ ঋষিরা ও গ্রন্থ কর্ত্তারা এই সিদ্ধান্ত করেন যে সেই সকল আকার কল্পনা মাত্র যাবৎ পর্য্যন্ত ব্রহ্ম

জিজ্ঞাসা না হয় তাবৎ ঈশ্বরোদ্দেশে ঐ কাল্পনিক রূপের আরাধনা করিলে চিত্তশুদ্ধি হইয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সম্ভাবনা হয় কিন্তু ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইলে পর কাল্পনিক রূপের উপাসনার প্রয়োজন থাকে না যেহেতু সেই ব্যক্তি সকল বিশ্বের পূজ্য হয়। ছান্দোগ্য শ্রুতি। সর্ব্বে অস্মৈ দেবা বলিমাহরন্তি। ব্রহ্মনিষ্ঠকে সকল দেবতারা পূজা করেন। বৃহদারণ্যক। তস্য হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশতে। ব্রহ্মনিষ্ঠের বিঘ্ন করিতে দেবতারাও সমর্থ হয়েন না। আর যদ্যপিও শ্রীভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে সাকারকে ব্রহ্ম করিয়া ভূরি স্থানে কহিয়াছেন বস্তুত পর্য্যবসানে অধ্যাত্ম জ্ঞানকেই সর্ব্বত্র দৃঢ় করিয়াছেন যেমন শ্রীভাগবতে ভগবান্ কৃষ্ণকে ব্রহ্মরূপে জ্ঞান করিতে কহিয়া পরে উপদেশ করিলেন যে কি কৃষ্ণকে কি তাবৎ চরাচরকে ব্রহ্মরূপে জ্ঞান করিবে অতএব আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্তকে যে ব্যক্তি ব্রহ্মরূপে জ্ঞান করে সে কৃষ্ণের ব্রহ্মত্বে কেন বিপ্রতিপত্তি করিবেক। দশমস্কন্ধের ৮৫ অধ্যায়ে বসুদেবের প্রতি কৃষ্ণের বাক্য। অহং যূয়মসাবার্য্য ইমে চ দ্বারকৌকসঃ। সর্ব্বেঽপ্যেবং যদুশ্রেষ্ঠ বিমৃগ্যাঃ সচরাচরং॥ হে যদুবংশশ্রেষ্ঠ বসুদেব আমি ও তোমরা এবং এই বলদেব আর দ্বারকাবাসি যাবৎ লোক এ সকলকে ব্রহ্ম করিয়া জান কেবল এ সকলকে ব্রহ্ম করিয়া জান এমৎ নহে কিন্তু স্থাবরজঙ্গমের সহিত সমুদায় জগৎকে ব্রহ্ম করিয়া জান। অতএব যে ভাগবতে কৃষ্ণবিগ্রহকে ব্রহ্ম কহেন সেই ভাগবতে ঐ ভগবান্ কৃষ্ণ বিধি দিতেছেন যে যেমন আমাতে ব্রহ্মদৃষ্টি করিবে সেই রূপ যাবৎ চরাচর নাম রূপেতে ব্রহ্মদৃষ্টি করিবে। এবং নানা প্রকার দারুময় শিলাময় প্রভৃতি প্রতিমা পূজার বিধান ভাগবতে করিয়াছেন কিন্তু পুনরায় ঐ ভাগবতে সিদ্ধান্ত করেন তৃতীয় স্কন্ধে উনত্রিংশ অধ্যায়ে কপিল বাক্য। অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েৎ তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ। যাবন্ন বেদস্ব হৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতং। তাবৎ পর্য্যন্ত নানাপ্রকার প্রতিমার পূজা বিধিপূর্ব্বক করিবেক যাবৎ অন্তঃকরণে না জানে যে আমি পরমেশ্বর সর্ব্ব ভূতে অবস্থিতি করি। অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা। তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চাবিড়ম্বনং॥ আমি সকল ভূতে আত্মাস্বরূপ হইয়া অবস্থিতি করিতেছি এমৎরূপ আমাকে না জানিয়া মনুষ্য সকল প্রতিমাতে

পুজার বিড়ম্বনা করে। যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং। হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাৎ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ। যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতব্যাপী আমি যে আত্মা স্বরূপ ঈশ্বর আমাকে ত্যাগ করিয়া মূঢ়তা প্রযুক্ত প্রতিমার পূজা করে সে কেবল ভস্মেতে হোম করে। অতএব পরমেশ্বরকে বিভু করিয়া যাহার বিশ্বাস আছে তাহার প্রতি প্রতিমাদিতে পূজার নিষেধ ঐ ভাগবতে করিয়াছেন। যদি এমন আশঙ্কা কর যে শ্রীভাগবতে এবং মহাভারতে স্থানে২ শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে সর্ব্বস্বরূপ আত্মা করিয়া কহিয়াছেন অতএব তেঁহই কেবল সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হয়েন। তাহার উত্তর। ভগবান্ কৃষ্ণ যেমন আপনাকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন সেইরূপ তৃতীয় স্কন্ধে ভগবান্ কপিলও আপনাকে সর্ব্বব্যাপী পরিপূর্ণ স্বরূপ পরমাত্মারূপে কহিয়াছেন অথচ আপনারা এ উভয়ের অনেক তারতম্য করিয়া থাকেন আর কপিল ও কৃষ্ণ ইঁহারাই কেবল ব্রহ্মদৃষ্টিতে আপনাকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন এমৎ নহে কিন্তু ইন্দ্র প্রতর্দ্দনের প্রতি এইরূপ আপনাকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন। মামেব বিজানীহি ইত্যাদি। এইরূপ অন্য২ দেবতা এবং ঋষিরা ব্রহ্ম দৃষ্টিতে আপনাকে ব্রহ্ম করিয়া কহেন অতএব ইহার মীমাংসা বেদান্ত সূত্রে করিয়াছেন। শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ। বৃহদারণ্যকে ইন্দ্র যে আপনাকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন সে শাস্ত্রানুসারেই কহিয়াছেন যেমন বামদেব ঋষি আপনাকে ব্রহ্ম দৃষ্টিতে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছিলেন যে আমি মনু হইয়াছি আমি সূর্য্য হইয়াছি। শ্রুতি। অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চেতি। অধিক কি কহিব আমরাও আপনাকে ব্রহ্ম দৃষ্টিতে ব্রহ্ম করিয়া কহিবার অধিকার রাখি ইহার প্রমাণ। অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাস্মি ন শোকভাক্। সচ্চিদানন্দরূপোঽস্মি নিত্যমুক্তস্বভাববান্॥ আপনি দশম পত্রে লিখেন যে তমেববিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি এই শ্রুতিতে বিদিত্বা শব্দের পর এবকার নাই ইহাতে বোধ হইতেছে যে জ্ঞানের দ্বারা সাক্ষাৎ মুক্তি হয় এবং ভক্তির দ্বারাও সাক্ষাৎ মুক্তি হয়। উত্তর। যদ্যপিও এ শ্রুতিতে বিদিত্বা শব্দের পর এবকার নাই তথাপি উপক্রম উপসংহার এবং অন্য২ শ্রুতির সহিত একবাক্যতা করিয়া এবকারের যোগ বিদিত্বা শব্দের সহিত অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক। কঠবল্লী। তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি

ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং। যে সকল ব্যক্তি সেই বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা আত্মাকে জানেন তাঁহাদের শাশ্বতী শান্তি অর্থাৎ নিত্যমুক্তি হয় তদিতরের মুক্তি হয় না। কেন শ্রুতি। ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ। যে সকল ব্যক্তি ইহ জন্মে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আত্মাকে জানেন তাঁহাদের সকল সত্য হয় অর্থাৎ মুক্তি হয় আর যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে না জানেন তাঁহাদের মহান্ বিনাশ হয়। ভগবদ্গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ ভক্তির প্রশংসা বাহুল্যরূপে করিয়াও সিদ্ধান্তকালে এই কহিয়াছেন যে জ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তি হয় না কিন্তু সেই জ্ঞানের কারণ ভক্তি ও কর্ম্ম ইত্যাদি নানাপ্রকার হয়। গীতা। তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ। নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা। শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যা। যে সকল ভক্ত এই রূপে আমাতে আসক্তচিত্ত হইয়া প্রীতি পূর্ব্বক ভজনা করে তাহাদিগ্যে সেই জ্ঞান রূপ উপায় আমি দি যাহারদ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হয়। আর সেই ভক্তদিগের অনুগ্রহ নিমিত্ত বুদ্ধিতে অবস্থিতি করিয়া প্রকাশময় জ্ঞানস্বরূপ দীপেরদ্বারা অবিদ্যারূপ অন্ধকারকে নষ্ট করি। মনু। সর্ব্বেষামপি চৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতং। তদ্ধ্যগ্র্যং সর্ব্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতে হ্যমৃতং ততঃ॥ এই সকল ধর্ম্ম হইতে আত্মজ্ঞান পরম ধর্ম্ম হয়েন তাঁহাকেই সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ জানিবে যেহেতু সেই জ্ঞান হইতে মুক্তি হয়। ১১ পত্রে লিখেন যে আমরা এক স্থানে লিখিয়াছি যে এ সকল যত কহিয়াছেন সে ব্রহ্মের রূপ কল্পনা মাত্র আর অন্য অন্যত্র লিখি যে এ প্রকার রূপ কল্পনা কেবল অল্পকালের পরম্পরাদ্বারা এদেশে প্রসিদ্ধ হইয়াছে অতএব আমাদের দুই বাক্যের পরস্পর অনৈক্য হয়। উত্তর। পূর্ব্বে যে সকল অধিকারী দুর্ব্বল ছিলেন তাঁহারা মন স্থিরের নিমিত্ত যে কাল্পনিক রূপের উপাসনা করিতেন সেই রূপকে পরব্রহ্ম প্রাপ্তির কেবল উপায় জানিতেন কিন্তু সেই পরিমিত কাল্পনিক রূপকে বিভু ও নিত্য এবং নিত্যধামবাসী যাহা বেদ এবং যুক্তি এ উভয়ের বিরুদ্ধ হয় এমৎ জানিতেন না পরন্তু সেই কাল্পনিক রূপকে বিভু নিত্য ও নিত্যধামবাসী করিয়া জানা ইহা অল্পকালের পরম্পরা দ্বারা

কুলার্ণব তন্ত্র। পঞ্চম খণ্ড। প্রথম উল্লাস।

ওঁনমঃ পরমদেবতায়ৈ ॥ কৈলাসশিখরাসীনং দেবদেবং জগদ্গুরুং। পপ্রচ্ছেশং পরানন্দং পার্ব্বতী পরমেশ্বরং ।১। শ্রীদেব্যুবাচ। ভগবন্দেবদেবেশ পঞ্চক্রতুবিধায়ক। সর্ব্বজ্ঞ ভক্তিসুলভ শরণাগতবৎসল ।২। কুলেশ পরমেশান করুণাময়বারিধে। সুঘোরে ঘোরসংসারে সর্ব্বদুঃখমলীমসে ।৩। নানাবিধশরীরস্থা অনন্তা জীবরাশয়ঃ। জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ তেষামন্তো ন বিদ্যতে ।৪। ঘোরদুঃখোদ্ভবাব্ধৌ চ ন সুখী বিদ্যতে ক্বচিৎ। কেনোপায়েন দেবেশ মুচ্যতে বদ মে প্রভো।৫। শ্রীঈশ্বর উবাচ। শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি। তস্য শ্রবণমাত্রেণ সংসারান্মুচ্যতে নরঃ।৬। অস্তি দেবি পরব্রহ্মস্বরূপো নিষ্কলঃ পরঃ। সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বকর্ত্তা চ সর্ব্বেশো নির্ম্মলোঽদ্বয়ঃ ।৭। স্বয়ংজ্যোতিরনাদ্যন্তো নির্ব্বিকারঃ পরাৎপরঃ। নির্গুণঃ সচ্চিদানন্দস্তদংশা জীবসংজ্ঞকাঃ ।৮। অনাদ্যবিদ্যোপহতা যথাগ্নৌ বিস্ফুলিঙ্গকাঃ। সর্ব্বে হ্যুপাধিসংভিন্নাস্তে কর্ম্মভিরনাদিভিঃ ।৯। সুখদুঃখপ্রদৈঃ স্বীয়ৈঃ পুণ্যপাপৈর্নিয়ন্ত্রিতাঃ। তত্তজ্জাতিযুতং দেহমায়ুর্ভোগাঞ্চ কর্ম্মজং।১০। প্রতিজন্ম প্রপদ্যন্তে মমতা মূঢচেতসঃ। সূক্ষ্ম লিঙ্গ শরীরান্তোদামোক্ষাদক্ষরং প্রিয়ে ।১১। স্থাবরাঃ কৃময়শ্চাব্জাঃ পশবঃ পক্ষিণো নরাঃ। ধার্ম্মিকাস্ত্রিদশাস্তদ্বন্মোক্ষিণশ্চ যথাক্রমং। ১২। চতুর্বিধশরীরাণি ধৃত্বা লক্ষাণি ভূরিশঃ। সুকৃতৈর্মানবো ভূত্বা জ্ঞানী চেন্মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ।১৩। চতুরশীতিলক্ষেষু শরীরেষু শরীরিণাং। ন মানুষ্যং বিনাঽন্যত্র তত্ত্বজ্ঞানং প্রজায়তে।১৪। অত্র জন্মসহস্রেষু সহস্রৈরপি পার্ব্বতি। কদাচিল্লভতে জন্তুর্মানুষ্যং পুণ্যসঞ্চয়াৎ।১৫। সোপানভূতং মোক্ষস্য মানুষ্যং প্রাপ্য দুর্ল্লভং। যস্তারয়তি নাত্মানং তস্মাৎ পাপতরোঽত্র কঃ।১৬। ততশ্চাপ্যুত্তমং জন্ম লব্ধ্বা চেন্দ্রিয়সৌষ্ঠবং। ন বেত্ত্যাত্মহিতং যস্তু সভবেদাত্মঘাতকঃ।১৭। বিনা দেহেন কস্যাপি পুরুষার্থো ন দৃশ্যতে। তস্মাদ্দেহধনং প্রাপ্য পুণ্যকর্ম্মাণি সাধয়েৎ ।১৮। রক্ষেৎ সর্ব্বাত্মনাত্মানং আত্মা সর্ব্বস্য ভাজনং। রক্ষার্থং যত্নমাতিষ্ঠেজ্জীবন্ ভদ্রাণি পশ্যতি ।১৯। পুনর্গ্রামাঃ পুনঃ ক্ষেত্রং পুনর্বিত্তং পুনর্গৃহং। পুনঃ শুভাশুভং কর্ম্ম ন শরীরং পুনঃ পুনঃ।২০। শরীররক্ষণে যত্নঃ ক্রিয়তে সর্ব্বথা জনৈঃ। ন হীচ্ছন্তি তনুত্যাগমপি কুষ্ঠাদিরোগিণঃ ।২১। উদ্ভবোয়স্য ধর্ম্মার্থো ধর্ম্মো জ্ঞানার্থএব চ। জ্ঞানঞ্চ ধ্যানযোগার্থং সোচিরাৎ পরিমুচ্যতে ।২২। আত্মৈব

যদি নাত্মানমহিতেভ্যো নিবারয়েৎ। কোন্যো হিতকরস্তস্মাদাত্মতারকইষ্যতে।২৩। ইহৈব নরকব্যাধেশ্চিকিৎসাং ন করোতিয়ঃ। গত্বা নিরৌষধং দেশং ব্যাধিস্থঃ কিং করিষ্যতি।২৪। যাবত্তিষ্ঠতি দেহোয়ং তাবত্তত্বং সমভ্যসেৎ। সুদীপ্তে ভবনে কো বা কূপং খনতি দুর্ম্মতিঃ।২৫। ব্যাঘ্রীবাস্তে জরা চায়ুর্যাতি ভিন্নঘটাম্বুবৎ। বিঘ্নন্তি রিপুবদ্রোগাস্তস্মাচ্ছ্রেয়ঃ সমাচরেৎ।২৬। যাবন্নাশ্রয়তে দুঃখং যাবন্নায়াতি চাপদঃ। যাবন্নেন্দ্রিয়বৈকল্যং তাবৎ শ্রেয়ঃ সমাচরেৎ।২৭। কালো ন জ্ঞায়তে নানাকার্য্যৈঃ সংসারসম্ভবৈঃ। সুখদুঃখপ্রদৈর্ভূতো ন বেত্তি হিতমাত্মনঃ।২৮। জড়ানার্ত্তান্মৃতানাপদগ্রাতান্ দৃষ্ট্বাতিদুঃখিতান্। লোকোমোহসুরাং পীত্বা ন বিভেতি কদাচন।২৯। সম্পদঃ স্বপ্নসংকাশা যৌবনং কুসুমোপমং। তড়িচ্চপলমায়ুশ্চ কস্য স্যাজ্জানতোধৃতিঃ।৩০। শতং জীবতি যদ্যল্পং নিদ্রা স্যাদর্দ্ধহারিণী। বাল্যরোগজরাদুঃখৈস্তদর্দ্ধমপি নিষ্ফলং।৩১। প্রারব্ধজনিরুক্কৃচ্ছ্রজাগর্ত্তব্যসুষুপ্তিকে। বিশ্লস্তব্যভয়স্থানে হা নরঃ কৈর্ন হন্যতে।৩২। তোয়ফেণসমে দেহে জীবে শোকরাবস্থিতে। অনিত্যে প্রিয়সংবাদী চাধ্রুবে ধ্রুবচিন্তকঃ। অনর্থে চার্থবিজ্ঞানী স্বমৃত্যুং যোন পশ্যতি।৩৩। পশ্যন্নপি প্রস্খলতি শৃণ্বন্নপি ন বুধ্যতে। পঠন্নপি ন জানীতে তব মায়াবিমোহিতঃ।৩৪। শক্তিমগ্নং জগদিদং গম্ভীরে কামসাগরে। মৃত্যুরোগজরাগ্রাহে ন কশ্চিদপি বুধ্যতে।৩৫। প্রতিক্ষণময়ং কায়োজীর্য্যমাণো ন লক্ষ্যতে। আমকুম্ভইবাম্ভস্থো বিশীর্ণস্তদ্বিভাব্যতে।৩৬। ন বন্ধনং ভবেদ্বায়োরাকাশস্য ন খণ্ডনং। গ্রথনঞ্চ তরঙ্গাণামাস্থানায়ুষি যুজ্যতে।৩৭। পৃথিবী দহ্যতে য়েন মেরুশ্চাপি বিশীর্য্যতে। শুষ্যতে সাগরজলং শরীরে দেবি কাকথা।৩৮। অপত্যং মে কলত্রং মে ধনং মে বাঞ্ছিতঞ্চ মে। লপন্তমিতি মর্ত্যং যদ্ধন্তি কালবৃকোবলাৎ।৩৯। ইদং কৃতমিদং কার্য্যমিদমন্যৎকৃতাকৃতং। এবমীহাসমাযুক্তং মৃতুরত্তি জনং প্রিয়ে।৪০। শ্বঃকার্য্যমদ্য কর্ত্তব্যং পূর্ব্বাহ্নে চাপরাহ্নিকং। নহি প্রতীক্ষতে মৃত্যুঃ কৃতমস্য নবা কৃতং।৪১। জরাদর্শিতপস্থানং প্রচণ্ডব্যাধিসৈনিকং। মৃত্যুশত্রুমভিজ্ঞোসি আয়ান্তং কিং ন পশ্যসি।৪২। আশাশূচীবিনির্ভিন্নমীহাবিষয়সর্পিষা। রাগদ্বেষানলে পক্বং মৃত্যুরশ্নাতি মানবং।৪৩। বালাংশ্চ যৌবনস্থাংশ্চ বৃদ্ধান্ গর্ভগতানপি। সর্ব্বানাবিশতে মৃত্যুরেবম্ভূতমিদং জগৎ।৪৪। ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদিদেবতাভূতরাশয়ঃ। সর্ব্বে

নাশং প্রয়াস্যন্তি তস্মাৎ শ্রেয়ঃ সমাচরেৎ ।৪৫। স্বস্ববর্ণাশ্রমাচারলঙ্ঘনাদ্দুষ্প্রতিগ্রহাৎ। পরস্ত্রীধনলোভাচ্চ নৃণামায়ুঃক্ষয়ো ভবেৎ ।৪৬। বেদশাস্ত্রাদ্যনভ্যাসাত্তথৈব গুরুবঞ্চনাৎ। নৃণামায়ুঃক্ষয়ো ভূয়াদিন্দ্রিয়াণামনিগ্রহাৎ।৪৭। ব্যাধিবাধির্বিষং শস্ত্রং ক্ষুৎ সর্পঃ পশবোমৃগাঃ। নির্যাণং যেন নির্দ্দিষ্টং তেন গচ্ছন্তি মানবাঃ ।৪৮। জীবস্তৃণজলৌকেব দেহাদ্দেহান্তরং বিশেৎ। সংপ্রাপ্য চোত্তরং দেহং দেহং ত্যজতি পূর্ব্বজং।৪৯। বাল্যযৌবনবৃদ্ধত্বং যথা দেহান্তরালিকং। তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ।৫০। জনাঃ কৃত্বেহ কর্ম্মাণি সুখদুঃখানি ভুঞ্জতে। পরত্রাজ্ঞানিনো দেবি যন্ত্যায়ান্তি পুনঃ পুনঃ।৫১। ইহ যৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম তৎ পরত্রোপভুঞ্জতে। সিক্তমূলস্য বৃক্ষস্য ফলং শাখাসু দৃশ্যতে ।৫২। দারিদ্র্যদুঃখরোগাদিবন্ধনং ব্যসনানি চ। আত্মাপরাধবৃক্ষস্য ফলান্যেতানি দেহিনঃ ।৫৩। নিঃসঙ্গএব মুক্তঃ স্যাৎ দোষাঃ সর্ব্বে হি সঙ্গজাঃ। সঙ্গাৎ পততাধো জ্ঞানী কিমুতাহনাত্মবিৎ প্রিয়ে।৫৪। সঙ্গঃ সর্ব্বাত্মনা ত্যাজ্যঃ সচেৎ ত্যক্তুং ন শক্যতে। সদ্ভিঃ সহ প্রকুর্ব্বীত সতাং সঙ্গোহি ভেষজং ।৫৫। সৎসঙ্গশ্চ বিবেকশ্চ নির্ম্মলং নয়নদ্বয়ং। যস্য নাস্তি নরঃ সোহন্ধঃ কথং নাপদমার্গগঃ ।৫৬। যাবতঃ কুরুতে জন্তুঃ সম্বন্ধান্ মনসঃ প্রিয়ান্। তাবন্তোহস্য নিখন্যন্তে শরীরে শোকশঙ্কবঃ।৫৭। স্বদেহমপি জীবোহয়ং ত্যক্ত্বা যাতি কুলেশ্বরি। স্ত্রীমাতৃভ্রাতৃপুত্রাদিসম্বন্ধঃ কেন হেতুনা।৫৮। দুঃখমূলং হি সংসারঃ সযস্যাস্তি সদুঃখিতঃ। তস্য ত্যাগঃ কৃতো যেন সসুখী নাপরঃ প্রিয়ে।৫৯। প্রভবং সর্ব্বদুঃখানামাশ্রয়ং সকলাপদাং। আলয়ং সর্ব্বপাপানাং সংসারং বর্জ্জয়েৎ প্রিয়ে ।৬০। অবজ্জুবন্ধনং ঘোরং মিশ্রীকৃতমহাবিষং। অশস্ত্রখণ্ডনং দেবি সংসারাসক্তচেতসাং।৬১। আদিমধ্যাবসানেষু সর্ব্বদুঃখমিদং যতঃ। তস্মাৎ সংত্যজ্য সংসারং তত্ত্বনিষ্ঠঃ সুখীভবেৎ ।৬২। লৌহদারুময়ৈঃ পাশৈর্দৃঢবদ্ধোপি মুচ্যতে। স্ত্রীধনাদিষু সংসক্তোমুচ্যতে ন কদাচন ।৬৩। দুষ্টবিচিন্তাসক্তস্য শ্রুতশীলাদযোগুণাঃ। অপক্বকুম্ভজলবন্নশ্যন্ত্যঙ্গেন কেবলং ।৬৪। বঞ্চিতাশেষবিত্তৈস্তৈর্নিত্যং লোকো বিনাশিতঃ। হাহন্ত বিষয়াহারৈর্দেহস্থেন্দ্রিয়তস্করৈঃ ।৬৫। মাংসলুব্ধো যথা মৎস্যো লৌহশঙ্কুং ন পশ্যতি। সুখলুব্ধস্তথা দেহী যমবাধাং ন পশ্যতি।৬৬। হিতাহিতং ন জানন্তি নিত্যমুন্মার্গগামিনঃ। কুক্ষিপূরণনিষ্ঠা যে তেহবুধা নারকাঃ প্রিয়ে। ৬৭।

নিদ্রাক্ষুন্মৈথুনাহারাঃ সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং সমাঃ। জ্ঞানবান্ মানবঃ প্রোক্তো জ্ঞানহীনঃ পশুঃ স্মৃতঃ ।৬৮। প্রভাতে মলমূত্রাভ্যাং মধ্যাহ্নে ক্ষুৎপিপাসয়া। রাত্রৌ মদননিদ্রাভ্যাং বাধ্যন্তে মানবাঃ প্রিয়ে।৬৯। স্বদেহধর্ম্মদারাদিনিরতাঃ সর্ব্বজন্তবঃ। জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ হাহন্তাজ্ঞানমোহিতাঃ।৭০। স্বস্ববর্ণাশ্রমাচারনিরতাঃ সর্ব্বমানবাঃ। ন জানন্তি পরং তত্ত্বং বৃথা নশ্যন্তি পার্ব্বতি।৭১। ক্রিয়ায়াসপরাঃ কেচিৎ ক্রতুচর্য্যাদিসংযুতাঃ। অজ্ঞানসংযতাত্মানঃ সংচরন্তি প্রতারকাঃ।৭২। নামমাত্রেণ সন্তুষ্টাঃ কর্ম্মকাণ্ডরতানরাঃ। মন্ত্রোচ্চারণহোমাদ্যৈর্ভ্রামিতাঃ ক্রতুবিস্তরৈঃ।৭৩। একভক্তোপবাসাদ্যৈর্নিয়মৈঃ কায়শোষণৈঃ। মূঢ়াঃ পরোক্ষমিচ্ছন্তি তব মায়াবিমোহিতাঃ।৭৪। দেহদণ্ডনমাত্রেণ কা মুক্তিরবিবেকিনাং। বল্মীকতাড়নাদ্দেবি মৃতঃ কিন্নু মহোরগঃ।৭৫। ধনাহারার্জ্জনে যুক্তা দাম্ভিকা বেশধারিণঃ। ভ্রমন্তি জ্ঞানিবল্লোকে ভ্রাময়ন্তি জনানপি।৭৬। সাংসারিকসুখাসক্তং ব্রহ্মজ্ঞোস্মীতি বাদিনং। কর্ম্মব্রহ্মোভয়ভ্রষ্টং তং ত্যজেদন্ত্যজং যথা।৭৭। গৃহারণ্যসমালোকে গতব্রীড়া দিগম্বরাঃ। চরন্তি গর্দ্দভাদ্যাশ্চ যোগিনস্তে ভবন্তি কিং।৭৮। মৃদ্ভস্মভক্ষণাদ্দেবি মুক্তাঃ স্যুর্যদি মানবাঃ। মৃদ্ভস্মবাসিনো গ্রাম্যাঃ কিন্তে মুক্তা ভবন্তি হি।৭৯। তৃণপর্ণোদকাহারাঃ সততং বনবাসিনঃ। হরিণাদিমৃগা দেবি যোগিনস্তে ভবন্তি কিং।৮০। পারাবতাঃ শিলাহারাঃ পরমেশ্বরি চাতকাঃ। ন পিবন্তি মহীতোয়ং যোগিনস্তে ভবন্তি কিং।৮১। শীতবাতাতপসহা ভক্ষ্যাভক্ষ্যসমাঃ প্রিয়ে। তিষ্ঠন্তি শূকরাদ্যাশ্চ যোগিনস্তে ভবন্তি কিং।৮২। আজন্মমরণান্তং হি গঙ্গাতীরং সমাশ্রিতাঃ। মণ্ডূকমৎস্যনক্রাদ্যাঃ কিন্তে মুক্তা ভবন্তি হি।৮৩। বদন্তি হৃদয়ানন্দং পঠিতি শুকশারিকাঃ। জনানাং পুরতো দেবি বিবুধাস্তে ভবন্তি কিং।৮৪। তস্মাদিত্যাদিকং কর্ম্ম লোকরঞ্জনকারণং। মোক্ষস্য কারণং সাক্ষাৎ তত্ত্বজ্ঞানং কুলেশ্বরি।৮৫। ষড়্দর্শনমহাকূপে পতিতাঃ পশবঃ প্রিয়ে। পরাত্মানং ন জানন্তি পশুপাশনিযন্ত্রিতাঃ।৮৬। বেদশাস্ত্রার্ণবে ঘোরে ভ্রাম্যমাণা ইতস্ততঃ। কালোর্ম্মিণা গ্রহগ্রস্তাস্তিষ্ঠন্তি হি কুতার্কিকাঃ।৮৭। বেদাগমপুরাণজ্ঞঃ পরমার্থং ন বেত্তি যঃ। বিড়ম্বনঞ্চ তত্তস্মাৎ তৎ সর্ব্বং কাকভক্ষণং।৮৮। ইদং জ্ঞানমিদং জ্ঞেয়ং ইতি চিন্তাসমাকুলাঃ। পঠন্ত্যহর্নিশং দেবি পরতত্ত্বপরাঙ্মুখাঃ।৮৯। বাক্যব্যূহ[illegible]

কাব্যালঙ্কারশোভিনা। চিন্তয়া দুঃখিতা মূঢ়াস্তিষ্ঠন্তি ব্যাকুলেন্দ্রিয়াঃ।৯০। অন্যথা পরমং ভাবং জনাঃ ক্লিশ্যন্তি চান্যথা। অন্যথা শাস্ত্রসদ্ভাবো ব্যাখ্যাং কুর্ব্বন্তি চান্যথা।৯১। কথয়ন্ত্যুন্মনীভাবং স্বয়ং নানুভবন্তি হি। অহঙ্কারহতাঃ কেচিদুপদেশাদিবর্জ্জিতাঃ।৯২। পঠন্তি বেদশাস্ত্রাণি বিবদন্তে পরস্পরং। ন জানন্তি পরং তত্ত্বং দর্ব্বীপাকরসং যথা।৯৩। শিরো বহতি পুষ্পাণি গন্ধং জানাতি নাসিকা। পঠন্তি বেদশাস্ত্রাণি দুর্ল্লভা ভাবভেদকাঃ।৯৪। তত্ত্বমাত্মস্থমজ্ঞাত্বা মূঢ়ঃ শাস্ত্রেষু মুহ্যতি। গোপঃ কক্ষগতে ছাগে কূপে পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ।৯৫। সংসারমোহনাশায় শাব্দবোধো নহি ক্ষমঃ। ন নিবর্ত্তেত তিমিরং কদাচিদ্দীপবর্ত্তিনা।৯৬। প্রজ্ঞাহীনস্য পঠনং অন্ধস্য দর্পণং যথা। দেবি প্রজ্ঞাবতঃ শাস্ত্রং তত্ত্বজ্ঞানস্য কারণং।৯৭। অগ্রতঃ পৃষ্ঠতঃ কেচিৎ পার্শ্বয়োরপি কেচন। তত্ত্বমীদৃক তাদৃগিতি বিবদন্তে পরস্পরং।৯৮। সদ্বিদ্যাদানশীলাদিগুণবিখ্যাতমানবঃ। ঈদৃশস্তাদৃশশ্চেতি দূরস্থঃ ক্ষিপ্যতে জনৈঃ।৯৯। প্রত্যক্ষগ্রহণং নাস্তি বার্ত্তয়া গ্রহণং কুতঃ। এবং যে শাস্ত্রসংমূঢ়াস্তে দূরস্থা ন সংশয়ঃ।১০০। ইদং জ্ঞানমিদং জ্ঞেয়ং সর্ব্বতঃ শ্রোতুমিচ্ছতি। দেবি বর্ষসহস্রায়ুঃ শাস্ত্রান্তং নৈব গচ্ছতি।১০১। বেদাদ্যনেকশাস্ত্রাণি স্বল্পায়ুর্বিঘ্নকোটয়ঃ। তস্মাৎ সারং বিজানীয়াৎ হংসঃ ক্ষীরমিবাম্ভসঃ।১০২। অভ্যস্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি তত্ত্বং জ্ঞাত্বা তু বুদ্ধিমান্। পলালমিব ধান্যার্থী সর্ব্বশাস্ত্রাণি সংত্যজেৎ।১০৩। যথাঽমৃতেন তৃপ্তস্য নাহারেণ প্রয়োজনং। তত্ত্বজ্ঞস্য মহেশানি ন শাস্ত্রেণ প্রয়োজনং।১০৪। ন বেদাধ্যয়নান্মুক্তির্ন শাস্ত্রপঠনাদপি। জ্ঞানাদেব হি মুক্তিঃ স্যান্নান্যথা বীরবন্দিতে।১০৫। নাশ্রমাঃ কারণং মুক্তের্দর্শনানি ন কারণং। তথৈব সর্ব্বশাস্ত্রাণি জ্ঞানমেব হি কারণং।১০৬। মুক্তিদা তত্ত্বভাবৈকা বিদ্যাঃ সর্ব্বা বিড়ম্বকাঃ। কাষ্ঠভারসমাস্তস্মাদেকং সংজীবনং পরং।১০৭। অদ্বৈতং হি শিবং প্রোক্তং ক্রিয়ায়াসবিবর্জ্জিতং। গুরুবক্ত্রেণ লভ্যেত নান্যথাগমকোটিভিঃ।১০৮। আগমোত্থং বিবেকোত্থং দ্বিধা জ্ঞানং প্রচক্ষতে। শব্দব্রহ্মাগমময়ং পরং ব্রহ্ম বিবেকজং।১০৯। অদ্বৈতং কেচিদিচ্ছন্তি দ্বৈতমিচ্ছন্তি চাপরে। মম তত্ত্বং ন জানন্তি দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিতং।১১০। দ্বে পদে বন্ধমোক্ষায় মমেতি নির্ম্মমেতি চ। মমেতি বধ্যতে জন্তুর্নির্ম্মমেতি বিমুচ্যতে।১১১। তৎ কর্ম্ম যন্ন বন্ধায় সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে। আয়াসায়াপরং কর্ম্ম বিদ্যান্যা শিল্প-

নৈপুণং ।১১২। যাবৎ কামাদি দীপোত তাবৎ সংসারবাসনা। যাবদিন্দ্রিয়চাপল্যং তাবত্তত্ত্বকথা কুতঃ ।১১৩। যাবৎ প্রযত্নবেগোস্তি তাবৎ সংকল্পকল্পনং। যাবন্ন মনসঃ স্থৈর্য্যং তাবত্তত্ত্বকথা কুতঃ ।১১৪। যাবদ্দেহাভিমানশ্চ মমতা যাবদেব হি। যাবন্ন গুরুকারুণ্যং তাবত্তত্ত্বকথা কুতঃ ।১১৫। তাবত্তপোব্রতং তীর্থং জপহোমার্চ্চনাদিকং। বেদশাস্ত্রাগমকথা যাবত্তত্ত্বং নবিন্দতি ।১১৬। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা। তত্ত্বনিষ্ঠো ভবেদ্দেবি যদীচ্ছেৎ সিদ্ধিমাত্মনঃ।১১৭। ধর্ম্মজ্ঞানসুপুষ্পস্য স্বর্গলোকফলস্য চ। তাপত্রয়ার্ত্তিসংতপ্তশ্ছায়াং মোক্ষতরোঃ শ্রয়েৎ।১১৮। বহুলেন কিমুক্তেন শৃণু মৎ প্রাণবল্লভে। কুলমার্গাদৃতে মুক্তির্নাস্তি সত্যং বরাণনে।১১৯। তস্মাদ্বদামি তে তত্ত্বং বিজ্ঞায় শ্রীগুরোর্মুখাৎ। সুখেন মুচ্যতে দেবি ঘোরসংসারসাগরাৎ ।১২০। ইতি তে কথিতং কিঞ্চিৎ জীবজ্ঞানস্থিতিঃ প্রিয়ে। সমাসেন কুলেশানি কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি।১২১। ইতিকুলার্ণবে মহারহস্যে স্বর্ব্বাগমোত্তমোত্তমে সপাদলক্ষগ্রন্থে পঞ্চমখণ্ডে উর্দ্ধাম্নায়তন্ত্রে জীবস্থিতিকথনং নাম প্রথমোল্লাসঃ ॥ * ॥



গায়ত্র্যা ব্রহ্মোপাসনা বিধানং।

গায়ত্র্যা পরমোপাসনাবিধানং (১)

অথাহ ভগবান্ মনুঃ। "ওঙ্কারপূর্ব্বিকাস্তিস্রোমহাব্যাহৃতয়োঽব্যয়াঃ। ত্রিপদা চৈব সাবিত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণো মুখং॥

যোঽধীতেঽহন্যহন্যেতান্ ত্রীণি বর্ষাণ্যতন্দ্রিতঃ। স ব্রহ্ম পরমভ্যেতি বায়ুভূতঃ খমূর্ত্তিমান্"॥

"ত্রিভ্যএব তু বেদেভ্যঃ পাদং পাদমদূদুহৎ। তদিত্যৃচোঽস্যাঃ সাবিত্র্যাঃ পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঃ"॥ (২)

যোগিযাজ্ঞবল্ক্যশ্চ। "প্রণবব্যাহৃতিভ্যাঞ্চ গায়ত্র্যা ত্রিতয়েন চ। উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ"॥

"ভূর্ভুবঃস্বস্তথা পূর্ব্বং স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা। ব্যাহৃতা জ্ঞানদেহেন তেন ব্যাহৃতয়ঃ স্মৃতাঃ"। (৩)

---

(১) গায়ত্রীর দ্বারা পরমোপাসনার বিধান।

(২) ভগবান্ মনু এ প্রকরণে কহেন। "প্রণব পূর্ব্বক তিন মহাব্যাহৃতি অর্থাৎ ভূর্ভুবঃ স্বঃ আর ত্রিপাদ গায়ত্রী এই তিন ব্রহ্ম প্রাপ্তির দ্বার হই যাছেন।

যে ব্যক্তি প্রণব ও ব্যাহৃতি এবং গায়ত্রী এই তিনকে তিন বৎসর প্রতিদিন নিরালস্য হইয়া জপ করে সে ব্যক্তি পর ব্রহ্মে অভিনিবিস্ট হয় এবং পবন তুল্য বিভূতি বিশিস্ট হইয়া শরীর নাশের পর ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়"।

"তৎ সবিতুরিত্যাদি যে এই গায়ত্রী তাঁহার তিন পাদকে তিন বেদ হইতে ব্রহ্মা উদ্ধার করিয়াছেন"।

(৩) যোগিযাজ্ঞবল্ক্য এস্থলে কহিতেছেন।

"প্রণব এবং ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী এই তিনের প্রত্যেকের অথবা সমুদায়ের দ্বারা বুদ্ধি বৃত্তির আশ্রয় যে পরব্রহ্ম তাঁহার উপাসনা করিবেক"।

"যেহেতু পূর্ব্বকালে স্বয়ং ব্রহ্মা সমুদায় বিশ্ব যে ভূর্ভুবঃ স্বঃ তাঁহাকে ঈশ্বরের দেহরূপে ব্যাহৃত করিয়াছেন অর্থাৎ কহিয়াছেন সেই হেতু ঐ তিনকে ব্যাহৃতি শব্দে কহা যায় অতএব ঐ তিন শব্দ ত্রিলোক ব্যাপক ঈশ্বরের প্রতিপাদক হন"।

স পুনস্তদর্থং বিবৃণোতি শ্লোকৈস্ত্রিভিঃ।

"দেবস্য সবিতুর্বর্চ্চো ভর্গমন্তর্গতং বিভুং। ব্রহ্মবাদিন এবাহুর্বরেণ্যং চাস্য ধীমহি॥ চিন্তয়ামো বয়ং ভর্গং ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বুদ্ধিবৃত্তীঃ পুনঃপুনঃ॥ বুদ্ধেশ্চোদয়িতা যস্তু চিদাত্মা পুরুষো বিরাট্। বরেণ্যং বরণীয়ঞ্চ জন্মসংসারভীরুভিঃ"॥ (৪)

এবমন্তেঽপি গায়ত্র্যাঃ প্রণবজপো বিধীয়তে গুণবিষ্ণুধৃতস্মৃতিবচনেন॥ তদ্‌যথা। "ব্রাহ্মণঃ প্রণবং কুর্য্যাদাদাবন্তে চ সর্ব্বদা। ক্ষরত্যনোংকৃতং পূর্ব্বং পরস্তাচ্চ বিশীর্য্যতি"॥ (৫)

আদ্যন্তোচ্চারিতস্য প্রণবস্য সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মপ্রতিপাদকত্বং দর্শয়তি শ্রুতিঃ॥

মুণ্ডকোপনিষৎ॥ "ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং"। (৬)

মনুরপি স্মরতি তৎশ্রুত্যর্থং॥ "ক্ষরন্তি সর্ব্বা বৈদিক্যো জুহোতি যজতিক্রিয়াঃ। অক্ষরন্ত্বক্ষয়ং জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম চৈব প্রজাপতিঃ"।

---

(৪) সেই যোগিযাজ্ঞবল্ক্য তিন শ্লোকের দ্বারা গায়ত্রীর অর্থকে বিবরণ করিতেছেন (যাহা স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যধৃত হয়) অর্থাৎ "সূর্য্যদেবের অন্তর্যামি সেই তেজঃস্বরূপ সর্ব্বব্যাপি সকলের প্রার্থনীয় পরমাত্মা যাঁহাকে ব্রহ্মবাদিরা কহেন সেই প্রার্থনীয়কে আমরা আমাদের অন্তর্যামিরূপে চিন্তা করি যিনি আমাদের বুদ্ধিকে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষের প্রতি পুনঃ পুনঃ প্রেরণ করিতেছেন যিনি চিৎস্বরূপে বুদ্ধির প্রেরক হইয়া সম্পূর্ণ জগতে ব্যাপক হন আর যিনি জন্ম মরণাদি সংসার হইতে যাঁহারা ভয় যুক্ত তাঁহাদের প্রার্থনীয় হন"।

(৫) গুণবিষ্ণুধৃত বচন দ্বারা যেমন গায়ত্রীর প্রথমে প্রণব জপ আবশ্যক হয় সেইরূপ শেষেও আবশ্যক হইয়াছে। সে এই বচন। "ব্রাহ্মণ গায়ত্রীর প্রতিবার জপেতে প্রথমে এবং অন্তেতে প্রণবোচ্চারণ করিবেন যেহেতু প্রথমে উচ্চারণ না করিলে ফলের চ্যুতি হয় এবং শেষে উচ্চারণ না করিলে ফলের ক্রটি জন্মে"।

(৬) গায়ত্রীর আদ্য ও অন্তে উচ্চারিত হইয়াছেন যে প্রণব তাঁহার সাক্ষাৎ ব্রহ্ম প্রতিপাদকত্ব বেদে দর্শাইতেছেন।

মুণ্ডক শ্রুতি। ওঙ্কারের অবলম্বন করিয়া পরমাত্মার ধ্যান করহ।

"জপ্যেনৈব তু সংসিদ্ধ্যেৎ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ। কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যা মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে" ॥ (৭)

যোগিযাজ্ঞবল্ক্যশ্চ ॥ "বাচ্যঃ স ঈশ্বরঃ প্রোক্তো বাচকঃ প্রণবঃ স্মৃতঃ। বাচকেপি চ বিজ্ঞাতে বাচ্যএব প্রসীদতি"। (৮)

ভগবদ্গীতায়াং ॥ "ওঁ তৎ সদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ"।(৯)

গায়ত্র্যর্থোপসংহারে দর্শিতো নিষ্পন্নার্থঃ প্রাচীনভট্টগুণবিষ্ণুনা॥ "যস্তথাভূতো ভর্গোঽস্মান্ প্রেরয়তি স জল জ্যোতি রসামৃত ভূরাদি লোকত্র্যাত্মক সকল চরাচর স্বরূপ ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বর সূর্য্যাদি নানা দেবতাময় পরব্রহ্মস্বরূপো ভূরাদি সপ্ত লোকান্ প্রদীপবৎ প্রকাশযন্ মদীয় জীবাত্মানং জ্যোতীরূপং সত্যাখ্যং সপ্তমং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মস্থানং নীত্বা আত্মন্যেব ব্রহ্মণি ব্রহ্মজ্যোতিষা সহৈকভাবং করোতীতি চিন্তয়ন্ জপং কুর্য্যাৎ"।(১০)

---

(৭) ভগবান মনু সেই বেদার্থকে স্মরণ করিতেছেন। অর্থাৎ "বেদোক্ত ক্রিয়া কি হোম কি যাগ সকলই স্বভাবত এবং ফলত নাশকে পাইবেন কিন্তু জগতের পতি যে পরব্রহ্ম তাঁহার প্রতিপাদক ওঁকারের নাশ স্বভাবত কিম্বা ফলত কদাপি হয না"।

"প্রণব গায়ত্রী জপের দ্বারা ব্রাহ্মণ পুরুষার্থ প্রাপ্ত হন অন্য কর্ম্ম করুন অথবা না করুন তিনি সকলের মিত্র হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন বেদে কহিয়াছেন"॥

(৮) যোগিযাজ্ঞবল্ক্য কহিতেছেন। "ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য পরমেশ্বর এবং পরমেশ্বরের প্রতিপাদক ওঙ্কার হন অতএব পরব্রহ্মের প্রতিপাদক ওঙ্কারকে জানিলে প্রতিপাদ্য যে পরমাত্মা তেঁহ প্রসন্ন হন"।

(৯) ভগবদ্গীতা॥ "ওঁ তৎ সৎ এই তিন শব্দের দ্বারা পরব্রহ্মের কথন হয়"॥

(১০) গায়ত্রীর অর্থের উপসংহারে সমুদায়ের নিষ্পন্নার্থকে প্রাচীন বিবরণকার গুণবিষ্ণু লিখেন "যে এ প্রকার সর্ব্বব্যাপি ভর্গ আমাদের অন্তর্যামি হইয়া প্রেরণ করিতেছেন তেঁহ জল জ্যোতিঃ রস অমৃত এবং ভূরাদি লোকত্রয় এবং সকল চরাচরময় আর ব্রহ্মবিষ্ণু মহেশ্বর সূর্য্যাদি নানা দেবতাময় হন সেই বিশ্বব্যাপি পরব্রহ্ম তেঁহ ভূঃ প্রভৃতি সপ্ত লোককে প্রদীপের ন্যায় প্রকাশ করেন তেঁহ আমাদের জীবাত্মাকে জ্যোতির্ময়

তথোক্তং গৌড়ীয়স্মার্ত্তরঘুনন্দনভট্টাচার্য্যেণ প্রণবব্যাহৃতিভ্যাং ইত্যাদি-বচনব্যাখ্যাপ্রকরণে "প্রণবাদিত্রিতয়েন ব্রহ্মপ্রতিপাদকেনোচ্চারিতেন তদর্থাবগমেন চ উপাস্যং প্রসাদনীয়ং" (১১)।

এবং মহানির্ব্বাণপ্রদে তন্ত্রে চ। "তথা সর্ব্বেষু মন্ত্রেষু গায়ত্রী কথিতা পরা। জপেদিমাং মনঃপূতং মন্ত্রার্থমনুচিন্তয়ন্॥ প্রণবব্যাহৃতিভ্যাঞ্চ গায়ত্রী পঠিতা যদি। সর্ব্বাসু ব্রহ্মবিদ্যাসু ভবেদাশু শুভপ্রদা॥ প্রাতঃ প্রদোষে রাত্রৌ বা জপেদ্ব্রহ্মমনা ভবন্। পূর্ব্বপাপবিমুক্তোঽসৌ নাধর্ম্মে কুরুতে মনঃ॥ প্রণবং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য ব্যাহৃতিত্রিতয়ন্তথা। ততস্ত্রিপাদগায়ত্রীং প্রণবেন সমাপয়েৎ॥ যস্মাৎ স্থিতিলয়োৎপত্তির্যেন ত্রিভুবনং ততং। সবিতুর্দৈবতস্যান্তর্যামি তদ্ভর্গমব্যয়ং॥ বরণীয়ং চিন্তয়ামঃ সর্ব্বান্তর্যামিণং বিভুং। যঃ প্রেরয়তি বুদ্ধিস্থো ধিয়োঽস্মাকং শরীরিণাং॥ এবমর্থযুতং মন্ত্রত্রয়ং নিত্যং জপন্নরঃ। বিনাঽন্যানিয়মায়াসৈঃ সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ॥ একমেবাঽদ্বিতীয়ং যৎ সর্ব্বোপনিষদাং মতং। মন্ত্রত্রয়েণ নিষ্পন্নং তদক্ষরমগোচরং॥ একধা দশধা বা যঃ শতধা বা পঠেদিমান্। একাকী বহুভির্ব্বাপি সংসিদ্ধোঽভুত্তরোত্তরং॥ জপান্তে সংস্মরেদ্ব্রহ্ম একমেবাদ্বয়ং বিভুং। তেনৈব সর্ব্বকর্ম্মাণি সম্পন্নান্যকৃতান্যপি॥ অবধূতো গৃহস্থো বা ব্রাহ্মণোঽব্রাহ্মণোপি বা। তন্ত্রোক্তেষ্বেষু মন্ত্রেষু সর্ব্বেষ্বধিকারিণঃ॥ (১২)

সত্যাখ্য সর্ব্বোপরি ব্রহ্মলোককে প্রাপ্ত করিয়া পরব্রহ্ম স্বরূপ আপনাতে আপন চিদ্রূপের সহিত এক ভাব প্রাপ্ত করেন এইরূপ চিন্তা করিয়া গায়ত্রী জপ করিবেক"।

(১১) এতদ্দেশীয় সংগ্রহকার স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য গায়ত্রীর অর্থ প্রকরণে প্রণব ব্যাহৃতিভ্যাং ইত্যাদি বচনের ব্যাখ্যাতে লিখেন॥ "ব্রহ্ম প্রতিপাদক যে প্রণব ব্যাহৃতি গায়ত্রী তাঁহার উচ্চারণ ও তদর্থ জ্ঞান দ্বারা উপাসনা করিবেক"।

(১২) মহানির্ব্বাণ প্রদায়ি তন্ত্রে কহিতেছেন। "সেই মতে সকল মন্ত্রের মধ্যে গায়ত্রীকে শ্রেষ্ঠরূপে কহিয়াছেন মনের পবিত্রতা যে কালে হইবেক তখন মন্ত্রার্থ চিন্তা পূর্ব্বক তাঁহার জপ করিবেক॥ প্রণব ও ব্যাহৃতির

তত্রাদৌ "ওঁ" ইতি জগতাং স্থিতিলয়োৎপত্ত্যেককারণং ব্রহ্ম নির্দ্দিশতি "যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম" ইতি শ্রুতিঃ।

তদোঙ্কারপ্রতিপাদ্যকারণং কিমেভ্যঃ কার্য্যেভ্যো বিভিন্নং তিষ্ঠতীত্যাশঙ্কায়ামনন্তরং পঠতি। "ভূর্ভুবঃ সঃ" ইতি দ্বিতীয়মন্ত্রং। ইদং লোকত্রয়ং ব্যাপ্যৈব তৎ কারণরূপং ব্রহ্ম নিত্যমবতিষ্ঠতে "দিব্যোহ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরোহ্যজঃ" ইতি শ্রুতিঃ।

• কিং তর্হি তস্মাৎ কারণাৎ জগদন্তঃস্থিতানি স্থূলসূক্ষ্মাত্মকানি ভূতানি স্বাতন্ত্র্যেণ নির্ব্বহন্তি নবেতি সংশয়ে পুনঃপঠতি "তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো

সহিত গায়ত্রী যদি পঠিত হন তবে অন্য সকল ব্রহ্মবিদ্যা অপেক্ষা করিয়া গায়ত্রী ঝটিতি শুভপ্রদান করেন॥ প্রাতে অথবা সন্ধ্যায় অথবা রাত্রিকালে পরমেশ্বরে আবিষ্টচিত্ত হইয়া ইহার জপ করিলে সে ব্যক্তি পূর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং পরে অধর্ম্ম কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না॥ প্রথমে প্রণবের উচ্চারণ করিবেক পরে তিন ব্যাহৃতি তাহার পর গায়ত্রী পাঠ করিয়া শেষে প্রণবে সমাপ্তি করিবেক॥ যাঁহা হইতে স্থিতি ও লয় ও সৃষ্টি হয় যিনি ভুবনত্রয় ব্যাপিয়া রহেন সূর্য্যদেবের সেই অন্তর্যামি অতি প্রার্থনায় অনির্বচনীয় জ্যোতীরূপ অব্যয় সর্ব্বান্তর্যামি বিভুকে আমরা চিন্তা করি যিনি আমাদের বুদ্ধিস্থ হইয়া আমাদের বুদ্ধি সকলকে প্রেরণ করিতেছেন॥ এইরূপ অর্থ যুক্ত তিন মন্ত্রকে নিত্য জপ করিলে অন্য নিয়ম ও আয়াস ব্যতিরেকে সর্ব্বসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়॥ একমাত্র দ্বিতীয় রহিত যিনি সকল উপনিষদে কথিত হইয়াছেন সেই নিত্য মনোবুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের অগোচর পূর্ব্বোক্ত এই তিন মন্ত্রের দ্বারা প্রতিপাদিত হইলেন॥ একবার অথবা দশবার অথবা শতবার যে ব্যক্তি একাকী অথবা অনেকের সহিত হইয়া এসকলের জপ করে সে উত্তরোত্তর সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়॥ জপ সাঙ্গে পুনরায় সেই এক অদ্বিতীয় বিভুকে স্মরণ করিবেক ইহার দ্বারা তাবৎ বর্ণাশ্রম কর্ম্ম না করিলেও সে সকল সম্পন্ন হয়॥ অবধূত অথবা গৃহস্থ সেইরূপ ব্রাহ্মণ কিম্বা ব্রাহ্মণ ভিন্ন এই তন্ত্রোক্ত মন্ত্রে সকলে অধিকারী হন॥

দেবস্য ধীমহি ধীয়ো য়োনঃ প্রচদয়াৎ" ইতি তৃতীয় মন্ত্রং। দীপ্তিমতঃ সূর্য্যস্য তদনির্ব্বচনীয়মন্তর্যামি জ্যোতীরূপং বিশেষেণ প্রার্থনীয়ং ন কেবলং সূর্য্যান্তর্যামী কিন্তু যোঽসৌ ভর্গঃ অস্মাকং সর্ব্বেষাং শরীরিণামন্তঃস্থো ঽন্তর্যামী সন্ বুদ্ধিবৃত্তীর্বিষয়েযু প্রেরযতি "যআদিত্যমন্তরো যময়তি এষ ত আত্মা অন্তর্যাম্যমৃতঃ" ইতি শ্রুতিঃ। "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি" ইতি গীতাস্মৃতিশ্চ। (১৩)

---

(১৩) তাহাতে আদৌ "ওঁ" এই শব্দ জগতের স্থিতি লয উৎপত্তির কারণ পরব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করিতেছেন। "যাঁহা হইতে এই সকল ভূত জন্মিতেছে আর জন্মিয়া যাঁহার দ্বারা স্থিতি করিতেছে ম্রিয়মাণ হইয়া যাঁহাতে পুনর্গমন করে তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর তেঁহ ব্রহ্ম হন" এই শ্রুতি।

সেই ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য যে কারণ তিনি কি এই সকল কার্য্য হইতে বিভিন্নরূপে স্থিতি করেন এই আশঙ্কায় পুনরায় পাঠ করিতেছেন "ভূর্ভুবঃ স্বঃ" এই তিন ব্যাহৃতি যাহা দ্বিতীয় মন্ত্র হয়। অর্থাৎ সেই কারণরূপ পরব্রহ্ম এই ত্রিলোক বিশ্বকে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। "জ্যোতীরূপ মূর্ত্তি রহিত অর্থাৎ স্বপ্রকাশ এবং সম্পূর্ণ ও অন্তর বাহ্যে ব্যাপিয়া বর্ত্তমান এবং জন্ম রহিত পরমাত্মা হন" এই শ্রুতি।

জগতের অন্তঃপাতি স্থূল সূক্ষ্ম ভূত সকল সেই কারণ হইতে স্বতন্ত্র রূপে আপন আপন কার্য্য নির্ব্বাহ করেন কি না এই সংশয়ে পুনরায় পাঠ করিতেছেন"তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়োনঃ প্রচোদয়াৎ" এই তৃতীয় মন্ত্র অর্থাৎ দীপ্তিমন্ত সূর্য্যের সেই অনির্ব্বচনীয় অন্তর্যামি জ্যোতিঃ স্বরূপ বিশেষমতে প্রার্থনীয় তাঁহাকে আমরা চিন্তা করি তিনি কেবল সূর্য্যের অন্তর্যামি হন এমত নহে কিন্তু যে সেই স্বপ্রকাশ আমাদের সর্ব্বদেহীর অন্তঃস্থিত অন্তর্যামী হইয়া বুদ্ধিবৃত্তিকে বিষয়ে প্রেরণ করিতেছেন "যিনি সূর্য্যের অন্তর্বর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে নিয়মে রাখিতেছেন সেই অবিনাশি তোমার অন্তর্যামী আত্মা হন অর্থাৎ তোমার অন্তঃস্থিত হইয়া তোমাকে নিয়মে রাখিতেছেন" এই শ্রুতি। ভগবদ্গীতা "সকল ভূতের হৃদয়ে হে অর্জ্জুন ঈশ্বর অবস্থিতি করেন"

ত্রয়াণাং মন্ত্রাণামভিধেয়স্যৈকত্বাদেকত্র জপো বিধীয়তে।

ওঁ ভূর্ভুর্বঃস্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।

তেষাময়ং সংক্ষেপার্থঃ।

সর্ব্বেষাং কারণং সর্ব্বত্র ব্যাপিনং আসূর্য্যাদস্মদাদি সর্ব্বশরীরিণামন্তর্যামিণং চিন্তয়ামঃ ইতি (১৪)।

---

(১৪) এই তিন মন্ত্রের প্রতিপাদ্য এক পরব্রহ্ম হন এ কারণ তিনের একত্র জপের বিধি দিয়াছেন।

সেই তিনের সংক্ষেপার্থ এই।

সকলের কারণ সর্ব্বত্র ব্যাপি সূর্য্য অবধি করিয়া আমাদের সকল দেহবন্তের অন্তর্যামি তাঁহাকে চিন্তা করি ইতি।

অবতরণিকা ।

অনুষ্ঠান।

শকাব্দাঃ

১৭৫১

অবতরণিকা।)

উপনিষদে কথিত শুদ্ধ স্বভাব প্রাপ্ত সনাতন উপাসনাকে প্রশ্নোত্তর প্রণালীতে সংক্ষেপে এই পুস্তকে লেখা গেল, শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিরা সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানকে অনায়াসে জানিতে ও কৃতার্থ হইতে সমর্থ হইবেন। প্রত্যেক বিষয়ের প্রমাণকে অঙ্কানুসারে পরের পত্র সকলে অন্বেষণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রুতি ও স্মৃতিতে এপ্রকরণকে বোধ সুগমের নিমিত্ত প্রায় প্রশ্নোত্তর-ক্রমে উপদেশ করেন, একারণ এস্থলেও তদনুরূপ প্রশ্নোত্তরের দ্বারা লিখিত হইল।

একমেবাদ্বিতীয়ং।

১ শিষ্যের প্রশ্ন। কাহাকে উপাসনা কহেন।

১ আচার্য্যের প্রত্যুত্তর। তুষ্টির উদ্দেশে যত্নকে উপাসনা কহা যায়, কিন্তু পরব্রহ্ম বিষয়ে জ্ঞানের আবৃত্তিকে উপাসনা কহি।

২ প্রশ্ন। কে উপাস্য

২ উত্তর। অনন্ত প্রকার বস্তু ও ব্যক্তি সম্বলিত অচিন্তনীয় রচনা-বিশিষ্ট যে এই জগৎ, ও ঘটিকাযন্ত্র অপেক্ষা কৃত অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত রাশি চক্রে বেগে ধাবমান চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি যুক্ত যে এই জগৎ, ও নানাবিধ স্থাবর জঙ্গম শরীর যাহার কোন এক অঙ্গ নিষ্প্রয়োজন নহে সেই সকল শরীর ও শরীরীতে পরিপূর্ণ যে এই জগৎ, ইহার কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা যিনি তিনি উপাস্য হন।

৩ প্রশ্ন। তিনি কি প্রকার

৩ উত্তর। তোমাকে পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে যিনি এই জগতের কারণ ও নির্ব্বাহ কর্ত্তা তিনিই উপাস্য হন, ইহার অতিরিক্ত তাঁহার নির্দ্ধারণ করিতে কি শ্রুতি কি যুক্তি সমর্থ হন না।

৪ প্রশ্ন। কোনো উপায়ে তাঁহার স্বরূপের নির্ণয় হয় কি না।

৪ উত্তর। তাঁহার স্বরূপকে কি মনেতে কি বাক্যেতে নিরূপণ করা

যায় না, ইহা শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে বারংবার কহিয়াছেন। এবং যুক্তি-সিদ্ধও ইহা হয়, যেহেতু এই জগৎ প্রত্যক্ষ অথচ ইহার স্বরূপ ও পরিমাণকে কেহ নির্দ্ধারণ করিতে পারেন না, সুতরাং এই জগতের কারণ ও নির্ব্বাহ কর্ত্তা যিনি লক্ষিত হইতেছেন তাঁহার স্বরূপ ও পরিমাণের নির্দ্ধারণ কি প্রকারে সম্ভব হয়।

৫ প্রশ্ন। বিচারত এই উপাসনার বিরোধী কেহ আছে কি না।

৫ উত্তর। এ উপাসনার বিরোধী বিচারত কেহ নাই, যেহেতু আমরা জগতের কারণ ও নির্ব্বাহ কর্ত্তা এই উপলক্ষ করিয়া উপাসনা করি, অতএব এরূপ উপাসনায় বিরোধ সম্ভব হয় না, কেন না প্রত্যেক দেবতার উপাসকেরা সেই সেই দেবতাকে জগৎ কারণ ও জগতের নির্ব্বাহ কর্ত্তা এই বিশ্বাস পূর্ব্বক উপাসনা করেন, সুতরাং তাঁহাদের বিশ্বাসানুসারে আমাদের এই উপাসনাকে তাঁহারা সেই সেই দেবতার উপাসনারূপে অবশ্যই স্বীকার করিবেন। এই প্রকারে যাঁহারা কাল কিম্বা স্বভাব অথবা বুদ্ধ কিম্বা অন্য কোন পদার্থকে জগতের নির্ব্বাহ কর্ত্তা কহিয়া থাকেন তাঁহারাও বিচারত এ উপাসনার, অর্থাৎ জগতের নির্ব্বাহ কর্ত্তা রূপে চিন্তনের, বিরোধী হইতে পারিবেন না। এবং চীন ও তিব্বৎ ও ইউরোপ ও অন্য অন্য দেশে যে সকল নানাবিধ উপাসকেরা আছেন তাঁহারাও আপন আপন উপাস্যকে জগতের কারণ ও নির্ব্বাহক কহেন, সুতরাং তাঁহারাও আপন আপন বিশ্বাসানুসারে আমাদের এই উপাসনাকে সেই সেই আপন উপাস্যের আরাধনা রূপে অবশ্যই স্বীকার করিবেন।

৬ প্রশ্ন। বেদে কোন স্থলে সেই পরমেশ্বরকে অগোচর অনির্দেশ্য শব্দে কহিতেছেন, এবং অন্যত্র জ্ঞেয় ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ তাঁহার প্রতি করিতেছেন, ইহার সমাধান কি।

৬ উত্তর। যে স্থলে অগোচর অজ্ঞেয় শব্দে কহেন সে স্থলে তাঁহার স্বরূপ অভিপ্রেত হইয়াছে, অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ কোন মতে জ্ঞেয় নহে। আর যে স্থলে জ্ঞেয় ইত্যাদি শব্দে কহেন সে স্থলে তাঁহার সত্তা অভিপ্রেত হয়, অর্থাৎ পরমেশ্বর আছেন ইহা বিশ্বের অনির্ব্বচনীয় রচনা ও নিয়মের দ্বারা নিশ্চয় হইতেছে। যেমন শরীরের ব্যাপারের দ্বারা শরীরস্থ চৈতন্য

যাঁহাকে জীব কহেন তিনি আছেন ইহা নিশ্চয় হয়, কিন্তু সেই সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপী ও শরীরের নির্ব্বাহক জীবের স্বরূপ কি, অর্থাৎ সেই জীব কি প্রকার হন, ইহা কদাপি জানা যায় না।

৭ প্রশ্ন। আপনারা অন্য অন্য উপাসকের বিরোধী ও দ্বেষ্টা হন কি না।

৭ উত্তর। কদাপি না, যে কোন ব্যক্তি যাঁহার২ উপাসনা করেন সেই২ উপাস্যকে পরমেশ্বর বোধে কিম্বা তাঁহার আবির্ভাব স্থান বোধে উপাসনা করিয়া থাকেন, সুতরাং আমাদের দ্বেষ ও বিরোধ ভাব তাঁহাদের প্রতি কেন হইবেক।

৮ প্রশ্ন। যদি আপনারা পরমেশ্বরের উপাসনা করেন এবং অন্য অন্য উপাসকেরাও প্রকারান্তরে সেই পরমেশ্বরের উপাসনা করেন, তবে তাঁহা-দের সহিত আপনাদের প্রভেদ কি।

৮ উত্তর। তাঁহাদের সহিত দুই প্রকারে আমাদের পার্থক্য হয়, প্রথমত, তাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ অবয়ব ও স্থানাদি বিশেষণের দ্বারা পরমেশ্বরের নির্ণয় বোধে উপাসনা করেন, কিন্তু আমরা যিনি জগৎ কারণ তিনি উপাস্য ইহার অতিরিক্ত অবয়ব কি স্থানাদি বিশেষণ দ্বারা নিরূপণ করি না। দ্বিতীয়ত, এক প্রকার অবয়ব বিশিষ্টের যে উপাসক তাঁহার সহিত অন্য প্রকার অবয়ব বিশিষ্টের উপাসকের বিবাদ দেখিতেছি, কিন্তু আমাদের সহিত কোন উপাসকের বিরোধের সম্ভব নাই, যাহা পঞ্চম প্রশ্নের উত্তরে কহিয়াছি।

৯ প্রশ্ন। কি প্রকারে এ উপাসনা কর্ত্তব্য হয়।

৯ উত্তর। এই প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান যে জগৎ ইহার কারণ ও নির্ব্বাহ কর্ত্তা পরমেশ্বর হন, শাস্ত্রত ও যুক্তিত এইরূপ যে চিন্তন তাহা পরমেশ্বরের উপাসনা হয়। ইন্দ্রিয় দমনে ও প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্ন করা এ উপাসনার আবশ্যক সাধন হয়। ইন্দ্রিয়দমনে যত্ন, অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণকে এরূপে নিয়োগ করিতে যত্ন করিবেন যাহাতে আপনার বিঘ্ন ও পরের অনিষ্ট নাহইয়া স্বীয় ও পরের অভীষ্ট জন্মে, ফলত যে ব্যবহারকে আপনার প্রতি অযোগ্য জানেন তাহা অন্যের প্রতিও

অযোগ্য জানিয়া তদনুরূপ ব্যবহার করিতে যত্ন করিবেন। প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্ন, অর্থাৎ আমাদের অভ্যাস সিদ্ধ ইহা হইয়াছে যে শব্দের অবলম্বন বিনা অর্থের অবগতি হয় না, অতএব পরমাত্মার প্রতিপাদক প্রণব ব্যাহৃতি গায়ত্রী ও শ্রুতি স্মৃতি তন্ত্রাদির অবলম্বন দ্বারা তদর্থ যে পরমাত্মা তাঁহার চিন্তন করিবেন। এবং অগ্নি বায়ু সূর্য্য ইহাঁদের হইতে ক্ষণে ক্ষণে যে উপকার হইতেছে ও ব্রীহি যব ওষধি ও ফল মূল ইত্যাদি বস্তুর দ্বারা যে উপকার জন্মিতেছে, সে সকল পরমেশ্বরাধীন হয় এই প্রকার অর্থ প্রতিপাদক শব্দের অনুশীলন ও যুক্তি দ্বারা সেই সেই অর্থকে দার্ঢ্য করিবেন। ব্রহ্ম বিদ্যার আধার সত্য কথন ইহা পুনঃ পুনঃ বেদে কহিয়াছেন, অতএব সত্যের অবলম্বন করিবেন, যাহাতে সত্য যে পরব্রহ্ম তাঁহার উপাসনায় সমর্থ হন।

১০ প্রশ্ন। এ উপাসনাতে আহার ব্যবহারাদি রূপ লোক যাত্রা নির্ব্বাহের কি প্রকার নিয়ম কর্ত্তব্য।

১০ উত্তর। শাস্ত্রানুসারে আহার ও ব্যবহাব নিষ্পন্ন করা উচিত হয়, অতএব যে যে শাস্ত্র প্রচলিত আছে তাহার কোন এক শাস্ত্রকে অবলম্বন না করিয়া ইচ্ছামতে আহার ব্যবহার যে করে তাহাকে স্বেচ্ছাচারী কহা যায়, আর স্বেচ্ছাচারী হওয়া শাস্ত্রত ও যুক্তিত উভয়থাবিরুদ্ধ হয়, শাস্ত্রে সেচ্ছাচারের নিষেধে ভূরি প্রয়োগ আছে। যুক্তিতেও দেখ, যদি প্রত্যেক ব্যক্তি কোন এক শাস্ত্র ও নিগমকে অবলম্বন নাকরিয়া আহার ও ব্যবহার আপন আপন ইচ্ছামতে করেন তবে লোক নির্ব্বাহ অতি অল্পকালেই উচ্ছন্ন হয়, কেননা খাদ্যাখাদ্য কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ওগম্যাগম্য ইত্যাদির কোন নিয়ম তাঁহাদের নিকটে নাই, কেবল ইচ্ছাই ক্রিয়ার নির্দোষ হইবার প্রতি কারণ হয়, ইচ্ছাও সর্ব্বজনের এক প্রকার নহে, সুতরাং পরস্পর বিরোধী নানা প্রকার ইচ্ছা সম্পন্ন করিতে প্রস্তুত হইলে সর্ব্বদাই কলহের সম্ভাবনা এবং পুনঃ পুনঃ পরস্পর কলহ দ্বারা লোকের বিনাশ শীঘ্র হইতে পারে। বাস্তবিক বিদ্যা ও পরমার্থ চর্চ্চা নাকরিয়া সর্ব্বদা আহারের উত্তমতা ও অধমতার বিচারে কালক্ষেপ অনুচিত হয়, যেহেতু আহার কোন প্রকারের হউক অর্দ্ধপ্রহরে সেই বস্তু রূপে পরিণামকে পায় যাহাকে অত্যন্ত

অশুদ্ধ কহিয়া থাকেন, এবং ঐ অত্যন্ত অশুদ্ধ সামগ্রীর পরিণামে আহারের শস্যাদি স্থানে স্থানে উৎপন্ন হইতেছে, অতএব উদরের পবিত্রতার চেষ্টা অপেক্ষা মনের পবিত্রতার চেষ্টা করা জ্ঞাননিষ্ঠের বিশেষ আবশ্যক হয়।

১১ প্রশ্ন। এ উপাসনাতে দেশ, দিক, কাল, ইহার কোনো বিশেষ নিয়ম আছে কি না।

১১ উত্তর। উত্তম দেশাদিতে উপাসনা প্রশস্ত বটে, কিন্তু এমত বিশেষ নিয়ম নাই, অর্থাৎ যে দেশে যে দিকে যে কালে চিত্তের স্থৈর্য্য হয় সেই দেশে সেই কালে সেই দিকে উপাসনা করিতে সমর্থ হয়।

১২ প্রশ্ন। এ উপাসনার উপদেশের যোগ্য কে।

১২ উত্তর। ইহার উপদেশ সকলের প্রতিই করা যায়, কিন্তু যাহার যে প্রকার চিত্ত শুদ্ধি তাঁহার তদনুরূপ শ্রদ্ধা জন্মিয়া কৃতার্থ হইবার সম্ভাবনা হয় ইতি।

সৎ এই শব্দ প্রথমতঃ মঙ্গলাচরণের নিমিত্ত লেখা যায়। প্রমাণ ভগবদ্গীতা। সদ্ভাবে সাধুভাবেচ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে। প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সৎশব্দঃ পার্থ যুজ্যতে॥

১ উত্তরের প্রমাণ। আত্মেত্যেবোপাসীত। (বৃহদারণ্যক শ্রুতিঃ) নসবেদেতি বিজ্ঞানং প্রস্তুত্য আত্মেত্যেবোপাসীতেত্যভিধানাৎ বেদোপাসনশব্দয়োরেকার্থতাহবগম্যতে (ইতি ভাষ্যং) আত্মানমেব লোকমুপাসীত (বৃহদারণ্যকশ্রুতিঃ)

২ উত্তরের প্রমাণ। জন্মাদ্যস্যযতঃ (বেদান্ত দর্শনের দ্বিতীয় সূত্র) যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রয়ন্ত্যভি সংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি। (তৈত্তিরীয় শ্রুতিঃ) যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ। তস্মাদেতৎ ব্রহ্মনাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে। (মুণ্ডক শ্রুতিঃ) যত্তৎ কারণ মব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকং। তদ্বিসৃষ্টঃ স পুরুষো লোকে ব্রহ্মেতি কীর্ত্ত্যতে। (মনুবচন) যতো বিশ্বং সমুদ্ভূতং যেন জাতঞ্চ

তিষ্ঠতি। যস্মিন্ সর্ব্বাণি লীয়ন্তে তজ্জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম লক্ষণং॥ কালং কলয়তে কালে মৃত্যো র্মৃত্যুর্ভিয়ো ভয়ং। বেদান্তবেদ্যং চিদ্রূপং যত্তৎশব্দোপলক্ষিতং। (মহানির্ব্বাণ তন্ত্র বচন) অস্য জগতো নামরূপাভ্যাং ব্যাকৃতস্যানেক কর্তৃ ভোক্তৃ সংযুক্তস্য প্রতিনিয়তদেশ কাল নিমিত্ত ক্রিয়াফলাশ্রয়স্য মনসাপ্যচিন্ত্য রচনা রূপস্য জন্মস্থিতি ভঙ্গং যতঃসর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেঃ কারণাদ্ভবতি তদ্ব্রহ্মেতি বাক্য শেষঃ। ইতি পূর্ব্ব লিখিত দ্বিতীয় সূত্র ভাষ্য।

৩ উত্তরের প্রমাণ। যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ। (তৈত্তিরীয় শ্রুতি) যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনোমতং। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদংযদিদমুপাসতে। (কেন শ্রুতি)

৪ উত্তরের প্রমাণ। অথাত আদেশো নেতি নেতি। (বৃহদারণ্যক শ্রুতি) ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্গচ্ছতি নো মনো ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি। (কেনোপনিষৎ শ্রুতিঃ) ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃপরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধি র্বুদ্ধের্যঃ পরতস্তু সঃ। (গীতাস্মৃতি)

৫ উত্তরের প্রমান। আত্মাহ্যেষাং স ভবতি। এবংবিৎ সর্ব্বেষাং ভূতানামাত্মা ভবতি (ইতি বৃহদারণ্যক শ্রুতিঃ) নামরূপাদি নির্দ্দেশৈর্বিভিন্নানামুপাসকাঃ। পরস্পরং বিরুদ্ধন্তি ন তৈরেতদ্বিরুদ্ধ্যতে (ইতি গৌড়পাদাচার্য্য কারিকা) প্রথম ব্যাখ্যানে ইহা বিস্তার মতে লেখা গিয়াছে।

৬ উত্তরের প্রমান। নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা। অস্তীতিব্রুবতোহন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে। অস্তীত্যেবোপলব্ধব্য স্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ। অস্তীত্যেবোপ লব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি। (কঠ শ্রুতিঃ) নাম রূপাদি নির্দ্দেশ বিশেষণ বিবর্জ্জিতঃ। অপক্ষয় বিনাশাভ্যাং পরিণামার্ত্তি জন্মভিঃ। বর্জিতঃ শক্যতে বক্তুং যঃ সদাস্তীতি কেবলং। (বিষ্ণু পুরাণ) দ্বাদশ ব্যাখ্যানে বিস্তর পাইবেন।

৭ উত্তরের প্রমান। তপাংসি সর্ব্বাণিচ যদ্বদন্তি। (কঠশ্রুতিঃ) ব্রহ্ম দৃষ্টি রুৎ কর্ষাৎ (বেদান্তসূত্র) ব্রহ্মদৃষ্টি রাদিত্যাদিষু স্যাৎ কস্মাৎ উৎকর্ষাৎ এবমুৎকর্ষেণাদিত্যাদয়ো দৃষ্টা ভবন্তি উৎকৃষ্ট দৃষ্টিস্তেষধ্যাসাৎ। (ঐ সূত্রের

ভাষ্য) যে প্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধি পূর্ব্বকং (ইতি গীতাস্মৃতিঃ)।

৮ উত্তরের প্রমাণ। যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা অথ যত্রান্যৎ পশ্যতি অন্যচ্ছৃণোতি অন্যদ্বিজানাতি তদল্পং। (ইতি ছান্দোগ্য শ্রুতি) পঞ্চম উত্তরের লিখিত প্রমাণেও দেখিবেন।

৯ উত্তরের প্রমাণ। প্রথমত পরমেশ্বরের চিন্তনের প্রকার। উর্দ্ধমূলোঽবাক্ শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ। তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে। (কঠশ্রুতিঃ) তস্মাদৃচঃ সাম যজূংষি দীক্ষা যজ্ঞাশ্চ সর্ব্বেক্রতবো দক্ষিণাশ্চ। সংবৎসরশ্চ যজমানশ্চ লোকাঃ সোমো যত্র পবতে যত্র সূর্য্যঃ। তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সংপ্রসূতাঃ সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো বযাংসি। প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ তপশ্চ শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং বিধিশ্চ। অতঃসমুদ্রা গিরয়শ্চ সর্ব্বে তস্মাৎ স্যন্দন্তে সিন্ধবঃ সর্ব্বরূপাঃ। অতশ্চ সর্ব্বা ওষধয়ো রসশ্চ যেনৈষ ভূতৈস্তিষ্ঠতে হ্যন্তরাত্মা। (ইতি মুণ্ডকশ্রুতিঃ) জ্ঞানেনৈবাপরে বিপ্রাঃ যজন্ত্যেতৈর্ম খৈঃ সদা। জ্ঞান মূলাং ক্রিয়ামেষাং পশ্যন্তো জ্ঞান চক্ষুষা। (চতুর্থাধ্যায়ে মনু বচন) ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ। (ইতি মুণ্ডকশ্রুতিঃ) দ্বিতীয়ত এ উপাসনার আবশ্যক সাধনে প্রমাণ। যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ। আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসেচ যত্নবান্। (দ্বাদশাধ্যায়ে মনু বচন) যথৈবাত্মাপরস্তদ্বদ্দ্রষ্টব্যঃ শুভমিচ্ছতা। সুখ দুঃখানি তুল্যানি যথাত্মনি তথাপরে। (ইতি স্মার্ত্তধৃত দক্ষ বচন) সত্যমায়তনং (কেনশ্রুতিঃ) দ্বিতীয় চতুর্থ এবং ষষ্ঠ ব্যাখ্যানে বিস্তার পাইবেন।

১০ উত্তরের প্রমাণ। শাস্ত্রই ক্রিয়ার নিয়ামক ইহার প্রমাণ। চাতুর্বর্ণ্যং ত্রয়োলোকাশ্চত্বার আশ্রমাঃ পৃথক্। ভূতং ভবাং ভবিষ্যঞ্চ সর্ব্বং বেদাৎ প্রসিদ্ধ্যতি। (৯৩)। সেনাপত্যঞ্চ রাজ্যঞ্চ দণ্ডনেতৃত্ব মেবচ। সর্ব্বলোকাধিপত্যঞ্চ বেদ শাস্ত্র বিদর্হতি। (১০০) (দ্বাদশাধ্যায়ে মনু বচন)। ঐ উত্তরে স্বচ্ছাচারের নিষেধে প্রমাণ। ক্রিয়াহীনস্য মূর্খস্য মহারোগিণ এবচ। যথেষ্টাচরণ স্যাহু র্মরণান্তমশৌচকং। উদরের পবিত্রতা অপেক্ষা মনের পবিত্রতার নিমিত্ত যত্নের আবশ্যকতার প্রমাণ। মলে পরিণতে শস্যং

শস্যে পরিণতে মলং। দ্রব্যশুদ্ধিং কথং দেবি মনঃ শুদ্ধিং সমাচরেৎ। (তন্ত্র বচন)।

১১ উত্তরের প্রমাণ। শুচি দেশাদির প্রাশস্ত্যে প্রমাণ। কুটুম্বে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়মধীযানো ধার্ম্মিকান্ বিদধৎ ইত্যাদি। (ছান্দোগ্য শ্রুতিঃ)। শুচি দেশাদির বিশেষ আবশ্যকতার অভাবে প্রমাণ। যত্রৈকাগ্রতা তত্রা বিশেষাৎ (বেদান্ত দর্শনের সূত্র) ৪।১।১১। যত্রৈবাস্য দিনে কালেবা মনসঃ সৌকর্য্যেণৈকাগ্রতা ভবতি তত্রৈবোপাসীত প্রাচীদিক্ পূর্ব্বাহ্ণ প্রাচীপ্রবণা দিবৎ বিশেষশ্রবণাৎ। (ভাষ্য)।

১২ উত্তরের প্রমাণ। ইন্দ্র ও বিরোচন প্রজাপতির নিকটে সমান উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া বিরোচন অশুদ্ধ স্বভাব প্রযুক্ত উপদেশের ফল প্রাপ্ত হইলেন না, প্রমাণ। সহ শান্ত হৃদয় এব বিরোচনোঽসুরান্ জগাম তেভ্যোহৈতা মুপনিষদং প্রোবাচ আত্মৈবেহ মহয্য আত্মাপরিচর্য্য আত্মানমেবেহ মহযন্ আত্মানং পরিচরন্ উভৌলোকাববাপ্নোতি ইমঞ্চামুঞ্চেতি। (ছান্দগ্য উপনিষৎ)। অথচ ইন্দ্র ক্রমশ কৃতার্থ হইলেন, প্রমাণ। অশ্ব ইব রোমাণি বিধূয় পাপং চন্দ্রইব রাহোর্মুখাৎ প্রমুচ্য ধূত্বা শরীরং স্বকৃতং কৃতাত্মা ইত্যাদি। (ছান্দোগ্য) ইতি।

সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার।

ओँ तत् सत् ।

साङ्गवेदाध्ययनाभावाद्ब्राह्मणत्वं प्रतिपिपादयिषता सुब्रह्मण्येन श्रीमता सुब्रह्मण्यशास्त्रिणानेकाननधीतसाङ्गवेदान् गौड़ान् ब्राह्मणान् प्रति प्रेरितायां तद्विषयायां पत्रिकायां तद्विषयाप्रयोजकानि "वेदविहीनस्याभ्युदयनिःश्रेयसयोरसिद्धिरेव एवमधीतवेदस्यैव ब्रह्मविचारेऽप्यधिकारः प्राग्ब्रह्मविज्ञानान्नियमेन कर्त्तव्यानि श्रौतस्मार्त्तानि कर्माणि" इत्येतानि वाक्यान्यवलोक्य तैर्वाक्यैर्ब्रह्मविद्या स्वोत्पत्तये ब्रह्मयज्ञदेवयज्ञादीन्याश्रमकर्माण्यवश्यमपेक्षते इति तत्प्रतिपिपादयिषितं समालोच्य च वयं ब्रूमः ब्रह्मविद्यया स्वाभिव्यक्त्यनुकूलत्वात् अध्ययनादीनि वर्णाश्रमकर्माण्यपेक्ष्यन्ते इति तु वेदादिशास्त्राविरोधित्वादस्माभिरपि मन्यते न तु मन्यते एतत् यत् प्रतिपिपादयिषितम् आश्रमकर्माणि स्वोत्पत्तये ब्रह्मविद्ययाऽवश्यमपेक्ष्यन्त इति भगवता वादरायणेन आश्रमकर्मरहितानामपि ब्रह्मविद्यायामधिकारस्य सूचितत्वात् तथाच भगवद्वादरायणप्रणीते सूत्रे "अन्तराचापि तु तद्दृष्टेः" "अपि च स्मर्य्यते" इत्येते। विवृते चैते सूत्रे भगवद्भाष्यकारपूज्यपादैः "विदुरादीनां द्रव्यादिसम्पद्रहितानां चान्यतमाश्रमप्रतिपत्तिहीनानामन्तरालवर्त्तिनां किं विद्यायामधिकारोऽस्ति किम्वा नास्तीति संशये नास्तीति तावत्प्राप्तं आश्रमकर्म्मणां विद्याहेतुत्वावधारणात् आश्रमकर्मासम्भवाच्चैतेषामित्येवं प्राप्ते इदमाह अन्तराचापि तु तद्दृष्टेरिति अन्तराचापि तु अनाश्रमित्वेन वर्त्तमानोऽपि विद्यायामधिक्रियते कुतः तद्दृष्टेः रैक्कवाचक्नवीप्रभृतीनामेवम्भूतानामपि ब्रह्मवित्त्वश्रुत्युपलब्धेः। अपि च स्मर्य्यते इति। सम्वर्त्तप्रभृतीनाञ्च नग्नचर्य्यादियोगादनपेक्षिताश्रमकर्म्मणामपि महायोगित्वं स्मर्य्यते इतिहासे" इति।

किञ्च वेदाध्ययनाधिकारासम्भवादेवानधीतवेदानामपि ब्रह्मवादिमैत्रेयीप्रभृतीनां ब्रह्मविद्यायामधिकारस्य "तयोर्ह मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी

बभूव" "आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य" इत्यादि श्रुतिबोधितत्वात् सुलभादीनामपि स्त्रीव्यक्तीनां ब्रह्मवादित्वस्य स्मृतौ भाष्ये च प्रदर्शनात् शूद्रयोनिप्रभवत्वेनानधीतवेदानामपि विदुर-धर्मव्याधप्रभृतीनां ज्ञानोत्पत्तेरितिहासे स्मर्यमाणत्वाच्च अधीतवेदस्यैव ब्रह्मविचारेऽप्यधिकार इति नियमोक्तिस्तत्तच्छ्रुतिस्मृतिपर्य्यालोचन-परैनैव श्रद्धेया ।

अपि च "श्रवणाध्ययनार्थप्रतिषेधात् स्मृतेश्च" इत सूत्रं विवृण्व-न्तोभाष्यकारपादाः शूद्रादीनां ब्रह्मविद्यायामधिकारस्य प्रसंगे "श्राव-येच्चतुरो वर्णानिति चेतिहासपुराणागमे चातुर्वर्ण्याधिकारस्मरणात्, इतिहासपुराणागमानां सामान्यतः सर्वेभ्यो वर्णेभ्यो ब्रह्मविद्याप्रदातृत्व-मिति सिद्धान्तयाञ्चक्रुः । तस्माद्ब्रह्मचर्याद्याश्रमकर्मरहितानामपि ब्रह्म-विद्यायामधिकारस्य भगवता वादरायणेन सिद्धान्तितत्वात् अनधीत-वेदानामपि विद्याधिकारस्य श्रुतिस्मृतिबोधितत्वात् भाष्यकारपादै-र्निर्णीतत्वाच्च ब्रह्मविद्यया स्वोत्पत्तिनिमित्तत्वादध्ययनाद्याश्रमकर्माणि नियमेनापेक्ष्यन्ते इत्युक्तिर्वैयासिकतन्त्वसिद्धान्ततत्तत्त्वव्याख्यातृभगवत्-पूज्यपादराद्धान्तश्रद्धालुभिर्नादरणीया । एतेन अधीतकेवलेश्वरगीता-शास्त्रः परां शान्तिं प्राप्तवानिति ब्रुवन्नितिहासचरितार्थी भूतः । शिष्ट-परिगृहीतप्रसिद्धागमोक्तात्मतत्त्वश्रवणमननादेर्निःश्रेयसावाप्तिरैकान्ति-कीति परमाराध्यस्य महेश्वरस्य दृढ़प्रतिज्ञापि सफलासीत् । आत्मा-नात्मनोः सत्यान्ऋतत्वे प्रदर्शयन्तो लोकानात्मश्रवणमननर्निदिध्यासनेषु प्रवर्त्तयन्तो वेदान्तग्रथितशब्दा यथा निःश्रेयसहेतवो भवन्ति तथैव तमेवार्थं प्रवदतां स्मृत्यागमप्रभृतीनां तत्तच्छब्देभ्यो निःश्रेयसप्रदातृत्वं यत्तमपीत्यलमति जल्पनेन ॥ ओं ॥

ओं तत् सत् ।

जो सब ब्राह्मण साङ्गवेदका अध्ययन नही करते सो सब ब्रात्यहैं अर्थात् अब्राह्मणहैं यह प्रमाण करणेकी इच्छा करके ब्राह्मण धर्मपरायण श्रीसुब्रह्मण्यशास्त्रीजीने जो पत्र साङ्गवेदाध्ययनहीन अनेक इसदेशके गौड़ब्राह्मणोंके समीप पठायेहैं उसमें देखा जो उन्होने लिखाहै "वेदाध्ययन हीन मनुष्योंको स्वर्ग और मोक्ष होने शक्ता नही और जिसने वेदका अध्ययनकियाहै उसहीका केवल ब्रह्मविद्यामें अधिकारहै और ब्रह्मज्ञान उत्पन्न होनेके पूर्व वेदोक्त और स्मृत्युक्त कर्म अवश्य कर्त्तव्यहै,, यह सब वाक्य जो अब्राह्मणत्वके प्रमाण करणेमें संबंध रखते नही तिनोंके द्वारा यह प्रमाण करणेकी इच्छा करेहैं, जो ब्रह्मयज्ञ देवयज्ञ आदि वर्णाश्रम कर्मके अनुष्ठान विना ब्रह्मज्ञान हो शक्ता नही, यह जानके हम सब उत्तर देतेहैं। ब्रह्मविद्याके प्रकाशके निमित्त वर्णाश्रमके कर्मका अनुष्ठानकर्त्तव्यहै यह सत्य, जिसलिये यह वेदादि शास्त्रोंके सहित विरुद्ध नही, हम सबही यह अङ्गीकार करते हैं परन्तु यह सर्वथा अमान्यहै जो वर्णाश्रम कर्मके अनुष्ठान विना ब्रह्मज्ञानकी उत्पत्ति होती नही जिसलिये भगवान् वेदव्यास वर्णाश्रमकर्मरहित मनुष्योंकाभी ब्रह्मविद्यामें अधिकारहै यह दो सूत्रमें लिखे हैं सो यही दो सूत्र । "अन्तराचापि तु तद्दृष्टेः । अपि च स्मर्य्यते,, । और इन्ही दो सूत्रोंका अर्थ भगवान् भाष्यकार करते हं । जो "अग्निहीन मनुष्य सब और द्रव्यादि संपत्तिरहित जो मनुष्य सब,, जिनोंको किसी वर्णाश्रमके कर्मका अनुष्ठान नही इस प्रकार अनाश्रमि मनुष्योंका ब्रह्मविद्यामें अधिकारहै किम्वा नही, इसी संदेहमें पहिला बूझा जाताहै यही जो आश्रमकर्म रहित मनुष्यका विद्यामें अधिकार नही, जिसलिये विद्याके प्रति आश्रम कर्म कारणहै और इन सब मनुष्योंको आश्रमकर्मको सम्भावना नही, इसी पूर्वपक्षमें

वेदव्यास सिद्धान्त करतेहैं जो अनाश्रमि पुरुषभी ब्रह्मविद्यामें अधि-कारीहैं जिसकारण रैक्कवाचक्नवी आदि आश्रमकर्मरहित मनुष्योंको-भी ब्रह्मज्ञानकी प्राप्ति भईहै यह वेदमें देखतेहैं, और सदा दिगम्बर रहते इस कारण वर्णाश्रमकर्म रहित जो संवर्त्तआदि तिन सबकोभी महायोगी करके इतिहासमें कहतेहैं। "और ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी आदि स्त्री सब जिनोंको वेदाध्ययनका अधिकारका कदापि सम्भव नहीं तिनोंकाभी ब्रह्मविद्यामें अधिकारहै यह "तयोर्ह मैत्रेयी ब्रह्म-वादिनीबभूव आत्मावा अरे द्रष्टव्य,,"इत्यादि श्रुति में बुझायाहै और सुलभा आदि स्त्री सब ब्रह्मज्ञानी थी यह स्मृतिमें और भाष्यमे देखतेहै और शूद्रयोनिमें उत्पन्न भयेथे इसी निमित्त वेदाध्ययनहीन जो विदुर धर्मव्याध प्रभृति वो सबभी ज्ञानीथे यह इतिहासमें देख-तेहैं, अतएव जिन्होंने वेदाध्ययन करा हैं उन्हीका केवल ब्रह्मविचारमें अधिकारहै यह जो नियम आपने कियाहै तिसमें इनसबश्रुति स्मृतिका अवलोकन करतेहैं जो सब मनुष्य सो सब कदापि श्रद्धा करेङ्गे नहीं। "और श्रवणाध्ययन इत्यादि" इसी सूत्रके अर्थमे शूद्रादिका ब्रह्म-विद्यामें अधिकारहै कीं नहीं यह संशय दूर करणेके लिये भगवान् भाष्यकार लिखतेहैं जो स्मृतिमें यहहै जो इतिहासपुराण आगममे चारोंवर्णका अधिकारहै इसलिये इतिहासपुराण आगमसामान्यसे चारोंवर्णोंको ब्रह्मविद्याका प्रदानकरणे शक्तेहैं यह भगवान् भाष्यकार सिद्धान्त करेहैं अतएव ब्रह्मयज्ञादि वर्णाश्रमकर्म रहित मनुष्योंका ब्रह्मविद्यामें अधिकारहै यह भगवान् वेदव्यासके सिद्धान्त द्वारा और वेदाध्ययनहीन मनुष्योंका विद्यामें अधिकारहै यह श्रुति स्मृतिमें प्राप्त होताहै इसें और भगवान् भाष्यकारकेभी इसीप्रकार निर्णय करणेके द्वारा निश्चयभया अतएव ब्रह्मविद्या अपने प्रकाशके लिये वेदाध्य-नादि आश्रमकर्मको अवश्यही अपेक्षा करतीहै इसवार्त्ताको वेद-

व्यासके सिद्धान्तमें और तिनके शास्त्रके व्याख्याकार भगवान् पूज्यपाद भाष्यकारके सिद्धान्तमें जिनकी श्रद्धाहै वह सब कदापि श्रद्धाकरेङ्गे नहीं। इसीलिये इतिहासमें लिखेहैं जो केवल ईश्वरगीता शास्त्रको अध्ययन करके परमपदको प्राप्तभयेहैं यहभी सुसङ्गत भया। और शिष्टोंकरके परिग्रहीत जो सब प्रसिद्ध तन्त्र तिसमें कथित जो आत्म-तत्वका श्रवणमननादि तिसके अनुष्ठान द्वारा अवश्यही परमपदकी प्राप्तिहोतीहै यही जो परम आराध्य महेश्वरकी दृढ़प्रतिज्ञा सोभी सफला भई। आत्मासत्य और आत्माभिन्न सब वस्तु मिथ्या यह दिखायके आत्माका श्रवण मनन निदिध्यासनमें वेदान्त लिखित शब्द सब जिसप्रकारसे लोकको प्रवृत्ति दे के तिनको मुक्तिप्राप्तिके कारणहैं तिसीप्रकार उसीसब अर्थको कहतेहैं जो स्मृति आगमप्रभृति शास्त्रसव सो अपने श्रोताके प्रति मोक्ष प्राप्तिका जो कारणहैं यह युक्ति सिद्ध-भीहै। और अधिक कहनेका क्या प्रयोजनहै॥ इति ओं तत् सत्॥

ওঁতৎসৎ

সাঙ্গবেদাধ্যয়নাভাবাদ্ব্রাত্যত্বং প্রতিপিপাদয়িষতা সুব্রহ্মণ্যেন শ্রীমতা সুব্রহ্মণ্যশাস্ত্রিণানেকাননধীতসাঙ্গবেদান্ গৌড়ান্ ব্রাহ্মণান্ প্রতি প্রেরি-তায়াং তদ্বিষয়িকায়াং পত্রিকায়াং তদ্বিষয়াপ্রযোজকানি "বেদবিহীনস্যাভ্যু-দয়নিঃশ্রেয়সযোরসিদ্ধিরেব এবমধীতবেদস্যৈব ব্রহ্মবিচারে প্যধিকারঃ প্রাগ্ব্রহ্মবিজ্ঞানান্নিয়মেন কর্ত্তব্যানি শ্রৌতস্মার্ত্তানি কর্ম্মাণি" ইত্যেতানি বাক্যান্যবলোক্য তৈর্বাক্যৈর্ব্রহ্মবিদ্যা স্বোৎপত্তয়ে ব্রহ্মযজ্ঞদেবযজ্ঞাদীন্যা-শ্রমকর্ম্মাণ্যবশ্যমপেক্ষতে ইতি তৎপ্রতিপিপাদয়িষিতং সমালোচ্য চ বয়ং ক্রমঃ ব্রহ্মবিদ্যয়া স্বাভিব্যক্ত্যনুকূলত্বাৎ অধ্যয়নাদীনি বর্ণাশ্রমকর্ম্মাণ্যপে-ক্ষ্যন্তে ইতিতু বেদাদিশাস্ত্রাবিরোধিত্বাদস্মাভিরপি মন্যতে ন তু মন্যতে এতৎ যৎপ্রতিপিপাদয়িষিতং আশ্রমকর্ম্মাণি স্বোৎপত্তয়ে ব্রহ্মবিদ্যয়াঽবশ্য-মপেক্ষ্যন্ত ইতি ভগবতা বাদরায়ণেন আশ্রমকর্ম্মরহিতানামপি ব্রহ্মবিদ্যা-

য়ামধিকারস্য সূত্রিতত্বাৎ তথাচ ভগবদ্বাদরায়ণপ্রণীতে সূত্রে "অন্তরাচাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ" "অপিচ স্মর্য্যতে" ইত্যেতে॥ বিবৃতেচৈতে সূত্রে ভগবদ্ভাষ্যকারপূজ্যপাদৈঃ "বিদুরাদীনাং দ্রব্যাদিসম্পদ্রহিতানাঞ্চান্যতমাশ্রমপ্রতিপত্তিহীনানামন্তরালবর্ত্তিনাং কিং বিদ্যায়ামধিকারোঽস্তি কিম্বা নাস্তীতি সংশয়ে নাস্তীতি তাবৎপ্রাপ্তং আশ্রমকর্ম্মণাং বিদ্যাহেতুত্বাবধারণাৎ আশ্রমকর্ম্মাসম্ভবাচ্চৈতেষাং ইত্যেবং প্রাপ্তে ইদমাহ অন্তরা চাপিতু তদ্দৃষ্টেরিতি অন্তরা চাপিতু অনাশ্রমিত্বেন বর্ত্তমানোপি বিদ্যায়ামধিক্রিয়তে কুতঃ তদ্দৃষ্টেঃ রৈক্কবাচক্নবীপ্রভৃতীনামেবম্ভূতানামপি ব্রহ্মবিত্বশ্রুত্যুপলব্ধেঃ অপিচ স্মর্য্যতে ইতি। সম্বর্ত্তপ্রভৃতীনাঞ্চ নগ্নচর্য্যাদিযোগাদনপেক্ষিতাশ্রমকর্ম্মণামপি মহাযোগিত্বং স্মর্য্যতে ইতিহাসে" ইতি।

কিঞ্চ বেদাধ্যয়নাধিকারাসম্ভবাদেবানধীতবেদানামপি ব্রহ্মবাদিমৈত্রেয়ীপ্রভৃতীনাং ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারস্য "তয়োর্হ মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী বভূব" "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবোধিতত্বাৎ সুলভাদীনামপি স্ত্রীব্যক্তীনাং ব্রহ্মবাদিত্বস্য স্মৃতৌ ভাষ্যেচ প্রদর্শনাৎ শূদ্রযোনিপ্রভবত্বেনানধীতবেদানামপি বিদুরধর্ম্মব্যাধপ্রভৃতীনাং জ্ঞানোৎপত্তেরিতিহাসে অধীতবেদস্যৈব ব্রহ্মবিচারেপ্যধিকার ইতি নিয়মোক্তি স্তত্তচ্ছ্রুতিস্মৃতিপর্য্যালোচনপরৈর্নৈব শ্রদ্ধেয়া।

অপিচ "শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাৎ স্মৃতেশ্চ" ইতি সূত্রং বিবৃণ্বন্তোভাষ্যকারপাদাঃ শূদ্রাদীনাং ব্রহ্মবিদ্যাধিকারসংশয়ে "শ্রাবয়েচ্চতুরোবর্ণানিতি চেতিহাসপুরাণাগমে চাতুর্বর্ণ্যাধিকারস্মরণাৎ" ইতিহাসপুরাণাগমানাং সামান্যতঃ সর্ব্বেভ্যো বর্ণেভ্যো ব্রহ্মবিদ্যাপ্রদাতৃত্বমিতি সিদ্ধান্তয়াঞ্চক্রুঃ। তস্মাদ্‌যজ্ঞাদ্যাশ্রমকর্ম্মরহিতানামপি ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারস্য ভগবতা বাদরায়ণেন সিদ্ধান্তিতত্বাৎ অনধীতবেদানামপি বিদ্যাধিকারস্য শ্রুতিস্মৃতিবোধিতত্বাৎ ভাষ্যকারপাদৈর্নির্ণীতত্বাচ্চ ব্রহ্মবিদ্যয়া স্বোৎপত্তিনিমিত্তত্বাদধ্যয়নাদ্যাশ্রমকর্ম্মাণি নিয়মেনাপেক্ষ্যন্তে ইত্যুক্তির্বৈয়াসিকতন্ত্রসিদ্ধান্ততত্ত্বব্যাখ্যাতৃভগবৎপূজ্যপাদরাদ্ধান্তশ্রদ্ধালুভির্নাদরণীয়া। এতেন অধীতকেবলেশ্বরগীতাশাস্ত্রঃ পরাং শান্তিং প্রাপ্তবানিতি ব্রুবন্নিতিহাসশ্চরিতার্থী ভূতঃ। শিষ্টপরিগৃহীতপ্রসিদ্ধাগমোক্তাত্মতত্ত্বশ্রবণ-

মননাদের্নিঃশ্রেয়সাবাপ্তিরৈকান্তিকীতি পরমারাধ্যস্য মহেশ্বরস্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞাপি সফলাসীৎ॥ আত্মানাত্মনোঃ সত্যানৃতত্বে প্রদর্শয়ন্তোলোকানাত্মশ্রবণমননিদিধ্যাসনেষু প্রবর্ত্তয়ন্তো বেদান্তগ্রথিতশব্দা যথা নিঃশ্রেয়সহেতবোভবন্তি তথৈব তমেবার্থং প্রবদতাং স্মৃত্যাগমপ্রভৃতীনাং তত্তচ্ছেত্তৃভ্যো নিঃশ্রেয়সপ্রদাতৃত্বং যুক্তমপীত্যলমতিজল্পলেন। ইতি॥

ওঁতৎসৎ

যে ব্রাহ্মণেরা সাঙ্গ বেদাধ্যয়ন না করেন, তাঁহারা ব্রাত্য, অর্থাৎ অব্রাহ্মণ হয়েন, ইহা প্রতিপন্ন করিবার ইচ্ছা করিয়া ব্রাহ্মণধর্ম্ম তৎপর শ্রীযুক্ত সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী যে পত্র সাঙ্গ বেদ পাঠ হীন অনেক এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণেরদেব নিকটে পাঠাইয়াছেন, তাহাতে দেখিলাম, যে তেঁহ লিখিয়াছেন, "বেদাধ্যয়ন হীন ব্যক্তিরদের স্বর্গ এবং মোক্ষ হইতে পারে না, আর যে ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন করিয়াছে, তাহারি কেবল ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার, এবং ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বে বেদোক্ত এবং স্মৃত্যুক্ত কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য হয়," আর এ সকল বাক্য যাহা অব্রাহ্মণত্ব প্রতিপন্ন করিবাতে সম্পর্ক রাখে না, তাহার দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, যে ব্রহ্মযজ্ঞ দেবযজ্ঞ প্রভৃতি বর্ণাশ্রম কর্ম্মের অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে না, ইহা উপলব্ধি করিয়া আমরা উত্তর দিতেছি, ব্রহ্মবিদ্যার প্রকাশের নিমিত্ত বর্ণাশ্রম কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য বটে, যে হেতুক একথা বেদাদি শাস্ত্রের সহিত বিরুদ্ধ নহে, সুতরাং আমরাও ইহা স্বীকার করি; কিন্তু ইহা সর্ব্বথা অমান্য হয়, যে বর্ণাশ্রম কর্ম্মের অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে ব্রহ্মজ্ঞানের উৎপত্তি হয় না, যে হেতুক ভগবান্ বেদব্যাস বর্ণাশ্রম কর্ম্মহীন ব্যক্তিরদেরও ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার আছে, ইহা সূত্রে লিখিয়াছেন, সে এই দুই সূত্র।

অন্তরাচাপিতু তদ্দৃষ্টেঃ।

অপিচ স্মর্য্যতে।

এবং এই দুই সূত্রের বিবরণ ভগবান্ ভাষ্যকার করিয়াছেন, "অগ্নিহীন ব্যক্তি সকল, এবং দ্রব্যাদি সম্পত্তি রহিত ব্যক্তি সকল, যাহারদের

কোন বর্ণাশ্রম কর্ম্মের অনুষ্ঠান নাই, এমত রূপ অনাশ্রমি ব্যক্তিরদের বিদ্যাতে অধিকার আছে, কিম্বা নাই,এই সংশয়ে আপাতত জ্ঞান এই হয়, যে আশ্রম কর্ম্ম হীন ব্যক্তিরদের বিদ্যাতে অধিকার নাই, যে হেতুক বিদ্যার প্রতি আশ্রম বিহিত কর্ম্ম কারণ হয়; আর ঐ সকল ব্যক্তিরদের আশ্রম কর্ম্মের সম্ভাবনা নাই, এই পূর্ব্বপক্ষে বেদব্যাস সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, অনাশ্রমি ব্যক্তিরাও ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকারী হয়, যে হেতুক রৈক্ক, বাচক্নবী, প্রভৃতি আশ্রম কর্ম্ম হীন ব্যক্তি সকলেরও ব্রহ্ম জ্ঞানের প্রাপ্তি হইয়াছে, ইহা বেদেদেখিতেছি; আর সর্ব্বদা বিবস্ত্র থাকিতেন, এ প্রযুক্ত বর্ণাশ্রম কর্ম্ম হীন যে সম্বর্ত্ত প্রভৃতি, তাঁহারদেরও মহা যোগিত্ব ইতিহাসে দেখিতেছি," এবং ব্রহ্মবাদিনী, মৈত্রেয়ী, প্রভৃতি স্ত্রী সকল, যাঁহারদের বেদাধ্যয়নের অধিকার কদাপি সম্ভব নহে, তাঁহারদেরও ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার আছে, ইহা

তযোর্হ মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী বভূব।

এবং, আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ।

ইত্যাদি শ্রুতিতে বুঝাইয়াছে; আর সুলভাদি স্ত্রী সকল ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন, ইহা স্মৃতিতে এবং ভাষ্যেতে দেখিতেছি, এবং শূদ্র যোনিতে জন্মিয়াছিলেন, এ প্রযুক্ত বেদাধ্যয়ন হীন যে বিদুর, ধর্ম্মব্যাধ, প্রভৃতি তাঁহারাও জ্ঞানী ছিলেন ইহা ইতিহাসে দেখিতেছি অতএব যাঁহারা বেদাধ্যয়ন করিয়াছেন, কেবল তাঁহারদেরি ব্রহ্মবিচারে অধিকার, এই যে নিয়ম আপনি করিয়াছেন, তাহাতে ঐ সকল শ্রুতি স্মৃতির আলোচনা করেন যে সকল ব্যক্তি, তাঁহারা কদাপি শ্রদ্ধা করিবেন না, আর শ্রবণাধ্যয়ন ইত্যাদি এই সূত্রের বিবরণেতে শূদ্রাদির ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার আছে কি না, এই সংশয় দূর করিবার নিমিত্তে ভগবান্ ভাষ্যকার লিখেন, যে "ইতিহাস পুরাণ আগমেতে চারি বর্ণের অধিকার আছে, ইহা স্মৃতিতে লিখেন," অতএব ইতিহাস পুরাণ আগম সামান্যত চারি বর্ণেতে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করিতে পারেন, ইহা ভগবান্ ভাষ্যকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, অতএব ব্রহ্মযজ্ঞাদি বর্ণাশ্রম কর্ম্ম হীন ব্যক্তিরদের ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার আছে, ইহা ভগবান্ বেদব্যাসের সিদ্ধান্ত দ্বারা, আর বেদাধ্যয়ন

হীন ব্যক্তিরদের বিদ্যাতে অধিকার আছে, ইহা শ্রুতি স্মৃতিতে প্রাপ্তি হইবার দ্বারা এবং ভগবান্ ভাষ্যকারেরও এই প্রকার নির্ণয় করিবার দ্বারা, নিশ্চয় হইল, সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যা আপন প্রকাশের নিমিত্ত বেদাধ্যয়নাদি আশ্রম কর্ম্মকে অবশ্যই অপেক্ষা করেন, এ কথাকে বেদব্যাসের সিদ্ধান্তে এবং তাঁহার শাস্ত্রের ব্যাখ্যাতৃ ভগবান্ পূজ্যপাদ ভাষ্যকারের সিদ্ধান্তে যাঁহারদের শ্রদ্ধা আছে, তাঁহারা কদাপি শ্রদ্ধা করিবেন না, অতএব ইতিহাসে লিখেন, যে কেবল ঈশ্বর গীতা শাস্ত্রের অধ্যয়ন করিয়া পরম পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহাও সুসঙ্গত হইল এবং শিষ্ট পরিগৃহীত যে সকল প্রসিদ্ধ আগম তাহাতে কথিত যে আত্ম তত্ত্বের শ্রবণ মননাদি তাহার অনুষ্ঠানের দ্বারা অবশ্যই পরম পদ প্রাপ্তি হয়, এই যে পরমারাধ্য মহেশ্বরের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ঐ শাস্ত্রে দৃষ্ট হইয়াছে, তাহাও সফল হইল, আত্মা সত্য আত্মা ভিন্ন তাবৎ মিথ্যা, ইহা দেখাইয়া আত্মার শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনে বেদান্ত গ্রথিত শব্দ সকল যে রূপে লোককে প্রবৃত্ত করিয়া তাহারদের শ্রেয়ঃ প্রাপ্তির কারণ হয়েন; সেই রূপ ঐ সকল অর্থ কহেন, যে স্মৃতি আগম প্রভৃতি শাস্ত্র সকল তাঁহারা আপন শ্রোতাদের প্রতি মোক্ষ প্রাপ্তির যে কারণ হয়েন ইহা যুক্তি সিদ্ধ হয়। অধিক কথনে প্রয়োজন নাই ইতি।

প্রার্থনা পত্র।

পরমেশ্বরায় নমঃ।

সবিনয় প্রার্থনা।

যাঁহারা এই বেদ বাক্যে বিশ্বাস রাখেন যে "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ;" "নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা। অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে" অর্থাৎ "ব্রহ্ম কেবল একই দ্বিতীয় রহিত হয়েন ;" "সেই পরমাত্মাকে বাক্যের দ্বারা ও মনের দ্বারা অথবা চক্ষুঃ দ্বারা জানা যায় না তত্রাপি জগতের মূল ও আশ্রয় অস্তিরূপ তেঁহ হয়েন এই প্রকারে তাঁহাকে জানিবেক ; অতএব অস্তিরূপ তাঁহাকে যে ব্যক্তি জানিতে না পারে তাহার জ্ঞান গোচর তেঁহ কিরূপে হইবেন ?"—এবং এই বাক্যানুসারে আচরণে যত্ন করেন "যথৈবাত্মা পরস্তদ্বৎ দ্রষ্টব্যঃ শুভমিচ্ছতা। সুখদুঃখানি তুল্যানি যথাত্মনি তথা পরে॥" অর্থাৎ "কল্যাণেচ্ছু ব্যক্তি যেমন আপনাকে সেইরূপ পরকেও দেখিবেন, সুখ ও দুঃখ যেমন আপনাতে হয় সেইরূপ পরেতেও হয় এমত জানিবেন,"—তাঁহাদের কর্ত্তব্য এই যে স্বদেশীয়দের মধ্যে যে ব্যক্তিতে এই এই নিষ্ঠা ও আচরণ দেখেন তাঁহাদের সহিত অতিশয় প্রীতি করেন, যদ্যপিও তাঁহারা ঐ সকল শ্রুতির সাক্ষাৎ অধ্যয়ন না করিয়া তাহার তাৎপর্য্যার্থের দ্বারা পরমেশ্বরেতে তৎপর হইয়া থাকেন। দশ নামা সন্ন্যাসিদের মধ্যে অনেকে, এবং গুরুনানকের সম্প্রদায়, ও দাদুপন্থী, ও কবীরপন্থী, এবং সন্তমতাবলম্বি প্রভৃতি, এই ধর্ম্মাক্রান্ত হয়েন ; তাঁহাদের সহিত ভ্রাতৃভাবে আচরণ করা আমাদের কর্ত্তব্য হয়। ভাষা বাক্যই কেবল তাঁহাদের অনেকের উপদেশের দ্বার এবং ভাষা গানাদি উপাসনার উপায় হইয়াছে অতএব তাঁহাদের পরমার্থ সাধনে সন্দেহ আছে এমত আশঙ্কা করা উচিত নহে ; যেহেতু যাজ্ঞবল্ক্য বেদ গানে অসমর্থদের প্রতি কহিয়াছেন যে "ঋগ্‌গাথা পাণিকা দক্ষবিহিতা ব্রহ্মগীতিকা। গেয়মেতৎ তদভ্যাসাৎ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি। বীণাবাদনতত্ত্বজ্ঞঃ শ্রুতিজাতিবিশারদঃ। তালজ্ঞশ্চাপ্রয়াসেন মোক্ষমার্গং নিয়চ্ছতি॥" অর্থাৎ "ঋক্‌সংজ্ঞক গান ও গাথা সংজ্ঞক গান ও পাণিকা এবং দক্ষ বিহিত গান ব্রহ্ম বিষয়ক এই চারি প্রকার গান

অনুষ্ঠেয় হয় ; মোক্ষ সাধন যে এই সকল গান ইহার অভ্যাস করিলে মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। বীণাবাদনে নিপুণ ও সপ্তস্বরের বাইশ প্রকার শ্রুতি ও আঠার প্রকার জাতি ইহাতে প্রবীণ এবং তালজ্ঞ ইঁহারা অনায়াসে মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন।" স্মার্ত্তধৃত শিব ধর্ম্মের বচন "সংস্কৃতৈঃ প্রাকৃতৈর্বা-কৈর্যঃ শিষ্যমনুরূপতঃ। দেশভাষাদ্যুপায়ৈশ্চ বোধয়েৎ সগুরুঃ স্মৃতঃ।" অর্থাৎ "শিষ্যের বোধগম্যানুসারে সংস্কৃত কিম্বা প্রাকৃত বাক্যের দ্বারা অথবা দেশ ভাষাদি উপায়ের দ্বারা যিনি উপদেশ করেন তাঁহাকে গুরু কহা যায়।"

বিদেশীয়দের অন্তঃপাতি ইউরোপীয়, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পর-মেশ্বরকে সর্ব্বথা এক জানেন ও মনের শুদ্ধভাবে কেবল তাঁহারি উপাসনা করেন এবং দয়ার বিস্তীর্ণতাকে পরমার্থ সাধন জানেন তাঁহাদিগ্যেও উপাস্যের ঐক্যানুরোধে অতিশয় প্রিয়পাত্র জ্ঞান করা কর্ত্তব্য হয়। তাঁহারা য়িশুখ্রীস্টকে পরমেশ্বরের প্রেরিত ও আপনাদের আচার্য্য কহেন ইহাতে পরমার্থ বিষয়ে আত্মীয়তা কিরূপে হয় এমত আশঙ্কা উচিত নহে; যেহেতু উপাস্যের ঐক্য ও অনুষ্ঠানের ঐক্য উপাসকদের আত্মীয়তার কারণ হইয়া থাকে।

আর ইউরোপীয়দের মধ্যে যাঁহারা য়িশুখ্রীস্টকে পরমেশ্বর জ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রতিমূর্ত্তিকে মনে কল্পনা করেন এবং পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর, ও ধর্ম্মাত্মা ঈশ্বর, কিন্তু এই তিনে এক ঈশ্বর হয়েন ইহাই স্থির করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতিও বিরোধিভাব কর্ত্তব্য নহে ; বরঞ্চ যেরূপে আপনাদের মধ্যে যাঁহারা যাঁহারা বাহ্যেতে প্রতিমা নির্ম্মাণ না করিয়া মনেতে রামাদি অবতারকে পরমেশ্বর জানিয়া তাঁহাদের ধ্যান ধারণা করেন এবং ঐ নানা অবতারের ঐক্যতা দর্শান, তাঁহাদের সহিত যেরূপে অবিরোধিভাব রাখি, সেই রূপ ঐ ইউরোপীয়দের প্রতিও কর্ত্তব্য হয়।

আর যে সকল ইউরোপীয় য়িশুখ্রীস্টকে পরমেশ্বর জানিয়া তাঁহার নানা প্রকার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন তাঁহাদের প্রতিও দ্বেষভাব কর্ত্তব্য হয় না ; বরঞ্চ আমাদের মধ্যে যাঁহারা রামাদি অবতারকে পরমেশ্বর জ্ঞানে তাঁহাদের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন তাঁহাদের সহিত যেরূপ আচরণ করিয়া

থাকি সেইরূপ ঐ ইউরোপীয়দের সহিত করাতে হানি নাই; যেহেতু এ দুই ইউরোপীয় সম্প্রদায় এবং ঐ দুই প্রকার স্বদেশীয় ইহাঁদের উপাসনার মূলে ঐক্য আছে যদ্যপিও বর্ণের প্রভেদ দ্বারা পরস্পর ভিন্ন উপলব্ধ হয়েন। কিন্তু ঐ দ্বিতীয় তৃতীয় প্রকার ইউরোপীয়েরা যখন আপন মতে লইতে ও অদ্বৈতবাদ হইতে বিমুখ করিতে আমাদের প্রতি যত্ন করেন তখনও তাঁহাদিগ্যে দ্বেষভাব না করিয়া বরঞ্চ তাঁহাদের স্বীয় দোষ জানিবার অজ্ঞানতা নিমিত্ত কেবল করুণা করা উচিত হয়; যেহেতু ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হয় যে ধন ও অধিকার হইলে আপনাতে অন্য কোন ত্রুটি আছে এমত অনুভব মনুষ্যের প্রায় হয় না ইতি।

আত্মানাত্ম বিবেক।

ওঁতৎসৎ

আত্মানাত্মবিবেকঃ।

দৃশ্যং সর্ব্বমনাত্মা স্যাৎ দৃগেবাত্মা বিবেকিনঃ। আত্মানাত্মবিবেকোঽয়ং কথ্যতে গ্রন্থকোটিভিঃ। ব্রহ্মজ্ঞ বিবেকি সম্বন্ধে ইন্দ্রিয় গোচর সকল বস্তু অনাত্মা হয় সর্ব্বসাক্ষি ব্রহ্ম যিনি তিনিই আত্মা, এই আত্মানাত্ম বিবেক কোটি কোটি গ্রন্থ দ্বারা কথিত হইতেছে॥ আত্মানাত্মবিবেকঃ কথ্যতে। স্বল্পগ্রন্থ দ্বারা আত্মানাত্ম বিবেক কহিতেছেন॥ আত্মনঃ কিং নিমিত্তং দুঃখং। আত্মার কি নিমিত্ত দুঃখ॥ শরীরপরিগ্রহনিমিত্তং। শরীর পরিগ্রহ নিমিত্ত॥ ন হ বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়যোরপহতিরস্তীতি শ্রুতেঃ। শরীরের সহিত বর্ত্তমানের প্রিয়াপ্রিয়ের নাশ হয় না ইহা শ্রুতি কহিতেছেন॥ শরীরপরিগ্রহঃ কেন ভবতি। শরীর পরিগ্রহ কেন হয়॥ কর্ম্মণা। কর্ম্ম হেতু হয়॥ কর্ম্ম বা কেন ভবতীতি চেৎ। কর্ম্মই বা কেন হয় ইহা যদি বল॥ রাগাদিভ্যঃ। রাগাদি হইতে হয়॥ রাগাদিঃ কেন ভবতীতি চেৎ। রাগাদি কিহেতু হয় ইহা যদি আশঙ্কা হয়॥ অভিমানাৎ। অভিমান নিমিত্ত হয়॥ অভিমানঃ কেন ভবতীতি চেৎ। অভিমান কি কারণ হয়॥ অবিবেকাৎ। অবিবেক হেতু॥ অবিবেকঃ কেন ভবতীতি চেৎ। অবিবেক কি নিমিত্ত হয় ইহা যদি কহ॥ অজ্ঞানাৎ। অজ্ঞান কারণে হয়॥ অজ্ঞানং কেন ভবতীতি চেৎ। অজ্ঞান কাহা হইতে হয় ইহা যদি সংশয় হয়॥ ন কেনাপি ভবতীতি। কাহা হইতেই হয় না॥ অজ্ঞানমনাদ্য-নির্ব্বচনীয়ং। অজ্ঞান অনাদি অনির্ব্বচনীয়॥ অজ্ঞানাদবিবেকো জায়তে। অজ্ঞান হইতে অবিবেক জন্মে॥ অবিবেকাদভিমানো জায়তে। অবিবেক হইতে অভিমান জন্মে॥ অভিমানাদ্রাগাদয়ো জায়ন্তে। অভিমান হইতে রাগাদি জন্মে॥ রাগাদিভ্যঃ কর্ম্মাণি জায়ন্তে। রাগাদি হইতে কর্ম্ম সকল জন্মে॥ কর্ম্মভ্যঃ শরীরপরিগ্রহো জায়তে। কর্ম্ম সকল হইতে শরীর পরিগ্রহ হয়॥ শরীরপরিগ্রহাদ্দুঃখং জায়তে। শরীর পরিগ্রহ কারণে দুঃখ জন্মে॥ দুঃখস্য কদা নিবৃত্তিঃ। দুঃখের নিবৃত্তি কখন হয়॥ সর্ব্বা-ত্মনা শরীরপরিগ্রহনাশে সতি দুঃখস্য নিবৃত্তির্ভবতি। সর্ব্বতোভাবে শরীর

পরিগ্রহ নাশ হইলেই দুঃখ নিবৃত্তি হয়॥ সর্ব্বাত্মপদং কিমর্থং। সর্ব্বাত্ম পদ প্রয়োগ কি নিমিত্ত॥ সুষুপ্ত্যবস্থায়াং দুঃখে নিবৃত্তেঽপি পুনরুত্থান-সময়ে উৎপদ্যমানত্বাৎ বাসনাস্থিতং ভবতি। সুষুপ্ত্যবস্থাতে দুঃখ নিবৃত্ত হইলেও পুনর্ব্বার উত্থান কালে মন বাসনাস্থ হয়॥ অতস্তন্নিবৃত্ত্যর্থং সর্ব্বাত্মপদং, সর্ব্বাত্মনা শরীরপরিগ্রহনিবৃত্তে সতি দুঃখস্য নিবৃত্তির্ভবতি। এই হেতু বাসনা নিবারণার্থ সর্ব্বাত্মপদ প্রয়োগ করিয়াছেন, সর্ব্বতোভাবে শরীর পরিগ্রহ নিবৃত্ত হইলে দুঃখের নিবৃত্তি হয়॥ শরীরপরিগ্রহনিবৃত্তিঃ কদা ভবতি। শরীর পরিগ্রহ নিবৃত্তি কখন হয়॥ সর্ব্বাত্মনা কর্ম্মনিবৃত্তে সতি শরীরপরিগ্রহনিবৃত্তির্ভবতি। সর্ব্বতোভাবে কর্ম্ম নিবৃত্তি হইলে শরীর পরিগ্রহ নিবৃত্তি হয়॥ কর্ম্মনিবৃত্তিঃ কদা ভবতি। কর্ম্ম নিবৃত্তি কখন হয়॥ সর্ব্বাত্মনা রাগাদিনিবৃত্তে সতি কর্ম্মনিবৃত্তির্ভবতি। অশেষরূপে রাগাদি নিবৃত্তি হইলে কর্ম্ম নিবৃত্তি হয়॥ রাগাদিনিবৃত্তিঃ কদা ভবতি। রাগাদি নিবৃত্তি কখন হয়॥ সর্ব্বাত্মনা অভিমাননিবৃত্তে সতি রাগাদি-নিবৃত্তির্ভবতি। সর্ব্বতোভাবে অভিমান নিবৃত্তি হইলে রাগাদি নিবৃত্তি হয়॥ কদাভিমাননিবৃত্তিঃ। কখন অভিমানের নিবৃত্তি হয়॥ সর্ব্বাত্মনা অবিবেকনিবৃত্তে সতি অভিমাননিবৃত্তিঃ। সর্ব্ব প্রকারে অবিবেক নিবৃত্ত হইলে অভিমানের নিবৃত্তি হয়॥ অবিবেকনিবৃত্তিঃ কদা ভবতি। অবি-বেক নিবৃত্তি কখন হয়॥ সর্ব্বাত্মনা অজ্ঞাননিবৃত্তে সতি অবিবেকনিবৃত্তিঃ। নিঃশেষরূপে অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে অবিবেক নিবৃত্তি হয়॥ কদা অজ্ঞান নিবৃত্তিঃ। কখন অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়॥ ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানে জাতে সতি সর্ব্বাত্মনাঽবিদ্যানিবৃত্তিঃ। ব্রহ্মতে জীবের একত্ব জ্ঞান হইলে নিঃশেষে অবিদ্যা নিবৃত্তি হয়॥

নন্থ নিত্যানাং কর্ম্মণাং বিহিতত্বান্নিত্যেভ্যঃ কর্ম্মভ্যোঽবিদ্যা-নিবৃত্তিঃ স্যাৎ কিমর্থং জ্ঞানেনেত্যাশঙ্ক্য। নিত্য কর্ম্মানুষ্ঠানে বেদ বিধান আছে অতএব নিত্য কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান দ্বারা অবিদ্যা নিবৃত্তি হইবে তবে কি নিমিত্ত জ্ঞান দ্বারাই অবিদ্যা নিবৃত্তি হয় এই আশঙ্কা করিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছেন॥ ন কর্ম্মাদিনা অবিদ্যানিবৃত্তিঃ। কর্ম্মাদি দ্বারা অজ্ঞান নিবর্ত্ত হয় না॥ তৎকুতইতিচেৎ। কি হেতু হয়

না এমত যদি আশঙ্কা হয়॥ কর্ম্মাজ্ঞানয়োর্ব্বিরোধো ন ভবেৎ। কর্ম্ম অজ্ঞান উভয়ের বিরোধ হয় না॥ জ্ঞানাজ্ঞানয়োর্ব্বিরোধোভবেৎ। জ্ঞান অজ্ঞান উভয়ের বিরোধ হয়॥ অতোজ্ঞানেনৈবাজ্ঞাননিবৃত্তিঃ। এই হেতু জ্ঞান দ্বারাই অজ্ঞান নিবৃত্তি হয়॥ তজ্জ্ঞানং কুত ইতিচেৎ। সেই জ্ঞান কাহা হইতে হয়॥ বিচারাদেব ভবতি। বিচার হইতেই হয়॥ কি বিষয় বিচার এই আশঙ্কা করিয়া কহিতেছেন। আত্মানাত্মবিবেকবিষয়বিচারাদেব ভবতি। আত্মানাত্ম বিবেক বিষয় বিচার হইতেই জ্ঞান হয়॥ আত্মানাত্মবিবেকে কো বাঽধিকারী। আত্মানাত্ম বিবেকে কে অধিকারী॥ সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নোঽধিকারী। সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন অধিকারী॥ সাধনচতুষ্টয়ং নাম। সাধন চতুষ্টয় কাহার নাম॥ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ, ইহামুত্রার্থফলভোগবিরাগঃ, শমদমাদিষট্‌কসম্পত্তিঃ, মুমুক্ষুত্বঞ্চেতি। নিত্যানিত্যবস্তু বিবেকাদির অর্থ ব্যক্ত করিতেছেন, নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকোনাম। নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক ইহার নাম॥ ব্রহ্মৈব সত্যং জগন্মিথ্যেতি নিশ্চয়ো নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ। ব্রহ্মই সত্য জগৎ মিথ্যা এই প্রকার যে নিশ্চয় সেই নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক॥ ইহামুত্রার্থফলভোগবিরাগোনাম। ইহামুত্রার্থ ফল ভোগ বিরাগ ইহার নাম॥ ইহাস্মিন্ লোকে দেহধারণব্যতিরিক্তবিষয়েষু স্রক্‌চন্দনাদিবনিতাদিষু বান্তাশনমূত্রপুরীষাদৌ যথেচ্ছারাহিত্যমিতি ইহলোকফলভোগবিরাগঃ। ইহ লোকে শরীর ধারণ ব্যতিরিক্ত যে বিষয় মাল্য চন্দন স্ত্রী সম্ভোগাদি তাহাতে যেমন বমনান্ন মূত্র বিষ্ঠাদিতে ইচ্ছা নাই তাদৃশ ইচ্ছার নিবৃত্তি যে তাহার নাম ইহলোকে ফল ভোগ বিরাগ॥ অমুত্র স্বর্গলোকাদিব্রহ্মলোকান্তর্বর্ত্তিষু রম্ভাসম্ভোগাদিবিষয়েষু তদ্বৎ পূর্ব্ববৎ। পর লোকে স্বর্গ লোক অবধি ব্রহ্ম লোক পর্য্যন্ত সকল লোকে বর্ত্তমান যে অপ্সরা সম্ভোগ প্রভৃতি বিষয়ে পূর্ব্বোক্তের ন্যায় যে ইচ্ছার নিবৃত্তি তাহার নাম পর লোকে ফলভোগ বিরাগ॥ শমদমাদিষট্‌কং নাম শমদমোপরতিতিতিক্ষাসমাধানশ্রদ্ধাঃ। শম দম উপরতি তিতিক্ষা সমাধান শ্রদ্ধা ইহার নাম শম দমাদি ষট্‌ক॥ শম দমাদির লক্ষণ কহিতেছেন, শমোনাম অন্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহের নাম শম॥ অন্তরিন্দ্রিয়ং নাম মনস্তস্য

নিগ্রহোঽন্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। অন্তরিন্দ্রিয় মন তাহার নিগ্রহ অর্থাৎ সংযম॥ ইহার তাৎপর্য্যার্থ কহিতেছেন, শ্রবণাদিব্যতিরিক্তবিষয়েভ্যোনিগ্রহঃ শ্রবণাদৌ বর্ত্তনং শমঃ। ব্রহ্ম বিষয়ক শ্রবণ মননাদি ব্যতিরিক্ত সাংসারিক বিষয় হইতে নিগ্রহ অতএব পরমাত্ম বিষয় শ্রবণাদিতে যে প্রবৃত্তি তাহার নাম শম॥ দমোনাম বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। বাহ্যেন্দ্রিয় সংযমের নাম দম॥ বাহ্যেন্দ্রিয়াণি কানি। বাহ্যেন্দ্রিয় সকল কি॥ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়॥ তেষাং নিগ্রহঃ শ্রবণাদিব্যতিরিক্তবিষয়েভ্যো নিবৃত্তির্দমঃ। ব্রহ্ম বিষয়ক শ্রবণাদি ব্যতিরিক্ত সাংসারিক বিষয় হইতে সেই সকল বাহ্যেন্দ্রিয়ের সংযম দম শব্দে উক্ত হয়॥ উপরত্তির্নাম বিহিতানাং কর্ম্মণাং বিধিনা ত্যাগঃ। বিহিত কর্ম্ম সকলের সংন্যাস বিধান দ্বারা যে পরিত্যাগ তাহার নাম উপরতি॥ শ্রবণাদিষু বর্ত্তমানস্য মনসঃ শ্রবণাদিম্বেব বর্ত্তনং বোপরতিঃ। কিম্বা শব্দাদি বিষয় শ্রবণাদিতে বর্ত্তমান মনের প্রত্যাহার পূর্ব্বক ব্রহ্ম বিষয়ক শ্রবণাদিতে যে বর্ত্তন তাহার নাম উপরতি॥ তিতিক্ষা নাম শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহনং দেহবিচ্ছেদব্যতিরিক্তং। শরীর বিচ্ছেদ জনক ব্যতিরিক্ত যে শীত গ্রীষ্মাদি দ্বন্দ্বের সহন তাহার নাম তিতিক্ষা॥ নিগ্রহশক্তাবপি পরাপরাধে সোঢ়ৃত্বং বা তিতিক্ষা। কিম্বা নিগ্রহশক্তি থাকিতেও যে পরাপরাধ সহিষ্ণুতা তাহার নাম তিতিক্ষা॥ সমাধানং নাম শ্রবণাদিষু বর্ত্তমানং মনো বাসনাবশাৎ বিষয়েষু গচ্ছতি যদা যদা তদা তদা দোষ দৃষ্ট্যা তেষু সমাধানং। ব্রহ্ম বিষয়ক শ্রবণাদিতে বর্ত্তমান মন বাসনাবশে বিষয়ে যখন যখন গমন করে তখন তখন বিষয়েতে নশ্বরত্বাদি দোষ দর্শন দ্বারা পরমেশ্বরেতে যে মনের একাগ্রতা তাহার নাম সমাধান॥ শ্রদ্ধা নাম গুরুবেদান্তবাক্যেষু বিশ্বাসঃ। গুরু এবং বেদান্ত বাক্যেতে যে বিশ্বাস তাহার নাম শ্রদ্ধা॥ ইদং তাবৎ শমাদিষট্‌কমুক্তং। এই শমাদি ষট্‌ক উক্ত হইল॥ মুমুক্ষুত্বং নাম মোক্ষেঽতিতীব্রেচ্ছাবত্ত্বং। মুক্তিতে অতি তীক্ষ্ণ ইচ্ছা বত্তার নাম মুমুক্ষুত্ব॥ এতৎ সাধনচতুষ্টয়সম্পত্তিঃ তদ্বান্ সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ। এই সাধন চতুষ্টয় সম্পত্তি এতদ্বিশিষ্ট ব্যক্তি সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন॥ তস্যাত্মানাত্মবিবেকবিচারেঽধিকারো নান্যস্য।

তাহাঁরি আত্মানাত্ম বিবেক বিচারে অধিকার হয় অন্যের নয়॥ তস্যাত্মানাত্মবিচারঃ কর্ত্তব্যোঽস্তি। তাহার কেবল আত্মানাত্ম বিচারই কর্ত্তব্য আছে অন্য নাই॥ ইহার দৃষ্টান্ত কহিতেছেন, যথা ব্রহ্মচারিণঃ কর্ত্তব্যান্তরং নাস্তি তথাঽন্যৎ কর্ত্তব্যং নাস্তি। যেমন ব্রহ্মচারির কর্ত্তব্যান্তর নাই তেমনি সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন ব্যক্তির কর্ত্তব্যান্তর নাই। সাধনচতুষ্টয়সম্পত্ত্যভাবেঽপি গৃহস্থানামাত্মানাত্মবিচারে ক্রিয়মানে সতি তেন প্রত্যবায়োনাস্তি কিন্ত্বতীব শ্রেয়োভবতি। সাধন চতুষ্টয় সম্পত্তির অভাবেও গৃহস্থের দিগের আত্মানাত্ম বিচার কৃত হইলেও তাহার দ্বারা প্রত্যবায় নাই কিন্তু অতিশয় মঙ্গল হয়॥ দিনে দিনে তু বেদান্তবিচারাৎ ভক্তিসংযুতাদ্। গুরুশুশ্রূষয়া লব্ধাৎ কৃচ্ছ্রাশীতিফলং লভেদিত্যুক্তং। প্রতিদিন গুরু সেবা দ্বারা লব্ধ ভক্তি সংযুক্ত বেদান্ত বিচার হইতে অশীতি কৃচ্ছ্র ব্রতের ফল লাভ করে অতএব আত্মানাত্ম বিচার করিবে ইহা উক্ত হইল॥ আত্মা নাম স্থূলসূক্ষ্মকারণশরীরত্রয়ব্যতিরিক্তঃ পঞ্চকোষবিলক্ষণোঽবস্থাত্রয়সাক্ষী সচ্চিদানন্দস্বরূপঃ। স্থূল সূক্ষ্ম কারণ রূপ যে শরীরত্রয় তাহা হইতে ভিন্ন এবং অন্নময়াদি পঞ্চ কোষ হইতে পৃথক জাগ্রৎ স্বপ্নসুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী নিত্য জ্ঞানানন্দ স্বরূপ আত্মা ইহা শ্রুতি প্রসিদ্ধ হয়॥ অনাত্মা নামানিত্যজড়দুঃখাত্মকং সমষ্টিব্যষ্ট্যাত্মকং শরীরত্রয়মনাত্মা। অনিত্য জড় দুঃখাত্মক এবং সমষ্টিব্যষ্টিরূপ যে শরীরত্রয় তাহার নাম অনাত্মা॥ শরীরত্রয়ং নাম স্থূলসূক্ষ্মকারণশরীরত্রয়ং। স্থূল সূক্ষ্ম কারণ ইহার নাম শরীরত্রয়॥ স্থূলশরীরং নাম পঞ্চীকৃতমহাভূতকার্য্যং কর্ম্মজন্যং জন্মাদিষড়্ভাববিকারং। পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূতের কার্য্য শুভাশুভ কর্ম্ম জন্য জন্মাদি ষড়্ বিকার বিশিষ্ট তাহার নাম স্থূল শরীর॥ তথাচোক্তং। শাস্ত্রান্তরেও উক্ত হইয়াছে॥ পঞ্চীকৃতমহাভূতসম্ভবং কর্ম্মসঞ্চিতং। শরীরং সুখদুঃখানাং ভোগায়তনমুচ্যতে। পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহা ভূত সম্ভব এবং কর্ম্ম দ্বারা সঞ্চিত অর্থাৎ শুভাশুভ কর্ম্মাধীন জাত সুখ দুঃখ ভোগের স্থান তাহাকে শরীর কহেন॥ শীর্য্যতে বয়োভির্বাল্যকৌমারযৌবনবার্দ্ধক্যাদিভিশ্চেতি শরীরং। বাল্য কৌমার যৌবন বার্দ্ধক্যাদিবয়োদ্বারা শীর্ণ হয় এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা

শরীর শব্দে বাচ্য হয়॥ দহ ভস্মীকরণে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা চ দেহো ভস্মীভাবং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। দহ ধাত্বর্থ ভস্মীকরণ এই ব্যুৎপত্তি দ্বারাও দেহ পদ বাচ্য হয় অর্থাৎ ভস্মসাৎ হয়॥ নমু কেচিদ্দেহা ভস্মীভাবং প্রাপ্নুবন্তি কেচিদ্দেহা খননাদি প্রাপ্নুবন্তি কথমুচ্যতে সর্ব্বং স্থূলাদিকং স্থূলদেহজাতং ভস্মীভাবং প্রাপ্নোতি। এস্থলে এই পূর্ব্বপক্ষ আশঙ্কা করিতেছেন যে কত গুলি দেহ ভস্মীভাব প্রাপ্ত হইতেছে কত গুলি খননাদি প্রাপ্ত হইতেছে তবে কি হেতু কহিতেছেন যে সকল স্থূল দেহ ভস্মীভাব প্রাপ্ত হয় ইহার সিদ্ধান্ত পশ্চাৎ করিতেছেন॥ যদ্যপ্যেবং তথাপি কেনাগ্নিনা দাহত্বং সম্ভবতীত্যতআহ। যদ্যপিও সকল দেহ ভস্মীভাব প্রাপ্ত হয় না ইহা সত্য বটে তথাপি কোনো অগ্নি দ্বারা দাহত্ব সম্ভাবিত হয় এই হেতু পরে কহিতেছেন॥ সর্ব্বেষাং স্থূলাদিদেহানামাধ্যাত্মিকাধিভৌতিকাধিদৈবিকতাপত্রয়াগ্নিনা দাহত্বং সম্ভবতীত্যর্থঃ। সকল স্থূলাদি দেহ সম্বন্ধে আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক আধিদৈহিক রূপ যে তাপত্রয় সেই অগ্নি দ্বারা দাহত্ব সম্ভাবিত হইতেছে এই কারণে কহিয়াছেন॥ আধ্যাত্মিকং নাম আত্মানং দেহমধিকৃত্য বর্ত্ততে ইতি তদ্দুখং আধ্যাত্মিকং শিরোরোগাদি। আত্ম শব্দবাচ্য দেহকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান হয় যে শিরোরোগাদি দুঃখ তাহার নাম আধ্যাত্মিক॥ আধিভৌতিকং নাম ভূতমধিকৃত্য বর্ত্তত ইত্যাধিভৌতিকং ব্যাঘ্রতস্করাদিজন্যং দুঃখং। ব্যাঘ্র তস্করাদি ভয়ঙ্কর প্রাণিকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান যে দুঃখ তাহার নাম আধিভৌতিক॥ আধিদৈবিকং নাম দেবমধিকৃত্য বর্ত্তত ইত্যাধিদৈবিকং দুঃখমশনিপাতাদিজন্যং। দেবতাকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান যে বজ্রপাতাদি জনিত দুঃখ তাহার নাম আধিদৈবিক॥ সূক্ষ্মশরীরং নাম অপঞ্চীকৃতভূতকার্য্যং সপ্তদশকং লিঙ্গং। অপঞ্চীকৃত ভূতের কার্য্য সপ্তদশ বিশিষ্ট যে লিঙ্গ দেহ তাহার নাম সূক্ষ্ম শরীর॥ সপ্তদশকং নাম জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ প্রাণাদিপঞ্চ বায়বো বুদ্ধির্মনশ্চেতি। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু বুদ্ধি মন ইহার নাম সপ্তদশক॥ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি কানি। জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল কি॥ শ্রোত্রত্বক্চক্ষুর্জিহ্বাঘ্রাণাখ্যানি। শ্রোত্র ত্বক্ চক্ষু জিহ্বা নাসিকা এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের নাম॥ শ্রোত্রে-

ন্দ্রিয়ং নাম শ্রোত্রব্যতিরিক্তকর্ণসস্কুল্যবচ্ছিন্ননভোদেশাশ্রয়ং শব্দগ্রহণ-শক্তিমদিন্দ্রিয়ং শ্রোত্রেন্দ্রিয়মিতি। ত্বক্ শিরাদি আকৃতি বিশিষ্ট কর্ণ হইতে ভিন্ন কর্ণযন্ত্র মধ্যগত আকাশাশ্রিত শব্দ গ্রহণ শক্তি বিশিষ্ট যে ইন্দ্রিয় তাহার নাম শ্রোত্রেন্দ্রিয়॥ ত্বগিন্দ্রিয়ং নাম ত্বগ্ব্যতিরিক্তং ত্বগাশ্রয়-মাপাদতলমস্তকব্যাপিশীতোষ্ণাদিস্পর্শগ্রহণশক্তিমদিন্দ্রিয়ং ত্বগিন্দ্রিয়মিতি। ত্বগ্ ভিন্ন অথচ ত্বগাশ্রিত চরণাবধি মস্তক পর্য্যন্ত ব্যাপনশীল শীত গ্রীষ্মাদি-স্পর্শ গ্রহণ শক্তি বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়ের নাম ত্বগিন্দ্রিয়॥ চক্ষুরিন্দ্রিয়ং নাম গোলব্যতিরিক্তং গোলকাশ্রয়ং কৃষ্ণতারকাগ্রবর্ত্তি রূপগ্রহণশক্তিমদিন্দ্রিয়ং চক্ষুরিন্দ্রিয়মিতি। গোলাকৃতি চক্ষুর আয়তন হইতে ভিন্ন অথচ গোলকা-শ্রিত কৃষ্ণবর্ণ তারকার অগ্রবর্ত্তি রূপ গ্রহণ শক্তি যুক্ত ইন্দ্রিয়ের নাম চক্ষু-রিন্দ্রিয়॥ জিহ্বেন্দ্রিয়ং নাম জিহ্বাব্যতিরিক্তং জিহ্বাশ্রয়ং জিহ্বাগবর্ত্তি রস-গ্রহণশক্তিমদিন্দ্রিয়ং জিহ্বেন্দ্রিয়মিতি। জিহ্বা ভিন্ন অথচ জিহ্বাশ্রয় জিহ্বার অগ্রবর্ত্তি মধুরাদি রস গ্রহণ শক্তি বিশিষ্ট যে ইন্দ্রিয় তাহার নাম জিহ্বে-ন্দ্রিয়॥ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ং নাম নাসিকাব্যতিরিক্তং নাসিকাশ্রয়ং নাসিকাগ্রবর্ত্তি গন্ধগ্রহণশক্তিমদিন্দ্রিয়ং ঘ্রাণেন্দ্রিয়মিতি। নাসিকা হইতে ভিন্ন অথচ নাসিকাশ্রয় নাসিকার অগ্রবর্ত্তি গন্ধগ্রহণ শক্তিশালি যে ইন্দ্রিয় তাহার নাম ঘ্রাণেন্দ্রিয়॥ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি কানি। কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল কি॥ বাক্ পাণিপাদ-পায়ূপস্থাখ্যানি। বাক্য পাণি পাদ পায়ু উপস্থ ইহাবদিগের নাম কর্ম্মেন্দ্রিয়॥ বাগিন্দ্রিয়ং নাম বাগ্ব্যতিরিক্তং বাগাশ্রয়মষ্টস্থানবর্ত্তি শব্দোচ্চারণশক্তি-মদিন্দ্রিয়ং বাগিন্দ্রিয়মিতি। বাক্য ব্যতিরিক্ত অথচ বাক্যাশ্রয় এবং অষ্ট স্থান বর্ত্তি শব্দোচ্চারণ শক্তিযুক্ত যে ইন্দ্রিয় তাহার নাম বাগিন্দ্রিয়॥ অষ্টস্থানং নাম হৃদয়কণ্ঠশিরউর্দ্ধৌষ্ঠাধরৌষ্ঠতালুদ্বয়জিহ্বাইত্যষ্টস্থানানি। বক্ষঃস্থল কণ্ঠদেশ মস্তক উর্দ্ধৌষ্ঠ অধরৌষ্ঠ তালুদ্বয় জিহ্বা এই অষ্ট স্থান॥ পাণীন্দ্রিয়ং নাম পাণিব্যতিরিক্তং করতলাশ্রয়ং দানাদানশক্তি-মদিন্দ্রিয়ং পাণীন্দ্রিয়মিতি। কর হইতে ভিন্ন অথচ করতলাশ্রিত দান এবং গ্রহণাদি শক্তি বিশিষ্ট যে ইন্দ্রিয় তাহার নাম পাণীন্দ্রিয়॥ পাদেন্দ্রিয়ং নাম পাদব্যতিরিক্তং পাদাশ্রয়ং পাদতলবর্ত্তি গমনাগমন-শক্তিমদিন্দ্রিয়ং পাদেন্দ্রিয়মিতি। চরণ ভিন্ন অথচ চরণাশ্রিত চরণতলবর্ত্তি

গমনাগমন শক্তিশালি ইন্দ্রিয়ের নাম পাদেন্দ্রিয় ॥ পায্বিন্দ্রিয়ং নাম গুদ-ব্যতিরিক্তং গুদাশ্রয়ং পুরীষোৎসর্গশক্তিমদিন্দ্রিয়ং পায্বিন্দ্রিয়মিতি। অপান হইতে অন্য অথচ অপানাশ্রিত মলত্যাগ শক্তি বিশিষ্ট যে ইন্দ্রিয় তাহার নাম পায়ু ইন্দ্রিয় ॥ উপস্থেন্দ্রিয়ং নাম উপস্থব্যতিরিক্তং উপস্থাশ্রয়মূত্র-শুক্রোৎসর্গশক্তিমদিন্দ্রিয়ং উপস্থেন্দ্রিয়মিতি। উপস্থ হইতে অন্য অথচ উপস্থাশ্রয় মূত্র এবং শুক্র ত্যাগ শক্তিযুক্ত যে ইন্দ্রিয় তাহার নাম উপ-স্থেন্দ্রিয় ॥ এতানি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণ্যুচ্যন্তে। ইহারা কর্ম্মেন্দ্রিয় শব্দে বাচ্য হয় ॥ অন্তঃকরণং নাম মনোবুদ্ধিশ্চিত্তমহঙ্কারশ্চেতি। মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার ইহার নাম অন্তঃকরণ ॥ মনঃস্থানং গলান্তং। কণ্ঠ মধ্যে মনের স্থান ॥ বুদ্ধের্বদনং। বুদ্ধির স্থান বদন ॥ চিত্তস্য নাভিঃ। চিত্তের স্থান নাভি ॥ অহঙ্কারস্য হৃদয়ং। অহঙ্কারের স্থান হৃদয় ॥ অন্তঃকরণচতুষ্টয়স্য বিষয়াঃ সংশয়নিশ্চয়ধারণাভিমানাঃ। অন্তঃকরণ চতুষ্টয়ের বিষয় সংশয় নিশ্চয় ধারণ অভিমান ॥ প্রাণাদিবায়ুপঞ্চকং নাম প্রাণাপানব্যানোদানসমানাঃ। প্রাণ অপান ব্যান উদান সমান ইহারা শরীরস্থ পঞ্চ বায়ু ॥ তেষাং স্থানবিশেষা উচ্যন্তে। তাহারদিগের স্থান বিশেষ কহিতেছেন ॥ হৃদি প্রাণো গুদেঽপানঃ সমানোনাভি-সংস্থিতঃ। উদানঃ কণ্ঠদেশস্থো ব্যানঃ সর্ব্বশরীরগঃ। প্রাণ বায়ু হৃদয়স্থ হয়েন পায়ুস্থানে অপান বায়ুস্থিতি করেন সমান বায়ু নাভিদেশে স্থিত হয়েন উদান বায়ু গলদেশে থাকেন ব্যান বায়ু সমস্ত শরীর গামী হয়েন ॥ তেষাং বিষয়াঃ। তাহারদিগের বিষয় কহিতেছেন ॥ প্রাণঃ প্রাগ্গমনবান্। প্রাণ বায়ু পূর্ব্ব গমন বিশিষ্ট ॥ অপানোঽবাগ্গমন বান্। অপান বায়ু অধোগমন বিশিষ্ট ॥ উদানঊর্দ্ধগমনবান্। উদান বায়ু ঊর্দ্ধ গমন বিশিষ্ট ॥ সমানঃ সমীকরণবান্। সমান বায়ু ভক্ষিত অন্নাদিকে একত্রাবস্থান করান ॥ ব্যানোবিশ্বগ্গমনবান্। ব্যান বায়ু সর্ব্বদেহে গমন বিশিষ্ট হয়েন ॥ এতেষামুপবায়বঃ পঞ্চ। ইহারদিগের উপবায়ু পঞ্চ ॥ নাগঃ কূর্ম্মশ্চ কৃকরো দেবদত্তোধনঞ্জয়ঃ। নাগ কূর্ম্ম কৃকর দেবদত্ত ধনঞ্জয় ইহাদিগের নাম ॥ এতেষাং বিষয়াঃ। ইহারদিগের বিষয় কহিতেছেন ॥ নাগাত্তুদ্গীরণঞ্চাপি কূর্ম্মাত্তুন্মীলনন্তথা। ধনঞ্জয়াৎ

পোষণঞ্চ দেবদত্তাচ্চ জৃম্ভণং। কৃকরাচ্চ ক্ষুতং জাতমিতি যোগবিদোবিদুঃ। নাগ উদ্‌গীরণ কর, কূর্ম্ম উন্মীলন কর, ধনঞ্জয় পোষণ কর, দেবদত্ত জৃম্ভণ কর, কৃকর ক্ষুৎ কর। নাগ বায়ুর শক্তিতে উদ্‌গীরণ হয়, কূর্ম্মের শক্তিতে চক্ষুরাদির উন্মীলন হয়, ধনঞ্জয়ের শক্তিতে শরীরে পুষ্টতা হয়, দেবদত্তের শক্তিতে জৃম্ভণ হয়॥ এতেষাং জ্ঞানেন্দ্রিয়াদীনামধিপতয়ো-দিগাদয়ঃ। এই সকল জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দিগাদি হয়েন॥ তাহা প্রমাণের সহিত কহিতেছেন, দিগ্‌বাতার্কপ্রচেতোঽশ্বিবহ্নী-ন্দ্রোপেন্দ্রমিত্রকাঃ। তথা চন্দ্রশ্চতুর্বক্ত্রোরুদ্রঃ ক্ষেত্রজ্ঞঈশ্বরঃ। বিশিষ্টো বিশ্বস্রষ্টাচ বিশ্বযোনিরয়োনিজঃ। ক্রমেণ দেবতাঃ প্রোক্তাঃ শ্রোত্রাদীনাং যথা ক্রমাৎ। শ্রোত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দিক্ এবং ত্বকের বায়ু নেত্রের সূর্য্য জিহ্বার বরুণ নাসিকার অশ্বিনী কুমার বাক্যের অগ্নি হস্তের ইন্দ্র চরণের বিষ্ণু গুহ্যের মৃত্যু উপস্থের ব্রহ্মা একত্বরূপে নির্দিষ্ট চিত্ত এবং মনের চন্দ্র অহঙ্কারের রুদ্র বুদ্ধির অধিপতি ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বর অর্থাৎ চৈতন্য স্বরূপ আত্মা তিনিই বিশ্বের কারণ অনাদি শ্রোত্রাদির যথাক্রমে ইঁহারা অধিপতি দেবতা হয়েন॥ এতৎ সর্ব্বং মিলিতং লিঙ্গশরীর-মিত্যুচ্যতে। উক্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়াদি সকল মিলিত হইয়া তাহার নাম লিঙ্গ শরীর হয়॥ তথাচোক্তং। শাস্ত্রান্তরে উক্ত হইয়াছে তাহা কহিতে-ছেন॥ পঞ্চপ্রাণমনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়সমন্বিতং। অপঞ্চীকৃতভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনং। প্রাণাপানাদি পঞ্চ বায়ু মন বুদ্ধি পঞ্চ জ্ঞানে-ন্দ্রিয় পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় সমন্বিত পঞ্চীকৃত পৃথিব্যাদি পঞ্চ মহাভূত হইতে জাত নহে এবং ভোগের সাধন তাহার নাম সূক্ষ্ম শরীর॥ লীনমর্থং গময়তীতি ব্যুৎপত্ত্যা লিঙ্গমিত্যুচ্যতে। ব্রহ্মাত্মৈকস্বরূপ যে লীন বিশিষ্ট অর্থ তাহাকে প্রাপ্ত করান এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা লিঙ্গ শব্দ বাচ্য হয়েন॥ শীর্য্যতে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা শরীরমিত্যুচ্যতে। শীর্ণ হয়েন এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা শরীর শব্দ বাচ্য হয়েন॥ কথং শীর্য্যত ইতি চেৎ। কি প্রকারে শীর্ণ হয় ইহা যদি আশঙ্কা হয়। অহং ব্রহ্মাস্মীতি জ্ঞানেন শীর্য্যতে। আমি ব্রহ্ম এই রূপ ব্রহ্মেতে আত্মাতে অভেদ জ্ঞান হইলে শীর্ণ হয়॥ দহভস্মীকরণে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা লিঙ্গদেহস্য পৃথিবী পুরঃসরং ক্ষয় ইত্যুচ্যতে। দহ ধাতুর

অর্থ ভস্মীকরণ এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা লিঙ্গ দেহের পৃথিবী পুরঃসর ক্ষয় হয়॥ কথং। কি হেতু॥ বাগাদ্যাকারেণ পরিণামোবৃদ্ধিঃ। বাক্যাদি আকার দ্বারা লিঙ্গ দেহের বিকার এবং বৃদ্ধি হয়॥ তৎসংকোচোনাম জীর্ণতা। বাক্যাদির সংকোচ হইলে লিঙ্গ দেহের জীর্ণতা হয় এই হেতু তাহার ক্ষয় উক্ত হইয়াছে॥ কারণশরীরং নাম শরীরদ্বয়হেত্বনাদ্যনির্বাচ্যং সাভাসং ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞাননিবর্ত্ত্যমজ্ঞানং কারণশরীরমিত্যুচ্যতে। স্থূল এবং সূক্ষ্ম এই শরীরদ্বয়ের হেতু অনাদি অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্মেতে আত্মাতে যে অভেদ জ্ঞান তাহার দ্বারা নিবৃত্ত হয় অজ্ঞান স্বরূপ তাহার নাম কারণ শরীর ইহা উক্ত হয়॥ তথাচোক্তং। শাস্ত্রান্তরেও উক্ত হইয়াছে॥ অনাদ্যবিদ্যানির্ব্বাচ্যা কারণোপাধিরুচ্যতে। উপাধিত্রিতযাদন্যমাত্মানমবধারয়েৎ। অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞান অনাদি অনির্ব্বচনীয় কারণ শরীরের উপাধি কথিত হয়। জ্ঞান স্বরূপ আত্মা যিনি তাঁহাকে স্থূল সূক্ষ্ম কারণ শরীর রূপ যে উপাধিত্রয় তাহা হইতে ভিন্ন অবধারণ করিবেক॥ শীর্য্যতে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা শরীরং কথমিতি চেৎ। শীর্ণ হয় এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা শরীর শব্দে বাচ্য হয়। ইহা কি প্রকারে হয় এমত যদি আশঙ্কা হয় এই হেতু পরে কহিতেছেন। ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানেন শীর্য্যতে। ব্রহ্মেতে আত্মার একত্ব জ্ঞান দ্বারা শীর্ণ হয়॥ দহভস্মীকরণইতি ব্যুৎপত্ত্যা কারণশরীরস্য পৃথিবীপুরঃসরং ক্ষয় ইত্যুচ্যতে। দহ ধাতুর অর্থ ভস্মীকরণ এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা কারণ শরীরের পৃথিবী পুরঃসব ক্ষয় হয় ইহা উক্ত হইতেছে॥ অনৃতজড়দুঃখাত্মকমিত্যুক্তং। মিথ্যাজড় এবং দুঃখাত্মক ইহা উক্ত হইল॥ কালত্রয়েষ্ববিদ্যমানবস্তু অনৃতমিত্যুচ্যতে। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই কালত্রয়ে অবিদ্যমান যে বস্তু সেই অনৃত শব্দে কথিত হয়॥ জড়ং নাম স্ববিষয়পরবিষয়জ্ঞানরহিতং বস্তু জড়মিত্যুচ্যতে। স্ববিষয়ে এবং পর বিষয়ে জ্ঞান রহিত যে বস্তু সেই জড় শব্দে উক্ত হয়॥ দুঃখং নাম অপ্রীতিরূপং বস্তু দুঃখমিত্যুচ্যতে। প্রীতি শূন্য যে পদার্থ তাহার নাম দুঃখ॥ সমষ্টি ব্যষ্ট্যাত্মকমিত্যুক্তং কা সমষ্টিঃ কা ব্যষ্টিঃ। সমষ্টি ব্যষ্টি রূপ ইহা উক্ত হইয়াছে, কি সমষ্টি কি ব্যষ্টি তাহা দৃষ্টান্তের সহিত পরে কহিতেছেন॥ যথা বনস্য সমষ্টিঃ যথা বৃক্ষস্য ব্যষ্টি র্জলসমূহস্য সমষ্টিঃ

র্জলস্য ব্যষ্টিঃ তদ্বদনেকশরীরস্য সমষ্টিরেকশরীরস্য ব্যষ্টিঃ। যেমন বন শব্দের অর্থ বহুবৃক্ষের সংক্ষেপ কথন যেমন বৃক্ষ শব্দের অর্থ বহুবৃক্ষের প্রত্যেকে বিস্তার কথন, সংক্ষেপ দ্বারা জল সমূহের আর বিস্তাররূপে প্রত্যেক জলের কথন তেমনি বহু শরীরের সংক্ষেপ কথনের নাম সমষ্টি প্রত্যেক শরীরের বিস্তার কথনের নাম ব্যষ্টি॥ অবস্থাত্রয়ং নাম জাগ্রৎ-স্বপ্নসুষুপ্তয়ঃ। জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি ইহার নাম অবস্থাত্রয়॥ জাগরণং নাম ইন্দ্রিয়ৈরর্থোপলব্ধির্জাগরিতং। ইন্দ্রিয় দ্বারা রূপাদি বিষয়ের যে অনুভব তাহার নাম জাগরণ॥ স্বপ্নোনাম জাগরিতসংস্কারজন্যপ্রত্যয়ঃ সবিষয়ঃ স্বপ্নঃ। জাগরণাবস্থার যে সংস্কার তজ্জন্য সবিষয় যে জ্ঞানাবস্থা তাহার নাম স্বপ্ন॥ সুষুপ্তির্নাম সর্ব্ববিষয়জ্ঞানাভাবঃ। সকল বিষয় জ্ঞানাভাব বিশিষ্ট যে অবস্থা তাহার নাম সুষুপ্তি॥ এই উক্ত অবস্থাত্রয় বিশিষ্ট পুরুষের নাম কহিতেছেন, জাগ্রৎস্থূলশরীরাভিমানী বিশ্বঃ। জাগরণাবস্থাস্থিত স্থূল শরীরাভিমানী পুরুষের নাম বিশ্ব॥ স্বপ্নসূক্ষ্ম-শরীরাভিমানী তৈজসঃ। স্বপ্নাবস্থাবিশিষ্ট সূক্ষ্ম শরীরাভিমানী পুরুষের নাম তৈজস॥ সুযুপ্তিকারণশরীভিমানী প্রাজ্ঞঃ। সুষুপ্তি অবস্থা বিশিষ্ট কারণ শরীরাভিমানী পুরুষের নাম প্রাজ্ঞ॥ কোষপঞ্চকং নামান্ন-ময়প্রাণময়মনোময়বিজ্ঞানময়ানন্দময়াখ্যাঃ। অন্নময় প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময় আনন্দময় ইহার নাম পঞ্চকোষ॥ ইহারদিগের স্বরূপ কহি-তেছেন, অন্নময়োঽন্নবিকারঃ। অন্নের বিকার অন্নময়॥ প্রাণময়ঃ প্রাণ-বিকারঃ। প্রাণের বিকার প্রাণময়॥ মনোময়ো মনোবিকারঃ। মনের বিকার মনোময়॥ বিজ্ঞানময়ো বিজ্ঞানবিকারঃ। বিজ্ঞান বিকার বিজ্ঞান ময়॥ আনন্দময়ঃ আনন্দবিকারঃ। আনন্দের বিকার আনন্দময়॥ অন্নময়-কোষোনাম স্থূলশরীরং। স্থূল শরীরের নাম অন্নময় কোষ॥ কথং॥ কিহেতু॥ মাতৃপিতৃভ্যামন্নে ভুক্তে সতি শুক্রশোণিতাকারেণ পরিণতং তয়োঃ সংযোগাদেব দেহাকারেণ পরিণতেন কোষবদাচ্ছাদকত্বাৎ কোষ-ইত্যুচ্যতে। মাতা পিতা কর্ত্তৃক ভুক্ত অন্ন শুক্র শোণিত রূপে পরিণত হয় তদনন্তর মাতা পিতার সংযোগ হেতু সেই শুক্র শোণিত দেহ রূপে পরিণত হইয়া খড়্গাদি কোষের ন্যায় আত্মার আচ্ছাদক হয় এই হেতু

স্থূল শরীর অন্নময় কোষ॥ ইতিব্যুৎপত্ত্যান্নবিকারত্বে সতি আত্মানমা-ছাদয়তি। পূর্ব্বোক্ত এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা অন্নবিকারত্ব হইলে আত্মাকে আচ্ছাদন করে॥ কথমাত্মানমপরিচ্ছিন্নং পরিচ্ছিন্নমিব জন্মাদিষড়্বিকার রহিতমাত্মানং জন্মাদিষড়্ভাববন্তমিব তাপত্রয়রহিতমাত্মানং তাপত্রয় বন্তমিবাচ্ছাদয়তি। কি প্রকারে অপরিচ্ছিন্ন আত্মাকে পরিচ্ছিন্নের ন্যায় জন্মাদি ষড়্বিকার হীন আত্মাকে জন্মাদি ষড়্বিকার বিশিষ্টের ন্যায় আধ্যা ত্মিকাদি তাপত্রয় রহিত আত্মাকে তাপত্রয় যুক্তের ন্যায় আচ্ছাদন করে তাহা কহিতেছেন॥ যথা কোষঃ খড়্গামাচ্ছাদয়তি যথা তুষস্তণ্ডুলমাচ্ছা দয়তি যথা গর্ত্তঃ সন্তানমাবারয়তি তথাত্মানমাবারয়তি। যেমন খড়্গাকে কোষ আচ্ছাদন করে যেমন তুষ তণ্ডুলকে আচ্ছাদন করে যেমন গ[র্ত্ত] সন্তানকে আচ্ছাদন করে তেমনি স্থূল শরীর আত্মাকে আচ্ছাদন করে। প্রাণময়কোষোনাম কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ বায়বঃ পঞ্চ এতৎ সর্ব্বং মিলিত সৎ প্রাণময়কোষ ইত্যুচ্যতে। হস্ত পাদাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রাণাপানা[দি] পঞ্চ বায়ু ইহারা সকল মিলিত হইয়া প্রাণময় কোষশব্দে বাচ্য হয় প্রাণবিকারে সতি বক্তৃত্বাদি রহিতমাত্মানং বক্তারমিব দাতৃত্বাদিরহিতম[া] ত্মানং দাতারমিব গমনাদিরহিতমাত্মানং গন্তারমিব ক্ষুৎপিপাসাদিরহি[ত] মাত্মানং ক্ষুৎপিপাসাবন্তমিবাবারয়তি। প্রাণের বিকার হইলে বক্তৃত্বা[দি] রহিত আত্মাকে বক্তার ন্যায় দাতৃত্বাদি রহিত আত্মাকে দাতার ন্যায় গ[ম] নাদি রহিত আত্মাকে গমন কর্ত্তার ন্যায় ক্ষুৎপিপাসাদি রহিত আত্মা[কে] ক্ষুৎ পিপাসাদি বিশিষ্টের ন্যায় আবরণ করে॥ মনোময়কোষোনাম জ্ঞা নেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ মনশ্চ এতৎ সর্ব্বং মিলিত্বা মনোময়কোষইত্যুচ্যতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন ইহারা সকল মিলিত হইয়া মনোময় কোষ শ[ব্দে] কথিত হয়॥ কথং। কিহেতু॥ মনোবিকারে সতি সংশয়রহিতমাত্মা[নং] সংশয়বন্তমিব শোকমোহাদিরহিতমাত্মানং শোকমোহাদিবন্তমিব দ[র্শ] নাদিরহিতমাত্মানং দ্রষ্টারমিবাবারয়তি। মনের বিকার হইলে সং[শয়] রহিত আত্মাকে সংশয় যুক্তের ন্যায় শোক মোহাদি রহিত আত্মাকে শো[ক] মোহাদি বিশিষ্টের ন্যায় দর্শনাদি রহিত আত্মাকে দর্শন কর্ত্তার ন্যা[য়] আচ্ছাদন করে॥ বিজ্ঞানময়কোষোনাম জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ বুদ্ধিশ্চ এ[তৎ]

সর্ব্বং মিলিত্বা বিজ্ঞানময়কোষইত্যুচ্যতে। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি ইহারা সকল মিলিত হইয়া বিজ্ঞানময় কোষ শব্দে বাচ্য হয়॥ কথং কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদ্যভিমানেন ইহলোকপরলোকগামী ব্যবহারিকোজীব-ইত্যুচ্যতে। কিহেতু কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃস্বরূপ অভিমান দ্বারা ইহলোক পর-লোক গমন শীল ব্যবহারচারী জীব ইহা বাচ্য হয়॥ বিজ্ঞানবিকারে সতি অকর্ত্তারমাত্মানং কর্ত্তারমিব অবিজ্ঞাতারমাত্মানং বিজ্ঞাতারমিব নিশ্চয়-রহিতমাত্মানং নিশ্চয়বন্তমিব মান্দ্যজাড্যরহিতমাত্মানং জাড্যাদিবন্তমিবা-বারয়তি। বিজ্ঞানের বিকার হইলে অকর্ত্তারূপ আত্মাকে কর্ত্তার ন্যায় অবিজ্ঞানকর্ত্তা আত্মাকে বিজ্ঞান কর্ত্তার ন্যায় নিশ্চয় রহিত আত্মাকে নিশ্চয় বিশিষ্টের ন্যায় মন্দত্ব জড়ত্বাদি রহিত আত্মাকে জড়ত্বাদি বিশিষ্টের ন্যায় আবরণ করে এই হেতু॥ আনন্দময়কোষোনাম প্রিয়মোদপ্রমোদ-বৃত্তিমদজ্ঞানপ্রধানমন্তঃকরণমানন্দময়ঃ কোষইত্যুচ্যতে। প্রীতি হর্ষ বিহাররূপ বৃত্তি যুক্ত অজ্ঞান প্রধান অন্তঃকরণের নাম আনন্দময় কোষ শব্দে বাচ্য হয়॥ কথং। কি হেতু॥ প্রিয়মোদপ্রমোদরহিতমাত্মানং প্রিয়মোদপ্রমোদবন্তমিবাভোক্তারমাত্মানং ভোক্তারমিব পরিচ্ছিন্নসুখ-রহিতমাত্মানং পরিচ্ছিন্নসুখমিবাচ্ছাদয়তি। প্রীতি হর্ষ বিহার রহিত আত্মাকে প্রীতি হর্ষ বিহার বশিষ্টের ন্যায় অভোক্তা আত্মাকে ভোক্তার ন্যায় পরিচ্ছিন্ন সুখ রহিত আত্মাকে পরিচ্ছিন্ন সুখের ন্যায় আচ্ছাদন করে এই হেতু॥ শরীরত্রয়বিলক্ষণত্বমুচ্যতে। আত্মার শরীরত্রয় হইতে ভিন্নত্ব উক্ত হয়॥ কথং। কি হেতু॥ সত্যরূপোঽসত্যরূপো ন ভবতি। সত্যরূপ আত্মা অসত্য শরীর বিশিষ্ট হয়েন না॥ অসত্যস্বরূপঃ সত্য-স্বরূপো ন ভবতি। অসত্য স্বরূপ শরীর সত্য স্বরূপ আত্মা হইতে পারে না॥ জ্ঞানস্বরূপো জড় স্বরূপো ন ভবতি। জ্ঞান স্বরূপ আত্মা জড় স্বরূপ শরীর হয়েন না॥ জড়স্বরূপো জ্ঞানস্বরূপো ন ভবতি। জড় স্বরূপ শরীর জ্ঞান স্বরূপ আত্মা হয় না॥ সুখস্বরূপো দুঃখ স্বরূপো ন ভবতি। সুখ স্বরূপ আত্মা দুঃখ স্বরূপ শরীর হয়েন না॥ দুঃখস্বরূপঃ সুখস্বরূপো ন ভবতি। দুঃখ স্বরূপ শরীর সুখ স্বরূপ আত্মা হয় না॥ এবং শরীরত্রয় বিলক্ষণত্বমুক্ত্বা অবস্থাত্রয়সাক্ষী উচ্যতে। এই প্রকারে

শরীরত্রয় হইতে আত্মার বিলক্ষণত্ব কহিয়া জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী আত্মা ইহা কহিতেছেন॥ কথং। কিহেতু॥ জাগ্রদবস্থা জাতা জাগ্রদবস্থা ভবতি জগ্রদবস্থা ভবিষ্যতি স্বপ্নাবস্থা জাতা স্বপ্নাবস্থা ভবতি স্বপ্নাবস্থা ভবিষ্যতি সুষুপ্ত্যবস্থা জাতা সুষুপ্ত্যবস্থা ভবতি সুষুপ্ত্যবস্থা ভবিষ্যত্যেবমবস্থাত্রয়মধিকারিতয়া জানাতি। জাগ্রদবস্থা হইয়াছে জাগ্রদবস্থা হইতেছে জাগ্রদবস্থা হইবেক স্বপ্নাবস্থা হইয়াছে হইতেছে হইবেক সুষুপ্ত্যবস্থা হইয়াছে হইতেছে হইবেক এই প্রকারে অবস্থাত্রয়কে অধিকারিত্বরূপে জানিতেছেন এই হেতু॥ অথাত্মনঃ পঞ্চকোষবিলক্ষণত্বমুচ্যতে। অনন্তর আত্মার অন্নময়াদি পঞ্চকোষ হইতে ভিন্নতা কহিতেছেন॥ পঞ্চকোষবিলক্ষণত্বমাত্মনঃ কথং। কি হেতু আত্মার পঞ্চকোষ হইতে ভিন্নতা॥ দৃষ্টান্তরূপেণ প্রতিপাদয়তি। সেইটি দৃষ্টান্তরূপে প্রতিপন্ন করিতেছেন॥ মমেয়ং গৌঃ। আমার এই গরু॥ মমায়ং বৎসঃ। আমার এই বাছুর॥ মমায়ং কুমারঃ। আমার এই কুমার॥ মমেয়ং কুমারী। আমার এই কুমারী॥ মমেয়ং স্ত্রী। আমার এই স্ত্রী॥ এবমাদিপদার্থবান্ পুরুষো ন ভবতি। ইত্যাদি পদার্থ বিশিষ্ট পুরুষ অর্থাৎ আত্মা হয়েন না॥ তথা মমান্নময়কোষঃ। আমার অন্নময় কোষ॥ মম প্রাণময় কোষঃ। আমার প্রাণময় কোষ॥ মম মনোময়কোষঃ। আমার মনোময় কোষ॥ মম বিজ্ঞানময়কোষঃ। আমার বিজ্ঞানময় কোষ॥ মমানন্দময়কোষঃ। আমার আনন্দময় কোষ॥ এবং পঞ্চকোষবানাত্মা ন ভবতি। এই প্রকার পঞ্চকোষ বিশিষ্ট আত্মা হয়েন না॥ তেভ্যঃ বিলক্ষণঃ সাক্ষী। তাহারদিগের হইতে পৃথক্ সাক্ষী স্বরূপ হন॥ অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ। অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ইতি শ্রুতেঃ। আত্মা শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পঞ্চ বিষয় রহিত অব্যয় অনাদি অনন্ত এবং প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ নিত্য হয়েন তাঁহাকে জ্ঞাত হইয়া মৃত্যু মুখ হইতে প্রমুক্ত হয় এই শ্রুতি আছে॥ তস্মাদাত্মনঃ সচ্চিদানন্দস্বরূপত্বমুক্তং। সেই হেতু আত্মার সচ্চিদানন্দ স্বরূপত্ব উক্ত হইল॥ সদ্রূপত্বং নাম কেনাপ্যবাধ্যমানত্বেন কালত্রয়েঽপ্যেকরূপেণ বিদ্যমানত্বমুচ্যতে। কাহার কর্তৃক বাধিত না হইয়া যে ভুত ভবি

ত্যং বস্তুমান স্বরূপ ত্রিকালেতে একরূপে থাকা তাহার নাম সদ্রূপ॥ চিদ্রূপত্বং নাম সাধনান্তরনিরপেক্ষতয়া স্বয়ং প্রকাশমানং স্বস্মিনারোপিত-সর্ব্বপদার্থাবভাসকবস্তুত্বং চিদ্রূপত্বমিত্যুচ্যতে। অন্য সাধনের অপেক্ষা না করিয়া আপন হইতেই প্রকাশমান আপনাতে আরোপিত সর্ব্ব পদার্থের প্রকাশক যে বস্তুধর্ম্ম তাহার নাম চিদ্রূপত্ব॥ আনন্দস্বরূপত্বং নাম পরমপ্রেমাস্পদত্বং নিত্যনিরতিশয়ত্বমানন্দস্বরূপত্বমিত্যুচ্যতে। নিত্য এবং যাহা হইতে অতিশয় নাই এমত যে পরম প্রেমের আধারত্ব তাহার নাম আনন্দ স্বরূপত্ব কথিত হয়। বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম রাতের্দাতুঃ পরায়ণমিতি শ্রুতেঃ। বিজ্ঞান স্বরূপ আনন্দ স্বরূপ এবং দানদাতা ইহার দিগের আশ্রয় স্বরূপ ব্রহ্ম ইহা শ্রুতি কহিতেছেন॥ এবং নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব ব্রহ্মাহমস্মীতি সংশয় সম্ভাবনা বিপরীত ভাবনা রাহিত্যেন যস্তু জানাতি সজীবন্মুক্তোভবতি। এই প্রকারে নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব ব্রহ্ম স্বরূপ আমি ইহাতে সংশয় সম্ভাবনা বিপরীত ভাবনারহিত হইয়া যে জানে সে জীবন্মুক্ত হয়। ইতি শ্রীশঙ্করাচার্য্য বিরচিত আত্মানাত্মবিবেকঃ সমাপ্তঃ।

